তিনটে টাকা থাকলে এই নকল খাবার দিয়ে বাঁটুলকে ঠকাতে পারতুম।
একটা টাকা আছে! ঐ বটিকা নিয়ে যাই।
ভেজার জিনিসের দোকান
আঃ! বিকালে এক কাপ চা না খেলে শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করে!
সত্যি বাঁটুলদা!
এইবার বেহুঁশ বটিকা!
আর এক কাপ খাই! আরে! এটা ঘুমিয়ে পড়ল?
বটিকা কাজ করেছে!
কিছু পরে
আহা বেচারা ভাল্লুক! দাঁড়াও, তোমাকে কিছু দিই।
হাঃ-হাঃ! ভাল্লুক সেজে বাঁটুলকে খুব ঠকিয়েছি!
মনে হল ভাল্লুকটা যেন হাসল!
হিঃ হিঃ!
দেখ! তুমি ঐ বাড়িতে ভিক্ষে চাও। ও খুব দয়ালু!
আহা! এক্ষুণি যাচ্ছি!
আবার কে? এবার দাড়িটা টেনে দেখি আসল না নকল!
ওরে বাবা! এ নকল নয় আসল দাড়ি!
ঠিক আছে! এই নাও ক্ষতি-পূরণ বাবদ দশ টাকা!
তোমরা দেখিয়েছ বলেই টাকা পেয়েছি। এই নাও তোমাদের এক টাকা দিলুম!
আঃ! আমাদের দু টাকা হলো!

আমাদের আরো এক টাকার দরকার। কোথা পাই ?
আমি জানি! শোন —
অন্ধ নাচারকে কিছু সাহায্য করুন !
আহা বেচারা! এই নাও একটা টাকা !
আরে! অন্ধটা দেখছি দিব্যি দৌড়চ্ছে! সেই জোড়াদুটো নয়ত ?
এই লম্বকর্ণ! এবার ওঠ। ছুঁচোদুটো কি মতলব করে, তোকে শুনে বলতে হবে।
আহা ! কি সুখাদ্য! মাংস, ডিম — উস্‌ !
দাঁড়াও বাঁটুলদা! আমি একশোগজ দূরে হাসির শব্দ পাচ্ছি !
বুঝতে পারছিনা, এগুলো ঠিক না বেঠিক।
ও গুলো খেয়োনা বাঁটুলদা! ও গুলো আসল নয় প্লাস্টিকের ! ওরা বলাবলি করছিল।
কিছুক্ষণ পরে
নিয়োনা বলছি ?
প্লাস্টিকেরটাও খেতে মন্দ নয় — তবে এবার আসলটাও নিলুম এটা তোদের ফাইন, বুঝলি?
ওঃ!

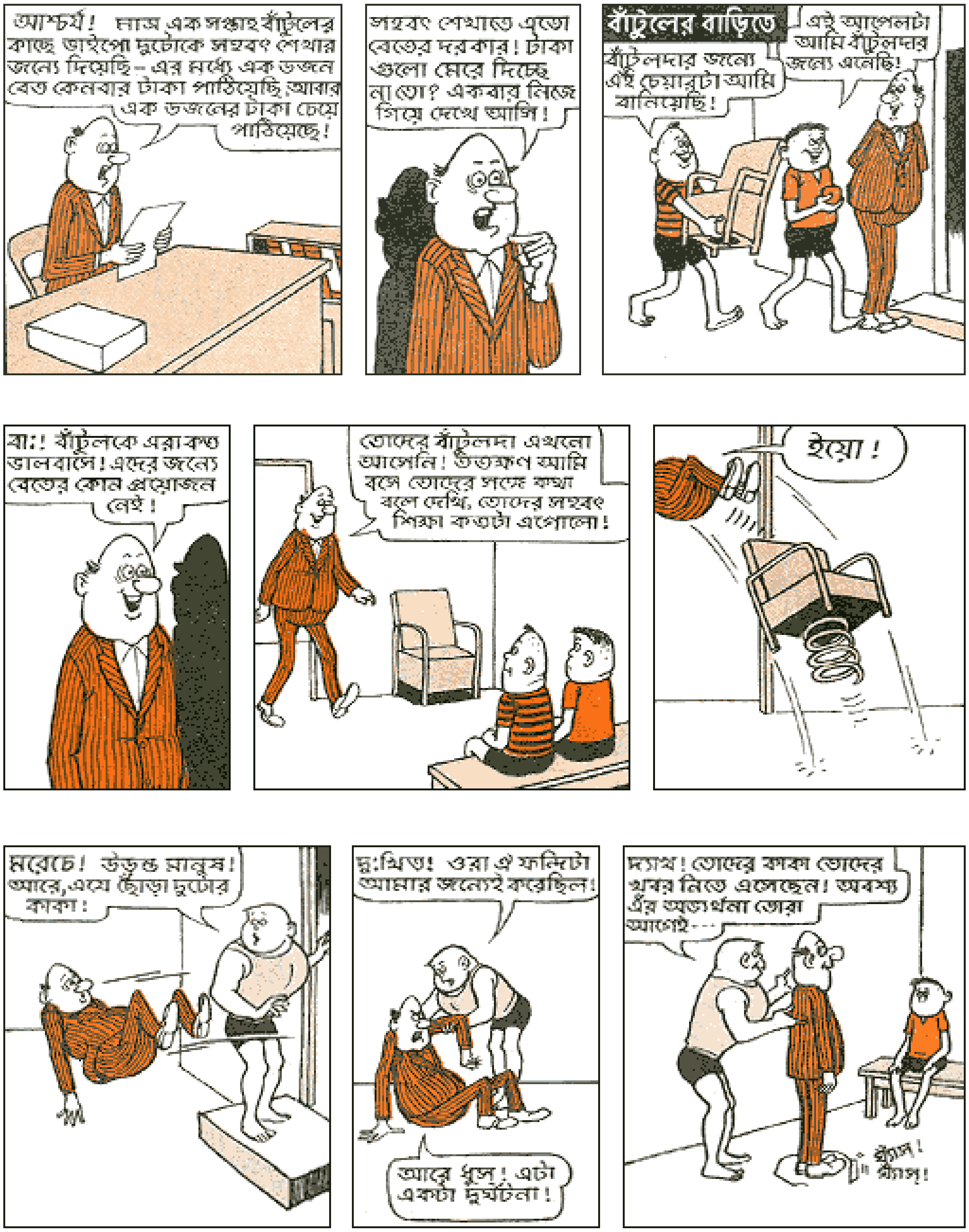
আশ্চর্য! মাত্র এক সপ্তাহ বাঁটুলের কাছে ভাইপো দুটোকে সহবৎ শেখার জন্যে দিয়েছি—এর মধ্যে এক ডজন বেত কেনবার টাকা পাঠিয়েছি, আবার এক ডজনের টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে!
সহবৎ শেখাতে এতো বেতের দরকার! টাকাগুলো মেরে দিচ্ছে না তো? একবার নিজে গিয়ে দেখে আসি!
বাঁটুলের বাড়িতে
বাঁটুলদার জন্যে এই চেয়ারটা আমি বানিয়েছি!
এই আপেলটা আমি বাঁটুলদার জন্যে এনেছি!
বাঃ! বাঁটুলকে এরা কত্ত ভালবাসে! এদের জন্যে বেতের কোন প্রয়োজন নেই!
তোদের বাঁটুলদা এখনো আসেনি! ততক্ষণ আমি বসে তোদের সঙ্গে কথা বলে দেখি, তোদের সহবৎ শিক্ষা কতটা এগোলো!
ইয়ো!
মরেচে! উড়ন্ত মানুষ! আরে, এযে ছোঁড়া দুটোর কাকা!
দুঃখিত! ওরা ঐ ফন্দিটা আমার জন্যেই করেছিল!
আরে ধুস! এটা একটা দুর্ঘটনা!
দ্যাখ! তোদের কাকা তোদের খবর নিতে এসেছেন! অবশ্য ওঁর অভ্যর্থনা তোরা আগেই---

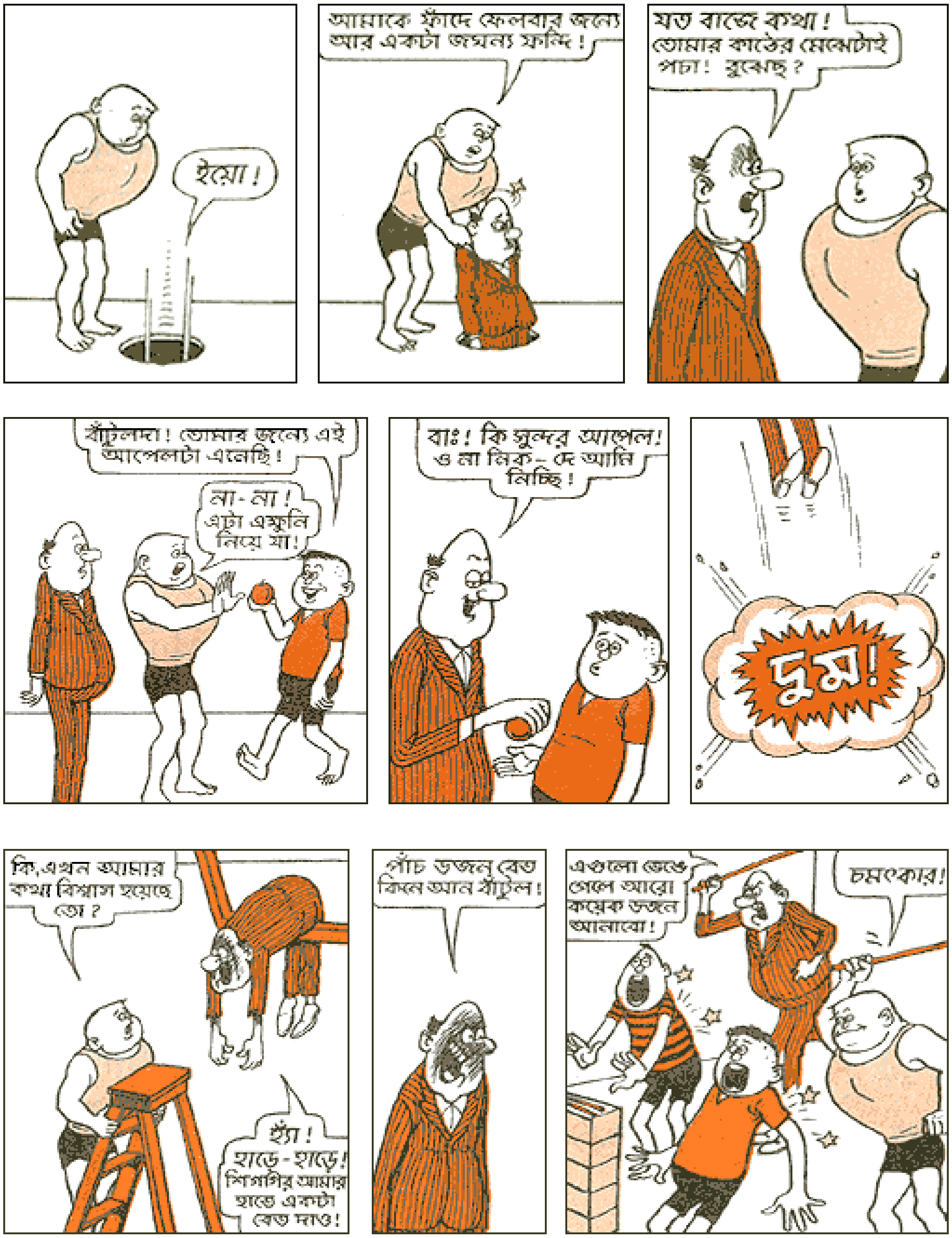
ইয়ো!
আমাকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে আর একটা জঘন্য ফন্দি!
যত বাজে কথা! তোমার কাঠের মেঝেটাই পচা! বুঝেছ?
বাঁটুলদা! তোমার জন্যে এই আপেলটা এনেছি!
না-না! এটা এক্ষুনি নিয়ে যা!
বাঃ! কি সুন্দর আপেল! ও না নিক– দে আমি নিচ্ছি!
দুম!
কি, এখন আমার কথা বিশ্বাস হয়েছে তো?
হ্যাঁ! হাড়ে-হাড়ে! শিগগির আমার হাতে একটা বেত দাও!
পাঁচ ডজন বেত কিনে আন বাঁটুল!
এগুলো ভেঙে গেলে আরো কয়েক ডজন আনাবো!
চমৎকার!

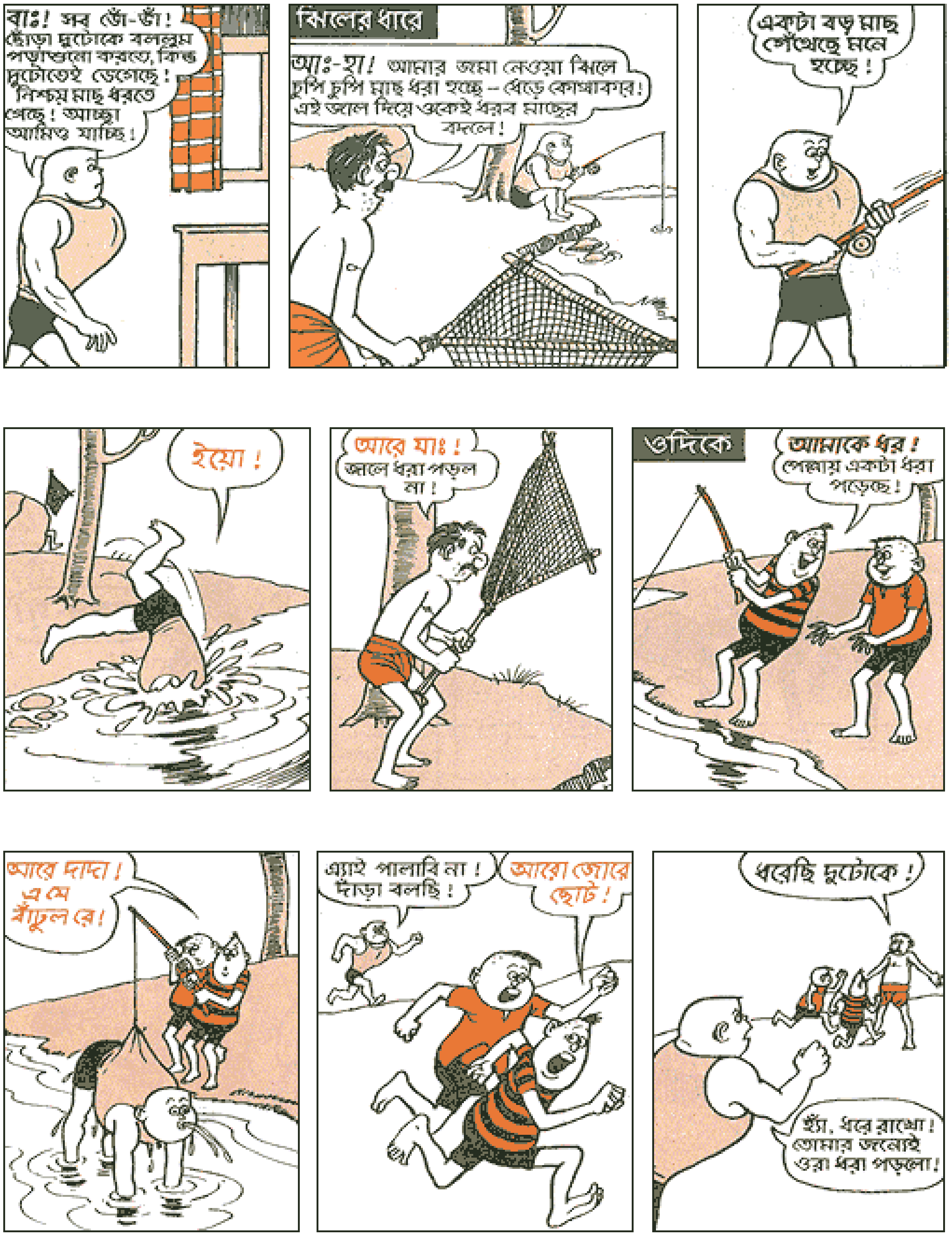
বাঃ! সব ভোঁ-ভাঁ! ছোঁড়া দুটোকে বললুম পড়াশুনো করতে, কিন্তু দুটোতেই ভেগেছে! নিশ্চয় মাছ ধরতে গেছে! আচ্ছা আমিও যাচ্ছি!
ঝিলের ধারে
আঃ-হা! আমার জমা নেওয়া ঝিলে চুপি চুপি মাছ ধরা হচ্ছে – বেড়ে কোম্পাকার! এই জালে দিয়ে ওকেই ধরব মাছের বদলে!
একটা বড় মাছ গেঁথেছে মনে হচ্ছে!
ইয়ো!
আরে যাঃ! জলে ধরা পড়ল না!
ওদিকে
আমাকে ধর! পেল্লায় একটা ধরা পড়েছে!
আরে দাদা! এ যে ঝাঁটুল রে!
এ্যাই পালাবি না! দাঁড়া বলছি!
আরো জোরে ছোট!
ধরেছি দুটোকে!
হ্যাঁ, ধরে রাখো! তোমার জন্যেই ওরা ধরা পড়লো!

আমি ওদের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি!
খেঁড়োটার ওপরেও নজর রাখতে হবে!
ঐ যে আবার ছোঁড়া দুটোর পেছনে বাঁটেলোটাও ছুটেছে! আমাকে ধোঁকা দিয়ে আবার মাছ ধরার মতলব! দেখতে হচ্ছে ব্যাপারটা!
হুম! মনে হচ্ছে লোকটা জাল নিয়ে পেছু ধাওয়া করেছে!
আমি এই আড়ালে লুকিয়ে পড়ি, ও ওদের পেছনে ছুটুক!
ওরা এই পুলের ওপর দিয়েই গেছে!
দুড়ুম!
বাঁটুল! টা-টা!
এবারে নিশ্চিন্তে বসে মাছ ধরা যাবে!
জেলেটাকে উড়িয়েছিস! কিন্তু জালটা আমি পেয়েছি!
এবার তোমার জালের জন্যে ওদের পাকড়াতে পারলুম!

চ লম্বকর্ণ! ঐ নারকেল গাছের নিচে বসে জিরিয়ে নি!
সেই ভাল বাঁটুলদা!
মাথায় সুড়সুড়ি দিচ্ছিস লম্বু? দে, ভাল করে দে। আঃ!
কর্‌-র্‌-র্‌!
ঠোঁৎ!
ঠকাস!
ঠং!
ওঃ!
এদিকে নিচে
সঙ্গে কি আছে শিগগির ছাড়ো দেখি চাঁদ! নাহলে —— এ্যাক্!
ওঃ! খুব বেঁচে গেছি! ব্যাটা আমার সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছিল আরকি!
হাতের শিকার ফস্কে গেল: কোন হতভাগা নারকেল ছুঁড়ে আমার মাথায় আব গজিয়েছে তাকে একবার দেখে নেবো!
এই হতচ্ছাড়াই বোধ হয় নারকেল ছুঁড়ে এখন ঘুমের ভান করছে! দেখাচ্ছি মজা!

এবার তোর মাথাতেও আর গজাবো হতভাগা!
ফোঁৎ-ফর্‌র্‌র!
ধপ!
ঠকাং!
ড্যাম্ব নারকেল! এই পিস্তলের গুলিতে এবার ওর খুলি ফুটো করে দেবো!
ফর-র-ৎ!
টাই!
আল্‌স্‌-স্‌!
আ-আ-আই! একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলুম! আরে! একি ব্যাপার? ডাকসাইটে গুণ্ডাটা না? এটাকে এখানে নক আউট করল কে? নিশ্চয় লম্বকর্ণ!
খানিক পরে
সাবাশ লম্বু! তুই ঐ গুণ্ডাটাকে কাত করলি কি করে?
সেটা আমিও ঠিক বুঝতে পারছিনা বাঁটুলদা!

সীমান্তের এখান দিয়ে চোরাই চালান হয়। আজকাল ব্যাটাদের বড় দৌরাত্ম্য বেড়েছে ওদের ঠাণ্ডা করতে হবে!
এখনো কারো টিকি দেখা যাচ্ছে না! আমি বরং চারদিকটা একবার টহল দিয়ে দেখি!
এই ব্যাগটাতে তিন লক্ষ টাকার মাল আছে! এটাকে এবার এই বর্ডারটা পার করে ঘাঁটিতে পৌঁছুতে হবে!
এদিকটাতে পাহারা কম, তাই অনেকটা চলে আসতে পেরেছি! মনে হচ্ছে ঝামেলা হবে না — আরে, ও আবার কে আসছে!
মনে হচ্ছে আমাদের খোঁজ পেয়ে খুঁজছে! তুমি একটু দাঁড়াও দোস্ত! আমি ওর পেছন পেছন গিয়ে ওর পিঠের ওপর ছোরার ধারটা পরখ করে আসি!
চোরাই চালানকারীদের তো দেখা নেই দেখছি! খবর ভুল নয়তো!
মরেছে! সত্যিই আমাদের খুঁজছে যে! দাঁড়া হতচ্ছাড়া, তোকে পটল তোলাচ্ছি!
এবার আমাদের পেছনে লাগবার ঠ্যালা বোঝ!
খচাং!
?
আঃ! বড্ড মশা কামড়াচ্ছে তো দেখছি!
ওফ্!

যা-ব্বাবা! পার্টনার যে ব্যাক গিয়ার দিয়ে রকেটের মত উড়ে বেরিয়ে গেল!
হুউস!
কোন ব্যাটা শয়তান পেছু নিয়েছে দেখি একবার! ধরতে পারলে জোড়া পুঁতে ফেলবো!
অপ্‌স্!
উফ্‌স্!
ঘটাং!
ধপাস!
ওরে মর্কট! তুই তাহলে আমার পার্টনারকে উড়িয়েছিস, আর কলার খোসা ফেলে আমাকে ডিগবাজী খাইয়েছিস! তবে দ্যাখ!
ঠং!
দুম!
পং!
যা-যা-যা-ব্বাবা!
এক মাইল হাঁটবার পর পেছনেরটাকে সামনে আনবো, তারপর আবার এক মাইল পর----

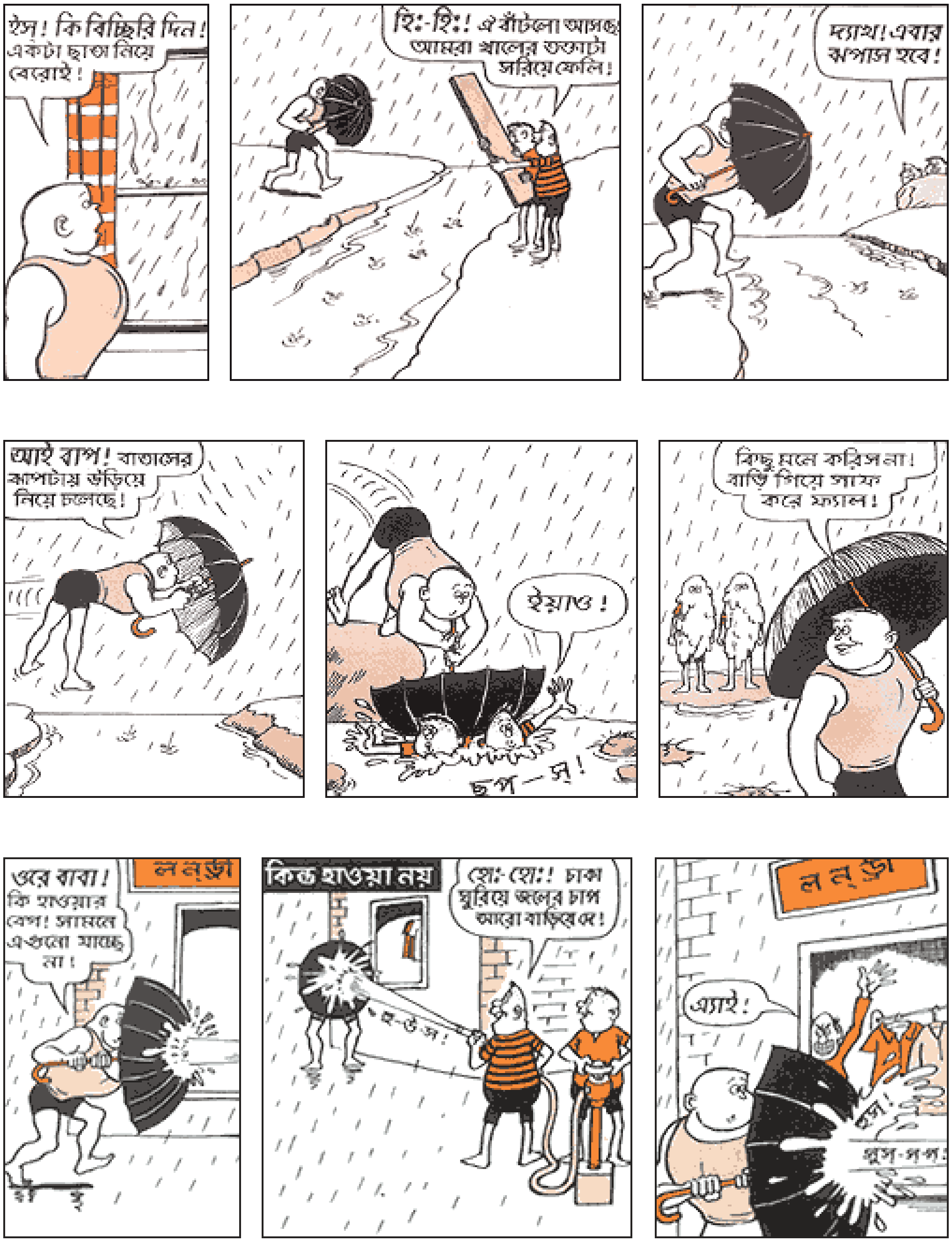
ইস্! কি বিচ্ছিরি দিন! একটা ছাতা নিয়ে বেরোই!
হিঃ-হিঃ! ঐ বাঁটলো আসছে! আমরা খালের তক্তাটা সরিয়ে ফেলি!
দ্যাখ! এবার ঝপাস হবে!
আই বাপ! বাতাসের ঝাপটায় উড়িয়ে নিয়ে চলেছে!
ইয়াও!
ছপ—স্!
কিছু মনে করিস না! বাড়ি গিয়ে সাফ করে ফ্যাল!
ওরে বাবা! কি হাওয়ার বেগ! সামলে এগুলো যাচ্ছে না!
লনড্রী
কিন্তু হাওয়া নয়
হোঃ হোঃ! চাকা ঘুরিয়ে জলের চাপ আরো বাড়িয়ে দে!
লনড্রী
এ্যাই!

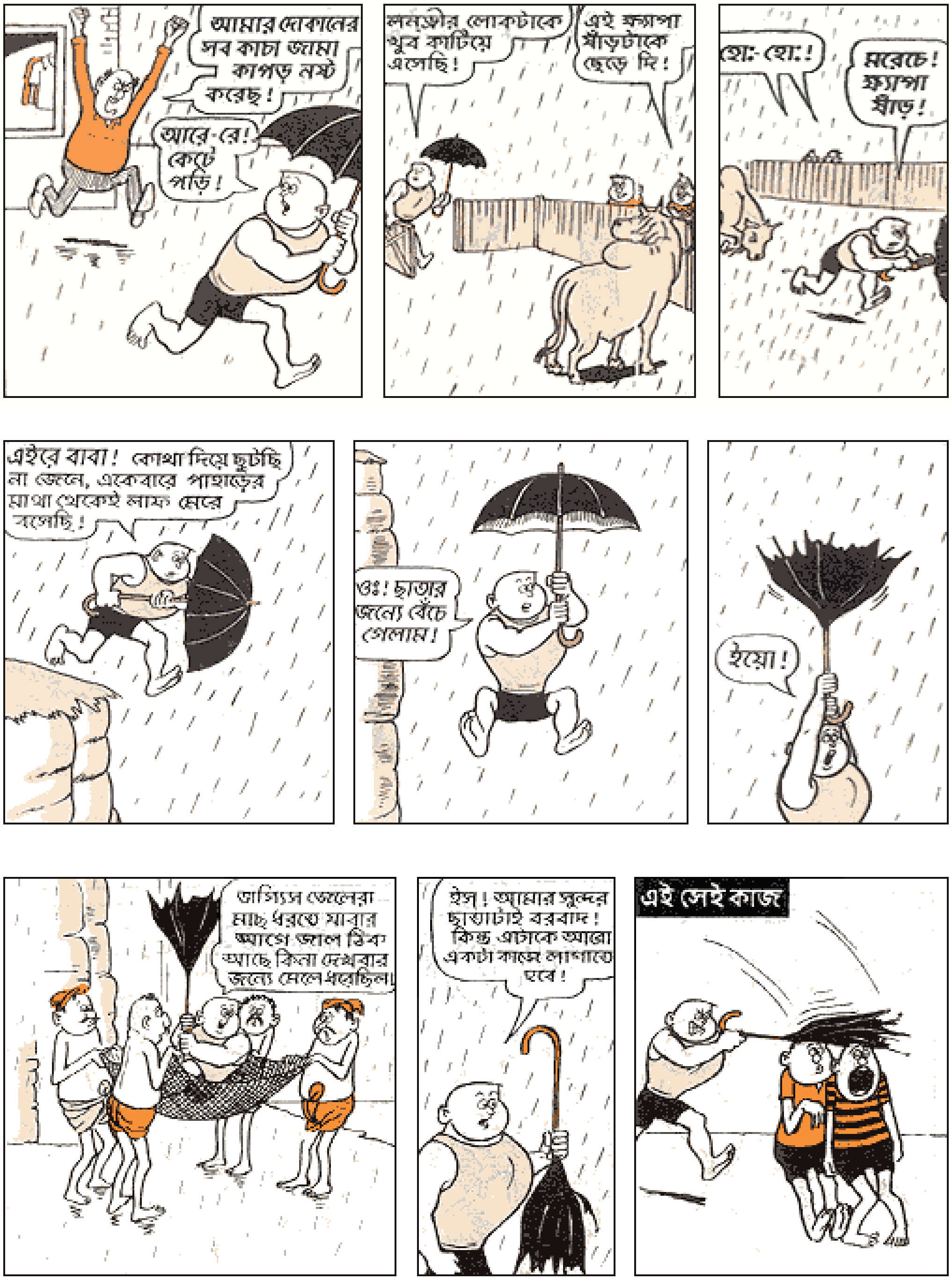

আমার দোকানের সব কাচা জামা কাপড় নষ্ট করেছ!
আরে-রে! কেটে পড়ি!
লন্ড্রীর লোকটাকে খুব কাটিয়ে এসেছি!
এই ক্ষ্যাপা ষাঁড়টাকে ছেড়ে দি!
হো:-হো:!
মরেছে! ক্ষ্যাপা ষাঁড়!
এইরে বাবা! কোথা দিয়ে ছুটছি না জেনে, একেবারে পাহাড়ের মাথা থেকেই লাফ মেরে বসেছি!
ওঃ! ছাতার জন্যে বেঁচে গেলাম!
ইয়ো!
ভাগ্যিস জেলেরা মাছ ধরতে যাবার আগে জাল ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্যে মেলে ধরেছিল!
ইস্! আমার সুন্দর ছাতাটাই বরবাদ! কিন্তু এটাকে আরো একটা কাজে লাগাতে হবে!
এই সেই কাজ

দুঃখিত বাঁটুল: আর কোন ঘোড়া কিনতে পারবো না। কারণ আমার আস্তাবলে আর জায়গা নেই।
এইরে! কিন্তু আমার কিছু টাকার যে বিশেষ প্রয়োজন।
মরেচে! ব্যাটা হঠাৎ ক্ষেপে গেলো কেন!
হাঃ হাঃ! দারুণ লাগিয়েছিস! বাঁটুলোকে এবার সত্যি আউট করা গেলো!
এঃ অন্যমনস্ক থাকাতে ছিটকে গেলাম।
গররর!
যাক, ঘোড়ার বদলে ভাল্লুকে চড়েই আসা গেল।
ক্লিক!
আহ্হা! ভাল্লুক সওয়ার, চমৎকার!
সুন্দর ছবি তুলতে দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ! এই নাও দশ টাকা!
টাকাটা হাতবদল হয়ে গেলো বলে কিছু মনে করোনা দাদা!
হোঃ হোঃ! বাঁটুলো আমাকে চিনতেই পারেনি। যাক— ফালতু দশটাকা আমাদের ফাণ্ডে এসে গেলো!

দেখি যদি কোন জন্তু টন্তু ধরে বিক্রি করতে পারি।
এই ব্যাটাই তো পিঠে চেপেছিলো!
ঝোপে নড়াচড়ার শব্দ পেলাম! বোধ হয় কিছুতে লাগিয়েছি!
দুম! দুম!
মরেছে! একটা ভালুক আহত হয়ে তেড়ে আসছে! ব্যাটাকে জ্যান্ত ধরতে হবে!
গররর!
ছুটিয়ে ঐ গাছের কাছে নিয়ে গিয়ে ব্যাটাকে চেপে ধরবো!
পাজিটা আসছে শুনতে পাচ্ছি!
অরররর! আমার ভাইয়ের মাথাতেই ডাণ্ডা বসিয়েছি!
দমাস!
ধুপ! ধাপ! ধাপ! ধুপ!
অ্যাই খেয়েছে! এ যে ভালুকের মুষ্টিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো!
জুতো ভাল্লুক! আমার সার্কাসের জন্যে ঠিক যা দরকার!
আমার সমস্যা মিটেছে। এই নাও দু হাজার টাকা— ভালুকের দাম।
ধন্যবাদ! আমি আরো একটা জিনিস আপনার কাছে চাই অবশ্য ধার হিসেবে।
ওর পকেটে টাকা, আর আমাদেরটা ফাঁকা! উল্টে আবার আমাদের ওপর দিয়ে হাতের সুখ করে নিচ্ছে।
ফটাস!

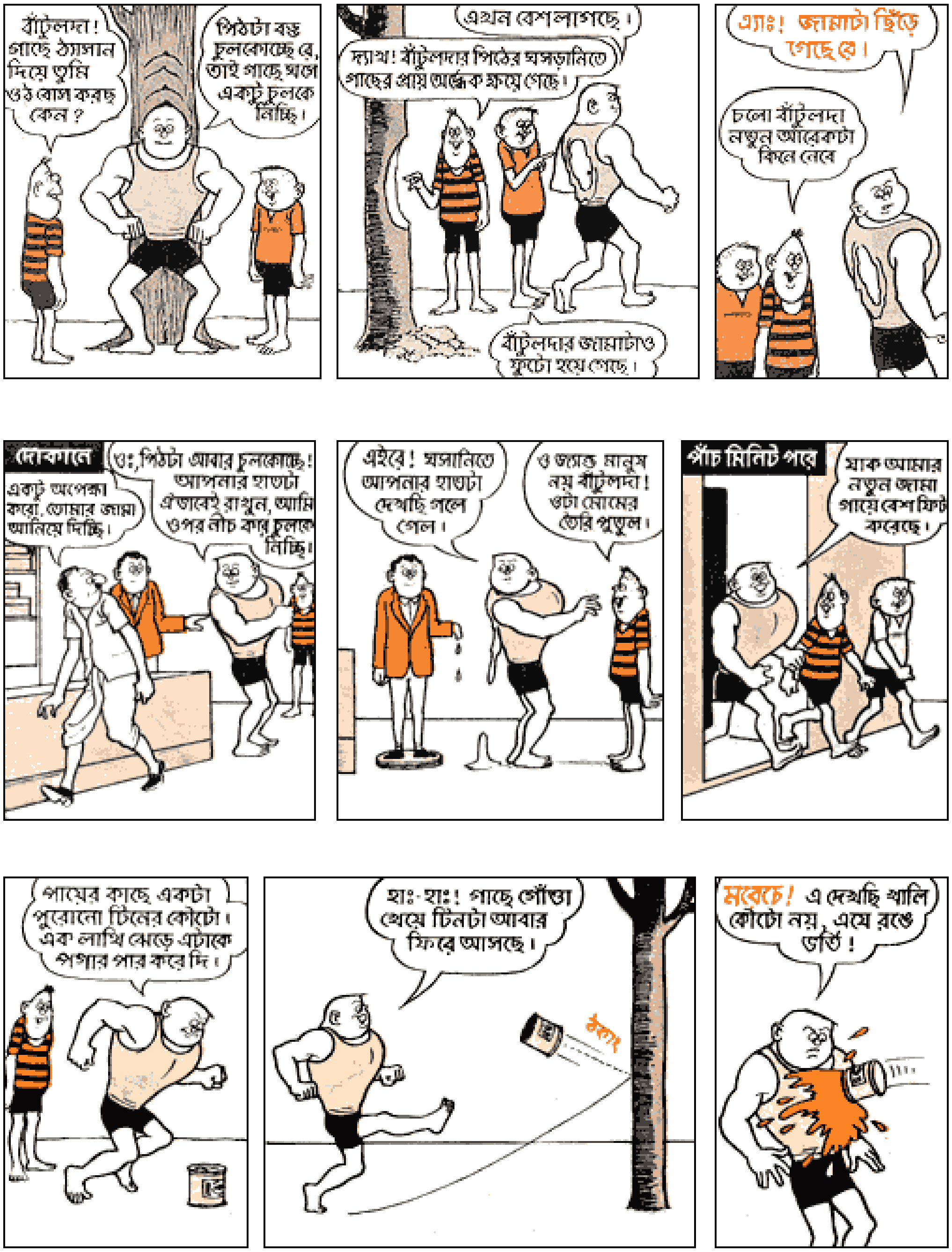
বাঁটুলদা! গাছে ঠ্যাসান দিয়ে তুমি ওভাবে বোস করছ কেন?
পিঠটা বড্ড চুলকোচ্ছে রে, তাই গাছে ঘসে একটু চুলকে নিচ্ছি।
এখন বেশ লাগছে।
দ্যাখ! বাঁটুলদার পিঠের ঘসড়ানিতে গাছের প্রায় অর্দ্ধেক ক্ষয়ে গেছে।
বাঁটুলদার জামাটাও ফুটো হয়ে গেছে।
এ্যাঃ! জামাটা ছিঁড়ে গেছে রে।
চলো বাঁটুলদা নতুন আরেকটা কিনে নেবে
দোকানে
একটু অপেক্ষা করো, তোমার জামা আনিয়ে দিচ্ছি।
ওঃ, পিঠটা আবার চুলকোচ্ছে! আপনার হাতটা এভাবেই রাখুন, আমি ওপর নীচ করে চুলকে নিচ্ছি।
এইরে! ঘসানিতে আপনার হাতটা দেখছি গলে গেল।
ও জ্যান্ত মানুষ নয় বাঁটুলদা! ওটা মোমের তৈরি পুতুল।
পাঁচ মিনিট পরে
যাক আমার নতুন জামা গায়ে বেশ ফিট করেছে।
পায়ের কাছে একটা পুরোনো টিনের কৌটো। এক লাথি ঝেড়ে এটাকে পগার পার করে দি।
হাঃ-হাঃ! গাছে গোঁত্তা খেয়ে টিনটা আবার ফিরে আসছে।
মরেছে! এ দেখছি খালি কৌটো নয়, এযে রঙে ভর্তি!

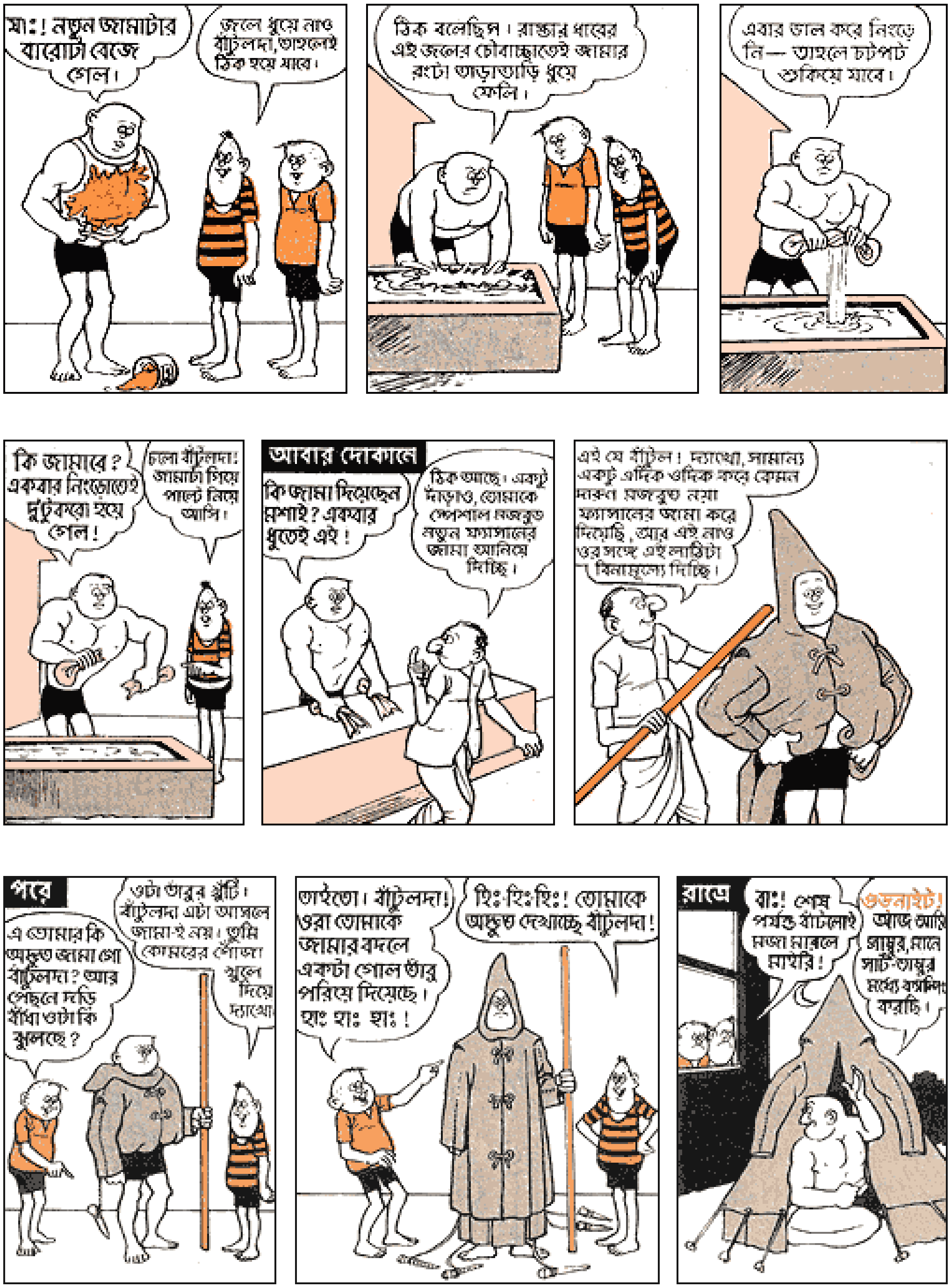
যাঃ! নতুন জামাটার বারোটা বেজে গেল।
জলে ধুয়ে নাও বাঁটুলদা, তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে।
ঠিক বলেছিস। রাস্তার ধারের এই জলের চৌবাচ্চাতেই জামার রংটা তাড়াতাড়ি ধুয়ে ফেলি।
এবার ভাল করে নিংড়ে নি — তাহলে চটপট শুকিয়ে যাবে।
কি জ্বালারে? একবার নিংড়োতেই দুটুকরো হয়ে গেল!
চলো বাঁটুলদা! জামাটা গিয়ে পাল্টে নিয়ে আসি।
আবার দোকানে
কি জামা দিয়েছেন মশাই? একবার ধুতেই এই!
ঠিক আছে। একটু দাঁড়াও, তোমাকে স্পেশাল মজবুত নতুন ফ্যাসানের জামা আনিয়ে দিচ্ছি।
এই যে বাঁটুল! দ্যাখো, সামান্য একটু এদিক ওদিক করে কেমন দারুণ মজবুত নয়া ফ্যাসানের জামা করে দিয়েছি, আর এই নাও ওর সঙ্গে এই লাঠিটা বিনামূল্যে দিচ্ছি।
পরে
এ তোমার কি অদ্ভুত জামা গো বাঁটুলদা? আর পেছনে দড়ি বাঁধা ওটা কি ঝুলছে?
ওটা তাঁবুর খুঁটি। বাঁটুলদা এটা আসলে জামা-ই নয়। তুমি কোমরের গোঁজা খুলে দিয়ে দ্যাখো।
তাইতো। বাঁটুলদা! ওরা তোমাকে জামার বদলে একটা গোল তাঁবু পরিয়ে দিয়েছে। হাঃ হাঃ হাঃ!
হিঃ হিঃ হিঃ! তোমাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে বাঁটুলদা!
রাত্রে
বাঃ! শেষ পর্যন্ত বাঁটলাই মজা মারলে মাইরি!
গুডনাইট! আজ আমি তাম্বুর, মানে সার্ট-তাম্বুর মধ্যে বসবাস করছি।

বাঁটুলদা ফুটবল ম্যাচে আমাদের সঙ্গে খেলবে বলল, কৈ পাত্তাই নেই
তাইতো! চ' দেখে আসি কি ব্যাপার!
দেখেছিস কাণ্ড! আমরা এদিকে ভেবে অস্থির–আর বাঁটুলদা দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে!
ঘড়-ড় ঘোঁৎ!
কি হবেরে? এত ডাকাডাকিতেও নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু!
ডাকাডাকিতে কিচ্ছু হবেনা। এই পিনের খোঁচা দিয়ে দেখি!
যাঃ! পিনটাই বেঁকে গেল!
ঘোঁৎ!
এবারে এটা দিয়ে!
ঠাঁই
বাঁটুলদার ঘুম ভেঙেছেরে!
মাথায় সুড়সুড়ি দিচ্ছিস কেরে?

বাঃ! তুমি আমাদের হয়ে ম্যাচ খেলবে যে!
আমার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলি যে বড়?
আজ দেখবি, ফুটবল খেলা কাকে বলে। হেঃ-হেঃ!
এই যাঃ! হাই কিকটা একটু জোরে হয়ে গেলরে!
তুমি বলটাকে এমন কিক্ করলে যে ওটা কোথায় উঠে গেল—আর খেলাটাও ভণ্ডুল হয়ে গেল!
হঠাৎ
ভ্যাজাল জিনিস বিক্রির জন্যে তুই আমাকে পুলিশে ধরিয়েছিলি—আজ তার প্রতিশোধ!
দমাস!
ওঁক্
বাঁটুলদা! কিসে এই পাজিটা কুপোকাৎ হলো বলতো?
বুঝেছি কিসে! এটা হচ্ছে সেই বলটা! ওটা আমার কিকে এত উঁচুতে উঠে গিয়েছিল যে—ঠাণ্ডায় ওটার চারদিকে বরফ জমে গিয়েছে। ভাগ্যিস ওটা ঠিক জায়গামত পড়েছে!

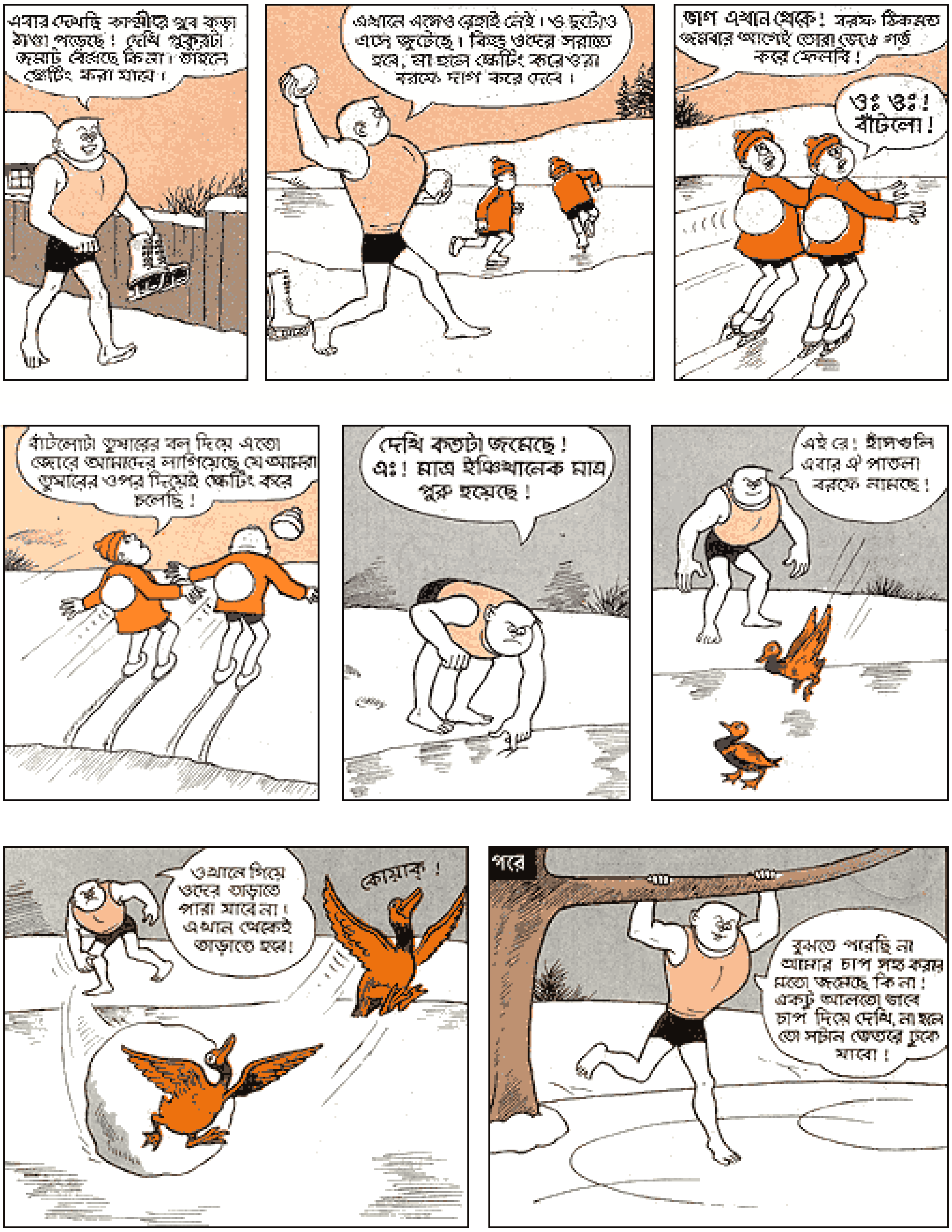

এবার দেখছি কাশ্মীরে খুব কড়া ঠাণ্ডা পড়েছে! দেখি পুকুরটা জমাট বেঁধেছে কি না। তাহলে স্কেটিং করা যাবে।
এখানে একজনও রেহাই নেই। ও দুটোও এসে জুটেছে। কিন্তু ওদের সরাতে হবে, না হলে স্কেটিং করে ওরা বরফকে দাগ করে দেবে।
ভাগ এখান থেকে! বরফ ঠিকমত জমবার আগেই তোরা ভেঙে গর্ত করে ফেলবি!
ওঃ ওঃ! বাঁটলো!
বাঁটলোটা তুষারের বল দিয়ে এতো জোরে আমাদের লাগিয়েছে যে আমরা তুষারের ওপর দিয়েই স্কেটিং করে চলেছি!
দেখি কতটা জমেছে! এঃ! মাত্র ইঞ্চিখানেক মাত্র পুরু হয়েছে!
এই রে! হাঁসগুলি এবার ঐ পাতলা বরফে নামছে!
ওখানে গিয়ে ওদের তাড়াতে পারা যাবে না। এখান থেকেই তাড়াতে হবে!
কোয়াক!
পরে
বুঝতে পারছি না আমার চাপ সহ্য করার মতো জমেছে কি না! একটু আলতো ভাবে চাপ দিয়ে দেখি, না হলে তো সটান ভেতরে ঢুকে যাবো!

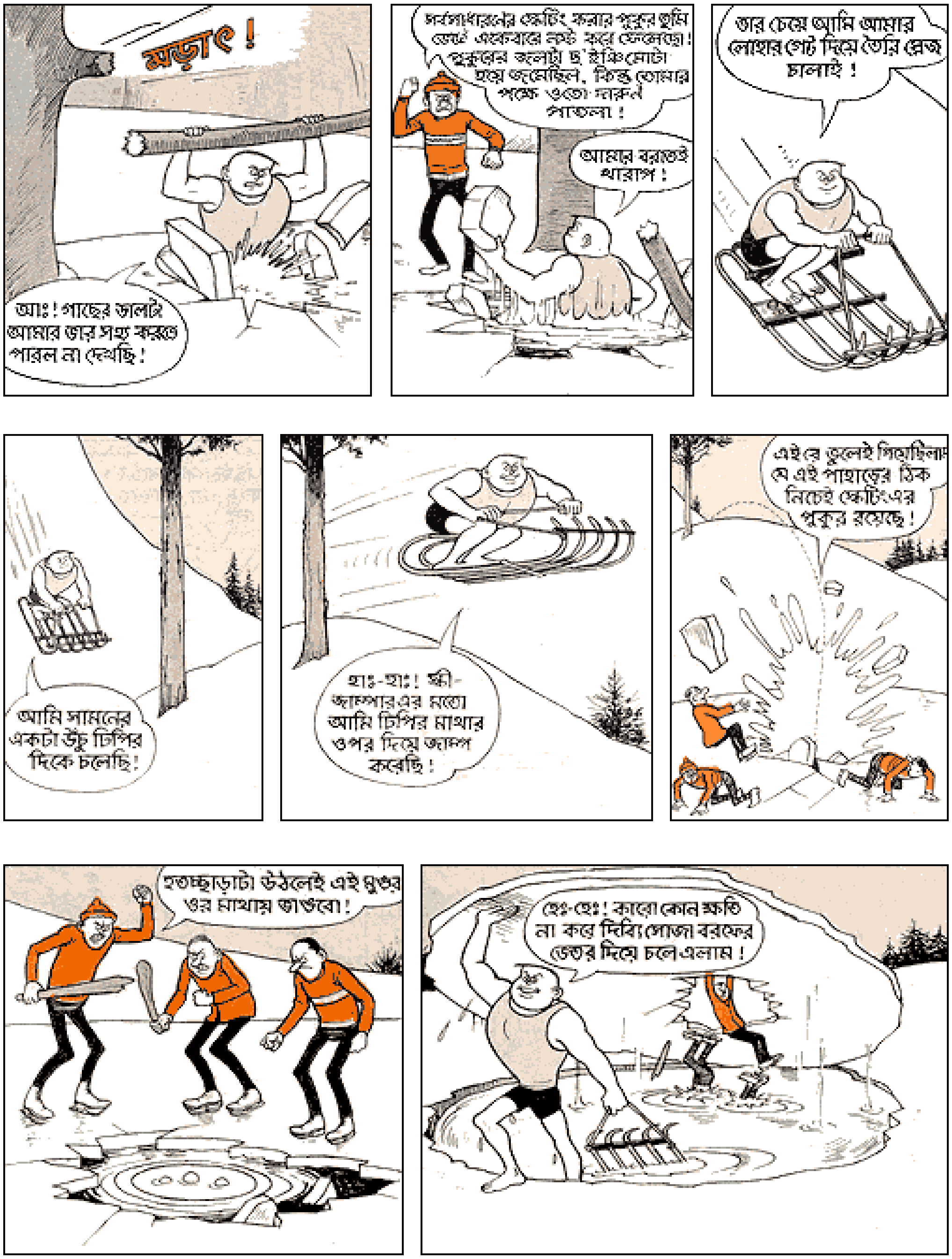
মড়াৎ !
আঃ ! গাছের ডালটা আমার ভার সহ্য করতে পারল না দেখছি !
সর্বসাধারণের স্কেটিং করার পুকুর তুমি ভেঙে একেবারে নষ্ট করে ফেলেছো ! পুকুরের জলটা ছ' ইঞ্চি মোটা হয়ে জমেছিল, কিন্তু তোমার পক্ষে ওতো দারুণ পাতলা !
আমার বরাতই খারাপ !
তার চেয়ে আমি আমার লোহার গেট দিয়ে তৈরি স্লেজ চালাই !
আমি সামনের একটা উঁচু টিপির দিকে চলেছি !
হাঃ-হাঃ ! স্কী-জাম্পার-এর মতো আমি টিপির মাথার ওপর দিয়ে জাম্প করেছি !
এই রে ভুলেই গিয়েছিলাম যে এই পাহাড়ের ঠিক নিচেই স্কেটিং-এর পুকুর রয়েছে !
হতচ্ছাড়াটা উঠলেই এই মুগুর ওর মাথায় ভাঙবো !
হেঃ-হেঃ ! কারো কোন ক্ষতি না করে দিব্যি সোজা বরফের ভেতর দিয়ে চলে এলাম !

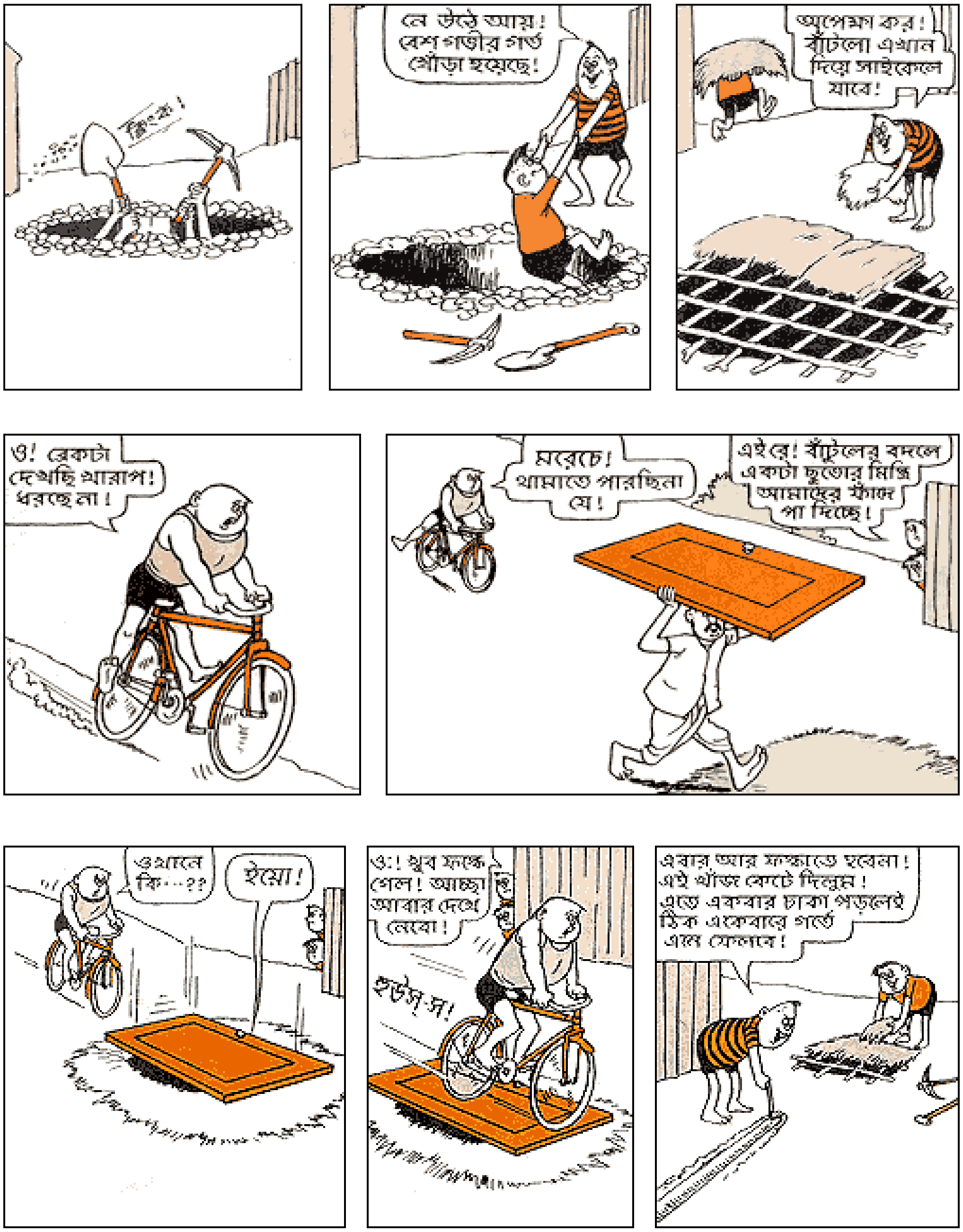

নে উঠে আয়! বেশ গভীর গর্ত খোঁড়া হয়েছে!
অপেক্ষা কর! বাঁটলো এখান দিয়ে সাইকেলে যাবে!
ও! ব্রেকটা দেখছি খারাপ! ধরছে না!
মরেছে! থামাতে পারছিনা যে!
এই রে! বাঁটুলের বদলে একটা ছুতোর মিস্ত্রি আমাদের ফাঁদে পা দিচ্ছে!
ওখানে কি···??
ইয়ো!
ও:! খুব ফস্কে গেল! আচ্ছা আবার দেখে নেবো!
এবার আর ফস্কাতে হবেনা! এই খাঁজ কেটে দিলুম! এতে একবার চাকা পড়লেই ঠিক একেবারে গর্তে এসে ফেলবে!

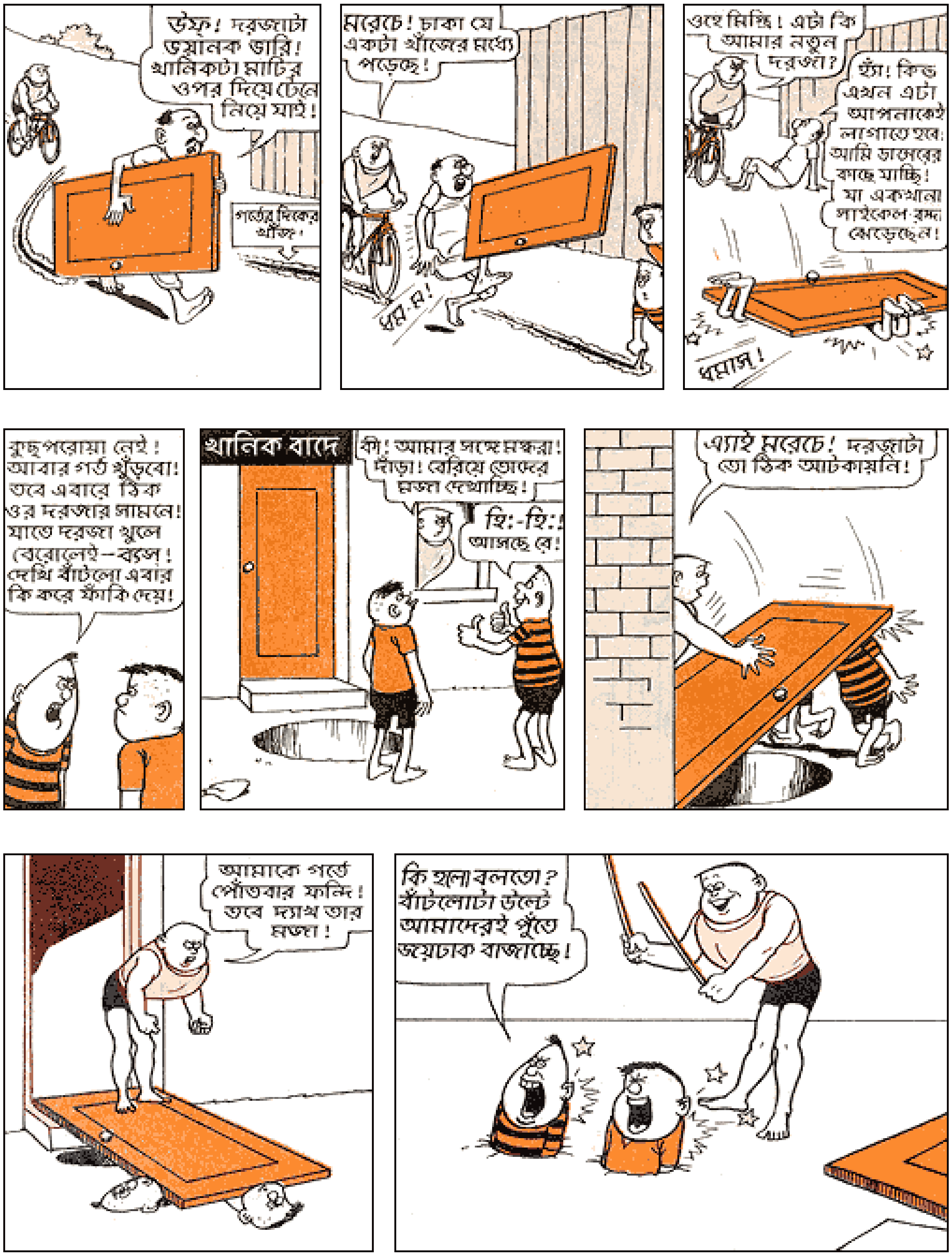
উফ্‌! দরজাটা ভয়ানক ভারি! খানিকটা মাটির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাই!
গর্তের দিকের খাঁজ!
মরেছে! চাকা যে একটা খাঁজের মধ্যে পড়েছে!
ধুর-র!
ওহে মিস্ত্রি! এটা কি আমার নতুন দরজা?
হ্যাঁ! কিন্তু এখন এটা আপনাকেই লাগাতে হবে: আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি! যা একখানা সাইকেল-সুদ্ধ ফেলেছেন!
ধমাস্‌!
কুছ্‌পরোয়া নেই! আবার গর্ত খুঁড়বো! তবে এবারে ঠিক ওর দরজার সামনে! যাতে দরজা খুলে বেরোলেই—ব্যস্‌! দেখি বাঁটলো এবার কি করে ফাঁকি দেয়!
খানিক বাদে
কী! আমার সঙ্গে মস্করা! দাঁড়া! বেরিয়ে তোদের মজা দেখাচ্ছি!
হিঃ-হিঃ! আসছে রে!
এ্যাই মরেছে! দরজাটা তো ঠিক আটকায়নি!
আমাকে গর্তে পোঁতবার ফন্দি! তবে দ্যাখ তার মজা!
কি হলো বলতো? বাঁটলোটা উল্টে আমাদেরই পুঁতে জয়ঢাক বাজাচ্ছে!

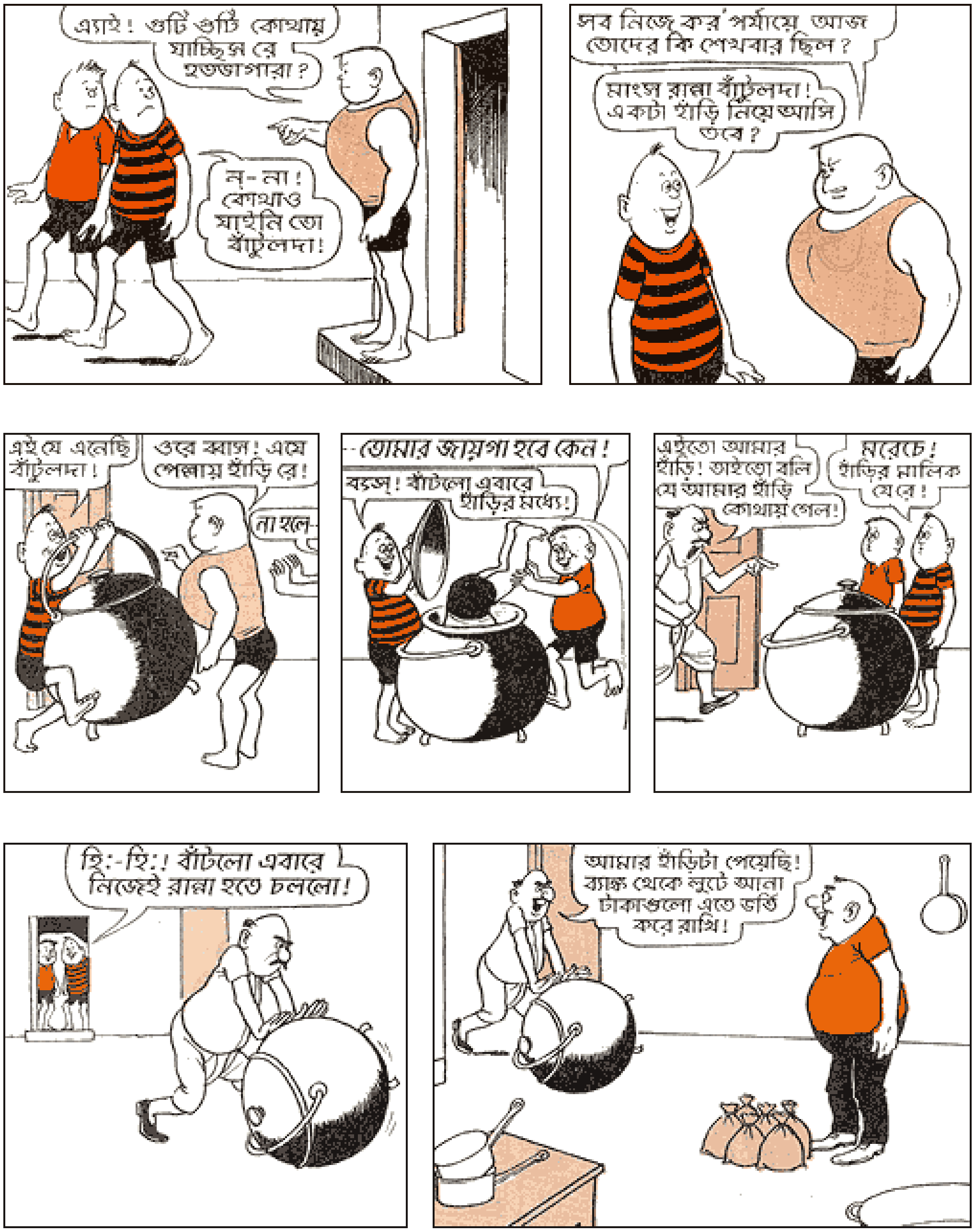
এ্যাই! গুটি গুটি কোথায় যাচ্ছিস রে হতভাগারা?
ন-না! কোথাও যাইনি তো বাঁটুলদা!
সব নিজে কর' পর্যায়ে আজ তোদের কি শেখবার ছিল?
মাংস রান্না বাঁটুলদা! একটা হাঁড়ি নিয়ে আসি তবে?
এই যে এনেছি বাঁটুলদা!
ওরে ব্বাস! এযে পেল্লায় হাঁড়ি রে!
না হলে-
--তোমার জায়গা হবে কেন!
বস্‌স্! বাঁটলো এবারে হাঁড়ির মধ্যে!
এইতো আমার হাঁড়ি! তাইতো বলি যে আমার হাঁড়ি কোথায় গেল!
মরেছে! হাঁড়ির মালিক যে রে!
হি:-হি:! বাঁটলো এবারে নিজেই রান্না হতে চললো!
আমার হাঁড়িটা পেয়েছি! ব্যাঙ্ক থেকে লুটে আনা টাকাগুলো এতে ভর্তি করে রাখি!

ওপর ওয়ালাদের আমরা ভোজ দিচ্ছি। আপনাদের ঐ মাংস রান্নার হাঁড়িটা দিন—
হায় রাম! — এযে ব্যাঙ্কের চুরি যাওয়া টাকা!
পু- পুলিশ!
হাঁড়ি নিতে এসে তুমি অনেক কিছু দেখে ফেলেছ! তার ফল ভোগ করতে হবে!
হঠাৎ
বহুত আচ্ছা বাঁটুলবাবু! আপনি ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করেছেন!
ঠকাং!
ওদিকে
বাঁটুলোর জ্ঞানের ঠ্যালায় অস্থির হয়ে উঠেছিলাম! এবার ওর জ্ঞানের কাঁথায় আগুন জ্বালিয়ে দেবো!
ওরে বাবা! বাঁটলো ফিরে এসেছে রে!
এই দ্যাখ! এটা হচ্ছে 'নিজে কর' পর্যায়ের গুণ্ডা শায়েস্তার শিক্ষা!

বাঁটুলদা! তোমার জন্মদিনে আমরা তোমার জন্যে সামান্য উপহার এনেছি! এতে পালক ছাড়ানো মুরগির মাংস আছে!
বাঃ! চমৎকার!
বাঁটলো জানেনা আসলে ওর মধ্যে কি আছে! আর বাক্স থেকে যে বারুদ ঝরছে এও বুঝতে পারেনি!
উপস!
কলার খোসা!
যাঃ বাঁটলোটার বরাত দ্যাখ মাইরি! হাত ফস্কে বাক্সটা উড়ে যাওয়ায় বারুদ পড়া বন্ধ হয়ে সব প্ল্যান নষ্ট হয়ে গেল!
সব ঠিক আছে বাঁটুলদা! তোমার কোন চিন্তা নেই। আমি তোমার বাক্স পেড়ে দিচ্ছি!
সত্যি, তোদের মত পরোপকারী ছেলে হয়না!
হিঃ হিঃ! খানিক বাদেই বাঁটলো শূন্যপথে উড়ে যাবে!
এই নিন বাড়ি ভাড়ার টাকা!
ওহো-হো!
ভাড়া আদায়ের সব টাকা গেল!
সাবধান — সাইকেল!

কানা নাকি ? দেখে শুনে চলতে জাননা ?
ধমাস!
বাপস ! কিসে কি হোলো !
দুড়ুম !
একটুর জন্যে মিস্ ফায়ার হয়ে গেল মাইরি ! আরেকবার চেষ্টা করতে হবে !
আমার বাক্সটা কোথায় গেল !
কুছপরোয়া নেই ! আমাদের আরো একটা বারুদভর্তি বাক্স আছে !
হাঃ-হাঃ ! বাঁটলো বুঝতেই পারেনি এটা অন্য বাক্স !
এই যে বাঁটুলদা ! আপনার বাক্স ! কিছুই হয়নি !
হিঃ- হিঃ-হিঃ ! বার বার তিনবার ! এবার আর ফসকাচ্ছে না ! চ – ফাটলে বাঁটলোর অবস্থাখানা কি হয় দেখি !
কিরে ? কিছু খুঁজছিস ?
মরেছে ! বাঁটলো যেরে ! বা-বাক্সটা কোথায় ?
ওটা তোদের নাম করে দারোগাবাবুকে দিয়েছি। উনি তোদের ওপর খুব খুশি হয়েছেন !
সব্বনাশ করেছে রে !
বাক্সতে আগুন পৌঁছুবার আগেই ওটাকে বাইরে সরাতে হবে ! নাহলে হার্টফেল হতে হবে !
থানা
হিঃ হিঃ ! ওদের জিনিস ওরা পেয়েছে দেখছি !
উফ্!
দুম !
ওফ্ ! বাঁটলোটা কি খোড়েল ! আমাদের অস্ত্রে দারোগা শুদ্ধু আমরাই ঘায়েল — আর এর পরেই তো আমাদের হাজত আর জেল !

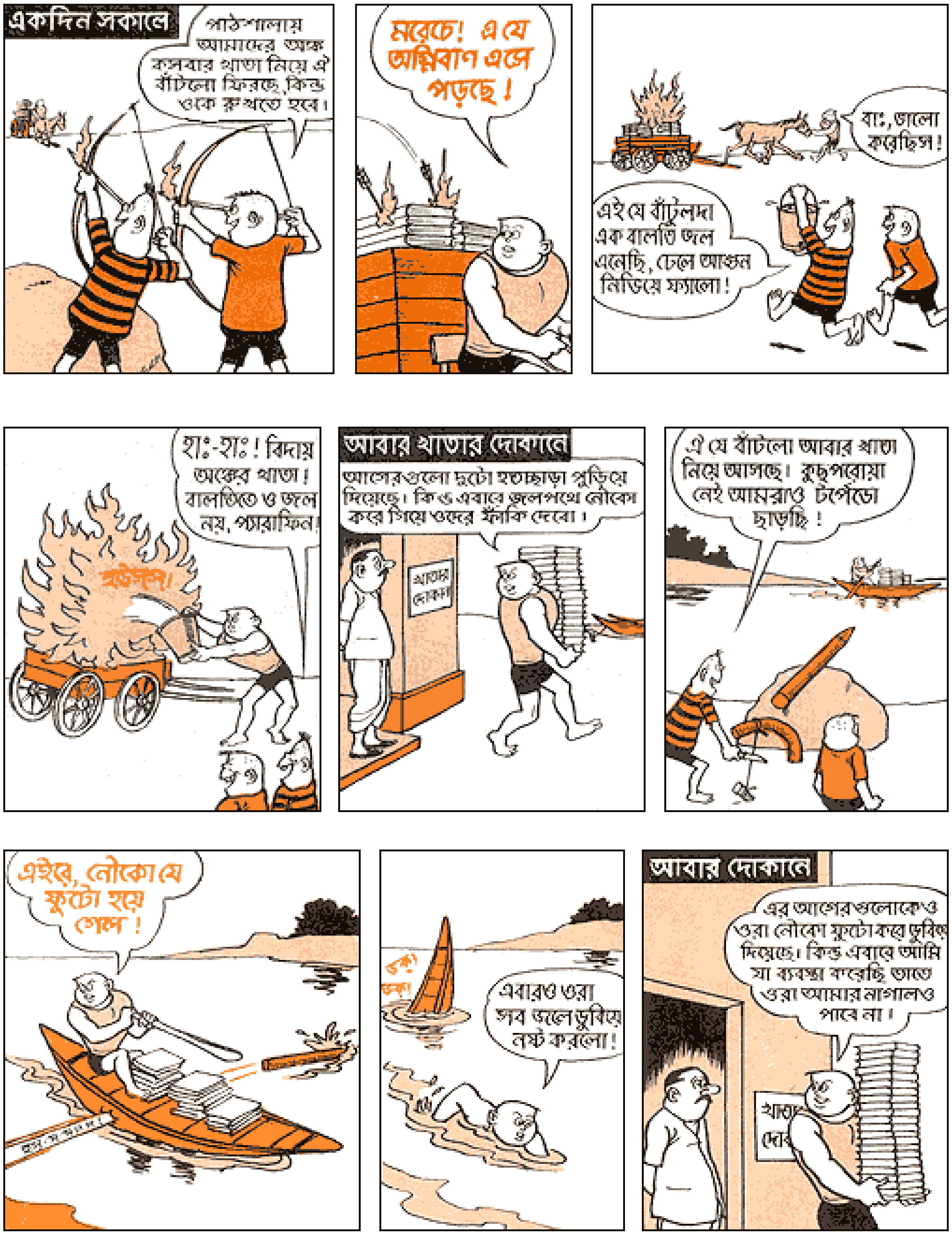
একদিন সকালে
পাঠশালায় আমাদের অঙ্ক কষবার খাতা নিয়ে ঐ বাঁটলো ফিরছে, কিন্তু ওকে রুখতে হবে।
মরেছে! এ যে অগ্নিবাণ এসে পড়ছে!
বাঃ, ভালো করেছিস!
এই যে বাঁটুলদা এক বালতি জল এনেছি, ঢেলে আগুন নিভিয়ে ফ্যালো!
হাঃ-হাঃ! বিদায় অঙ্কের খাতা! বালতিতে ও জল নয়, প্যারাফিন!
আবার খাতার দোকানে
আগেরগুলো দুটো হতচ্ছাড়া পুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এবারে জলপথে নৌকো করে গিয়ে ওদের ফাঁকি দেবো।
খাতার দোকান
ঐ যে বাঁটলো আবার খাতা নিয়ে আসছে। কুছ্‌পরোয়া নেই আমরাও টর্পেডো ছাড়ছি!
এইরে, নৌকো যে ফুটো হয়ে গেল!
এবারও ওরা সব জলে ডুবিয়ে নষ্ট করলো!
আবার দোকানে
এর আগেরগুলোকেও ওরা নৌকো ফুটো করে ডুবিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এবারে আমি যা ব্যবস্থা করেছি তাতে ওরা আমার নাগালও পাবে না।

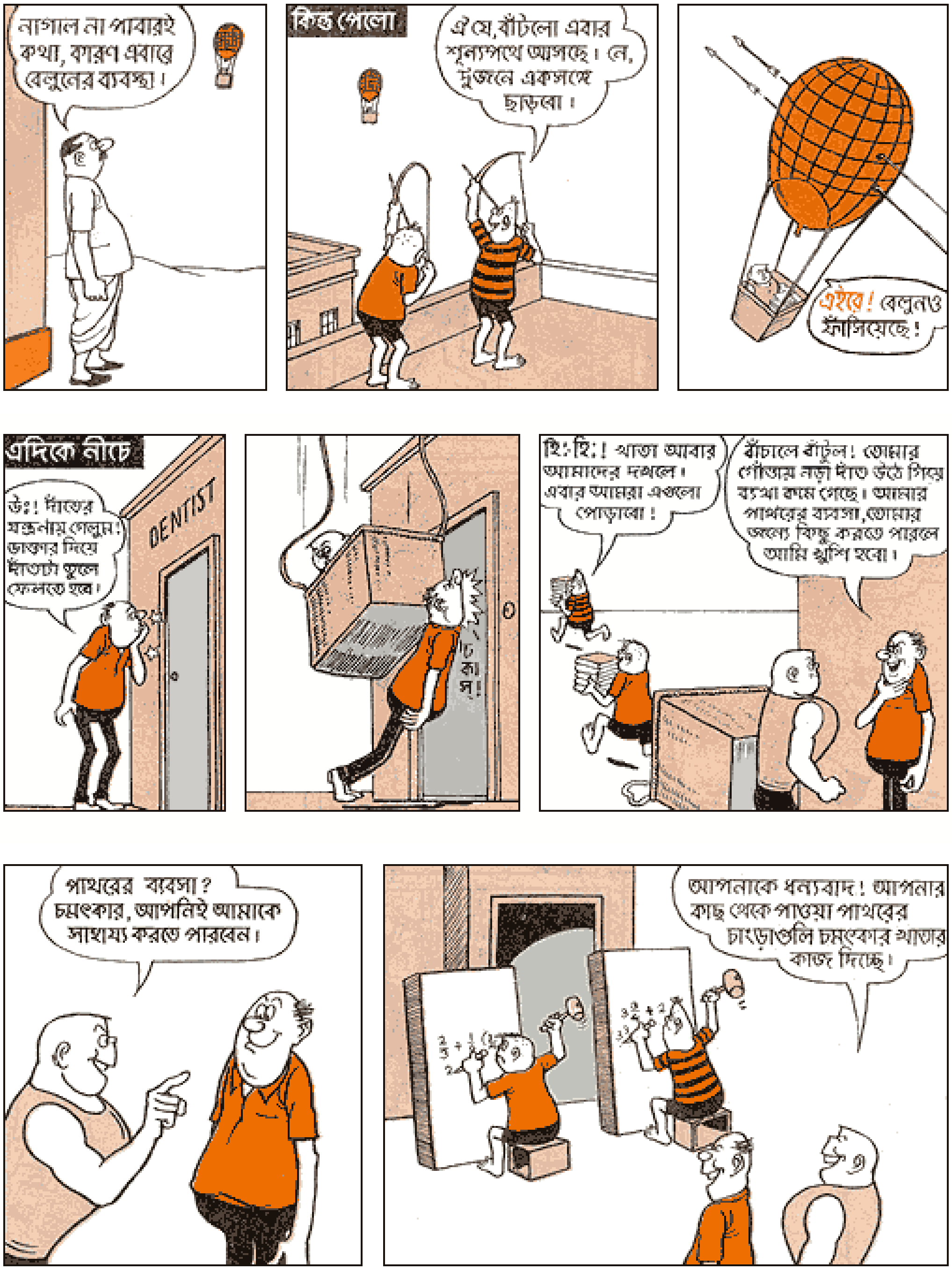

নাগাল না পাবারই কথা, কারণ এবারে বেলুনের ব্যবস্থা।
কিন্তু পেলো
ঐ যে, বাঁটলো এবার শূন্যপথে আসছে। নে, দুজনে একসঙ্গে ছাড়বো।
এইরে! বেলুনও ফাঁসিয়েছে!
এদিকে নীচে
DENTIST
উঃ! দাঁতের যন্ত্রণায় গেলুম! ডাক্তার দিয়ে দাঁতটা তুলে ফেলতে হবে।
ঠকাস!
হিঃ হিঃ! খাতা আবার আমাদের দখলে। এবার আমরা এগুলো পোড়াবো!
বাঁচালে বাঁটুল! তোমার গোঁতায় নড়া দাঁত উঠে গিয়ে ব্যথা কমে গেছে। আমার পাথরের ব্যবসা, তোমার জন্যে কিছু করতে পারলে আমি খুশি হবো।
পাথরের ব্যবসা? চমৎকার, আপনিই আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।
আপনাকে ধন্যবাদ! আপনার কাছ থেকে পাওয়া পাথরের চাংড়াগুলি চমৎকার খাতার কাজ দিচ্ছে।

চ' লম্বকর্ণ! গ্রামের মধ্যে একটু বেড়িয়ে আসি!
আজ আমি যাবোনা বাঁটুলদা!
লম্বুটা দিন দিন খুঁড়ে যাচ্ছে! এই সময়টা বেড়াতে কত ভাল লাগে!
বাঁটুল! বাবা বাঁটুল! আমাকে বাঁচাও! আমার সর্বস্ব নিয়ে গেল!
কে আপনার কি নিয়ে গেল?
ওগুণ্ডা বদমাসেরা আমার ক্ষেতের ধান জোর করে কেটে নিচ্ছে! ঐ ধান নিয়ে গেলে আমরা না খেয়ে মরে যাবো!
ঠিক আছে– আমি ব্যাটাদের শায়েস্তা করে দিচ্ছি!
ধান ক্ষেতে
শিগগির সব ধান কেটে আমাদের দিয়ে দাও! নৈলে দেখছো তো?
এ্যাইয়ো! এসব কি হচ্ছে? তোমরা পরের জিনিস লুট করছ কেন?

করছি বেশ করছি! তুমি কেহে চাঁদ? ভাল চাও তো কেটে পড়!
তোমরাই সরে পড় দেখি! নাহলে ফল ভাল হবেনা!
হাঃ-হাঃ! এটা বলে কিরে, এ্যাঁ!
হ্যাঁ! মানে মানে এখান থেকে সরে পড় বদমাসেরা! নাহলে তুলো ধোনা করবো!
কি এত বড় কথা! দে হতভাগাকে চিট করে! ব্যাটা ছুঁচো!
পটাং!
ওফ্!
উফ্!
এ্যাঁক!
আ-আমরা ক্যা-ক্যানো এসেছিলুম বলতো?
মনে পড়ছে না!
আমরা কোথায় যাবো?
খুব সাবধান! এবার শুধু নাকে টোকা মেরে ছেড়ে দিলুম!
বাঁটুলের জন্যেই আজ রক্ষে পেলুম! জয় বাঁটুলের জয়!

বাঁটুলদা! তোমার ভাগ্নে স্কুল পালিয়েছে! আমি শুনতে পেলাম, মাস্টার নাম ডেকে সাড়া না পেয়ে অ্যাবসেন্ট করে দিল।
আশ্চর্য! কি করে শুনতে পাস? স্কুল তো এক মাইল দূরে!
স্কুল পালিয়ে হতচ্ছাড়া কোথায় কি করছে বলতো লম্বকর্ণ?
হ্যাঁ! শুনতে পাচ্ছি! ও একটা ছোট নদীর চড়ায় বসে মাছ ধরছে। কারণ আমি জলের শব্দ ও কথা শুনতে পাচ্ছি!
নদীর ঠিক কোনখানটায় বসেছে বলতো?
নদীর যেখানটায় একটা পুল আছে— তার কাছে।
বাঃ! দ্যাখ ওটাকে কেমন আচমকা জব্দ করি!
হু-হু-অ-অ!
মড়মড়!
ও-ও!
ঝপাস!
দ্যাখ লম্বু! বাছাধন জলে ভেসে সোজা আমার কাছেই আসছেন।
বিদ্যালয়
আমি যে ওখানে তা এরা জানল কি করে!

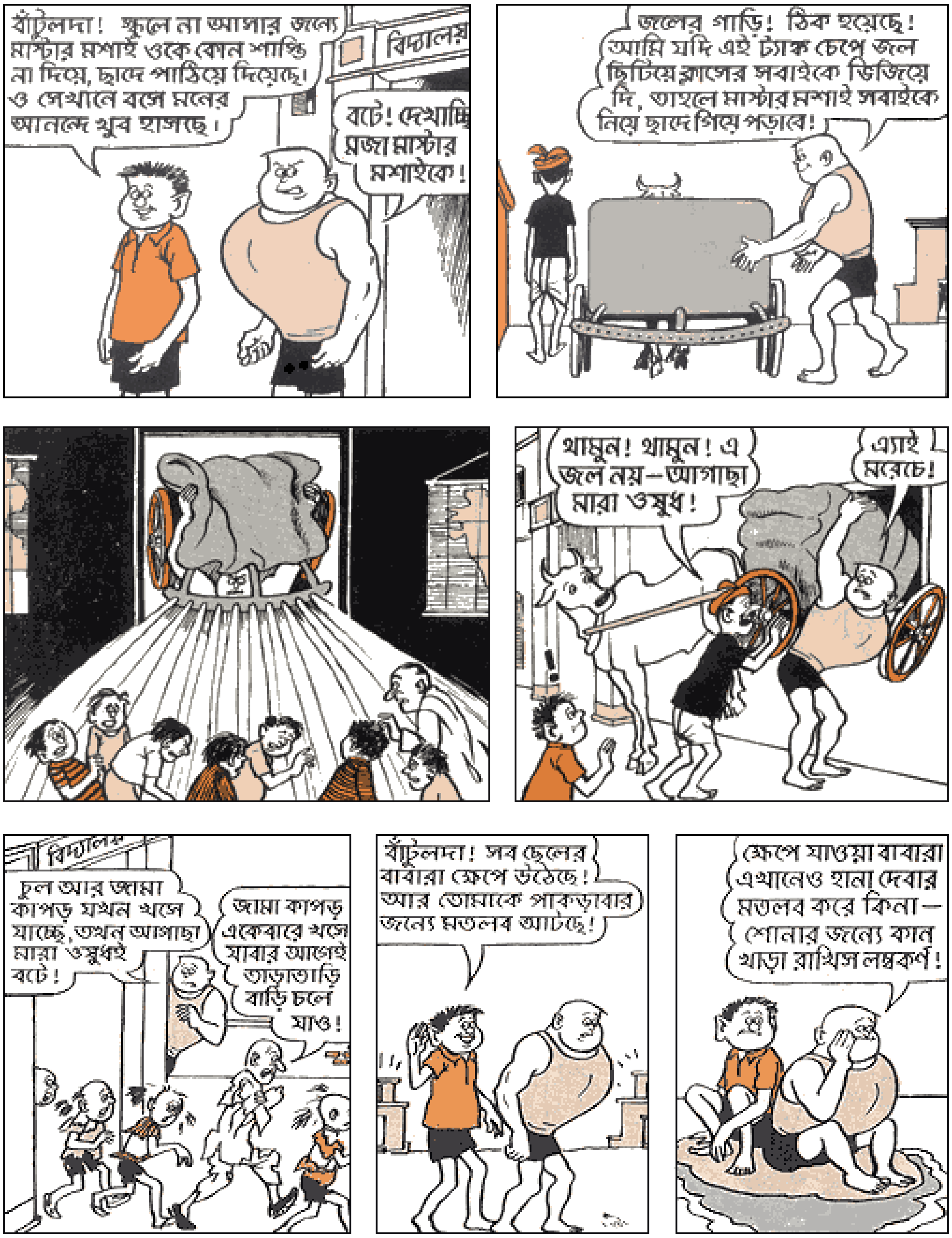
বাঁটুলদা! স্কুলে না আসার জন্যে মাস্টার মশাই ওকে কোন শাস্তি না দিয়ে, ছাদে পাঠিয়ে দিয়েছে। ও সেখানে বসে মনের আনন্দে খুব হাসছে।
বিদ্যালয়
বটে! দেখাচ্ছি মজা মাস্টার মশাইকে!
জলের গাড়ি! ঠিক হয়েছে! আমি যদি এই ট্যাঙ্ক চেপে জল ছিটিয়ে ক্লাসের সবাইকে ভিজিয়ে দি, তাহলে মাস্টার মশাই সবাইকে নিয়ে ছাদে গিয়ে পড়াবে!
থামুন! থামুন! এ জল নয়—আগাছা মারা ওষুধ!
এ্যাই মরেচে!
বিদ্যালয়
চুল আর জামা কাপড় যখন খসে যাচ্ছে, তখন আগাছা মারা ওষুধই বটে!
জামা কাপড় একেবারে খসে যাবার আগেই তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাও!
বাঁটুলদা! সব ছেলের বাবারা ক্ষেপে উঠেছে! আর তোমাকে পাকড়াবার জন্যে মতলব আটছে!
ক্ষেপে যাওয়া বাবারা এখানেও হানা দেবার মতলব করে কিনা— শোনার জন্যে কান খাড়া রাখিস লম্বকর্ণ!

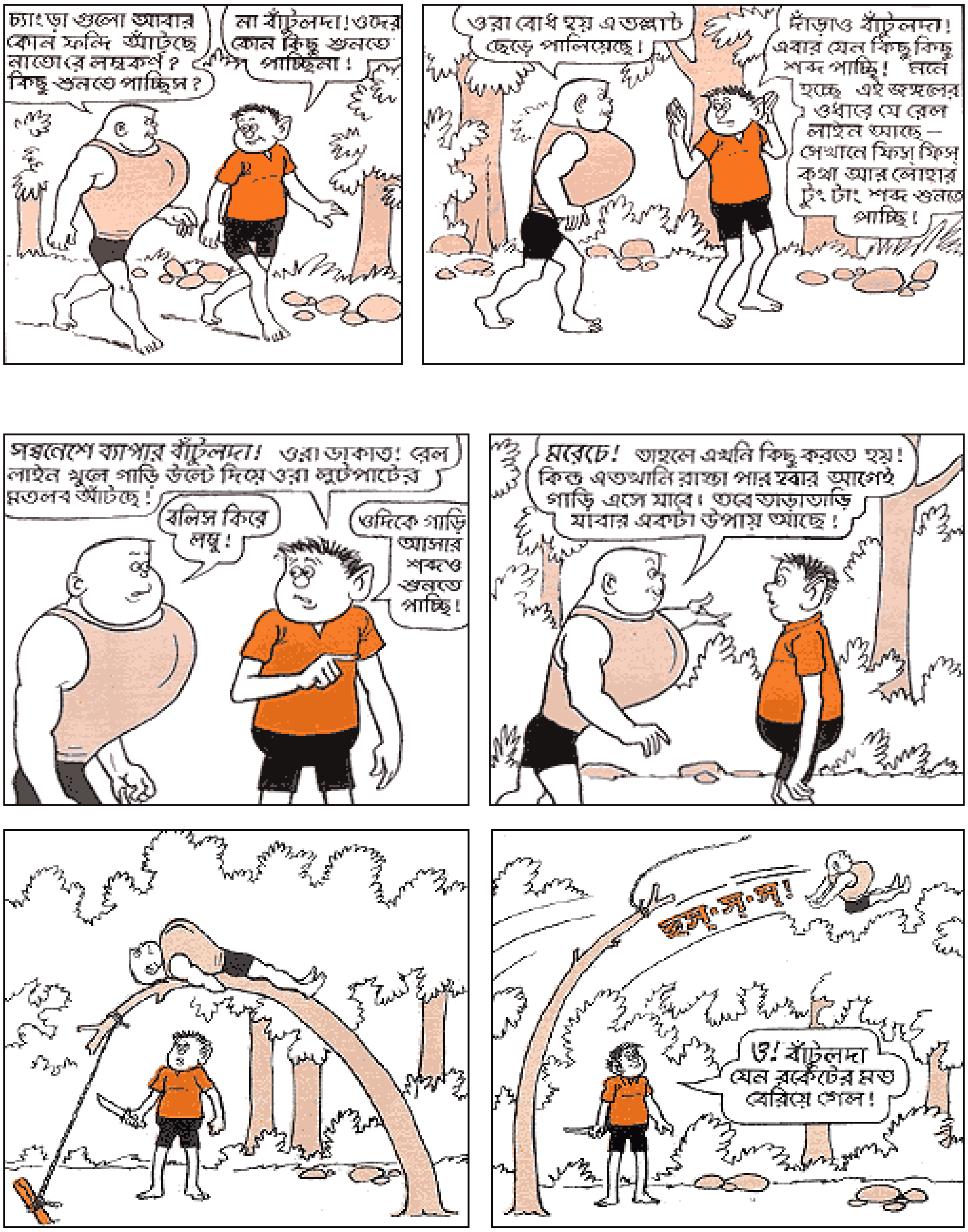
চ্যাংড়া গুলো আবার কোন ফন্দি আঁটছে নাতো রে লম্বকর্ণ? কিছু শুনতে পাচ্ছিস?
না বাঁটুলদা! ওদের কোন কিছু শুনতে পাচ্ছিনা!
ওরা বোধ হয় এ তল্লাট ছেড়ে পালিয়েছে।
দাঁড়াও বাঁটুলদা! এবার যেন কিছু কিছু শব্দ পাচ্ছি! মনে হচ্ছে এই জঙ্গলের ওধারে যে রেল লাইন আছে — সেখানে ফিস্ ফিস্ কথা আর লোহার টুং টাং শব্দ শুনতে পাচ্ছি!
সর্বনেশে ব্যাপার বাঁটুলদা! ওরা ডাকাত! রেল লাইন খুলে গাড়ি উল্টে দিয়ে ওরা লুটপাটের মতলব আঁটছে!
বলিস কিরে লম্বু!
ওদিকে গাড়ি আসার শব্দও শুনতে পাচ্ছি!
মরেছে! তাহলে এখনি কিছু করতে হয়! কিন্তু এতখানি রাস্তা পার হবার আগেই গাড়ি এসে যাবে। তবে তাড়াতাড়ি যাবার একটা উপায় আছে!
হুস্-স্-স্!
ও! বাঁটুলদা যেন রকেটের মত বেরিয়ে গেল!

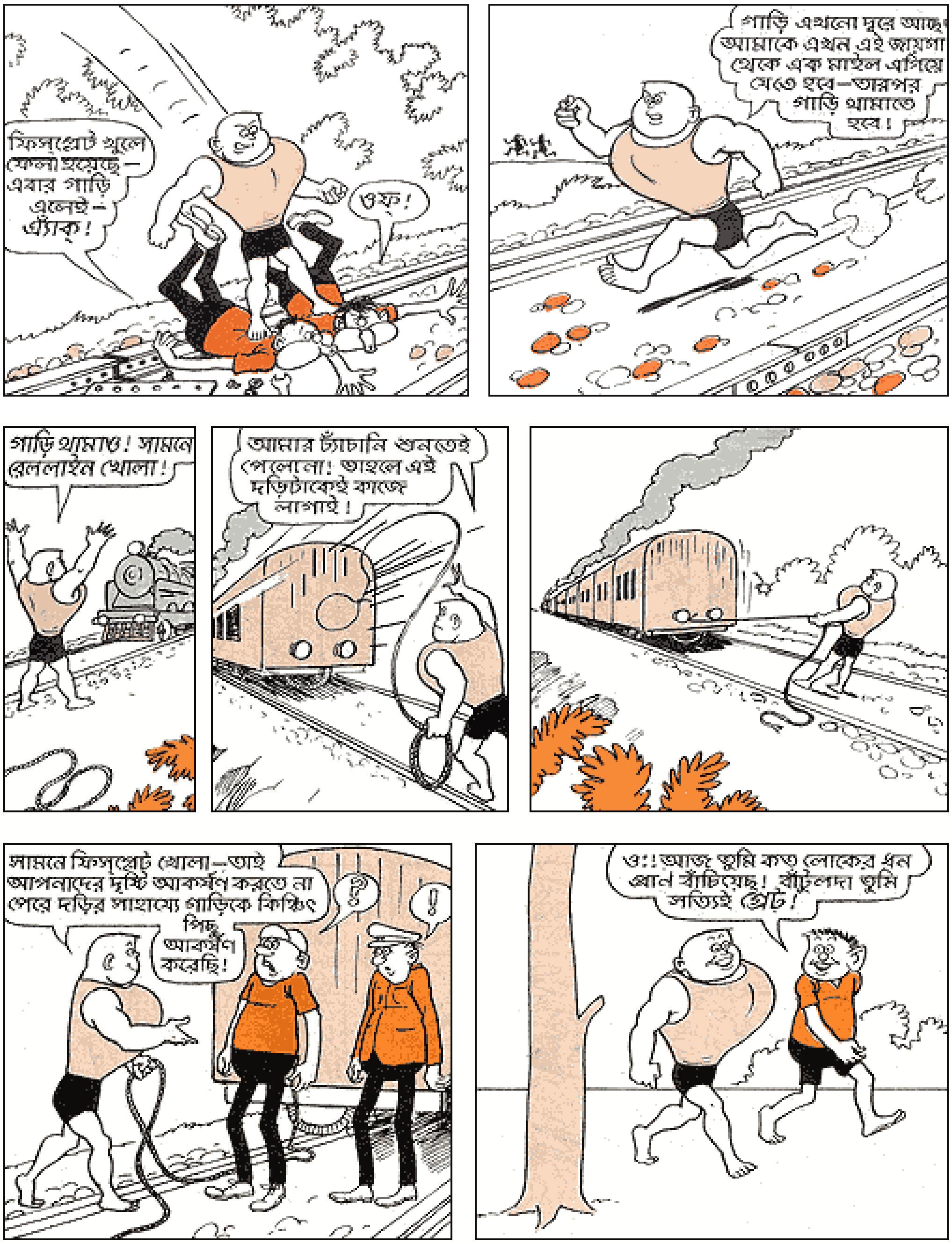
ফিসপ্লেট খুলে ফেলা হয়েছে—এবার গাড়ি এলেই—এ্যাঁক্!
ওফ্!
গাড়ি এখনো দূরে আছে। আমাকে এখন এই জায়গা থেকে এক মাইল এগিয়ে যেতে হবে—তারপর গাড়ি থামাতে হবে।
গাড়ি থামাও! সামনে রেললাইন খোলা!
আমার চ্যাঁচানি শুনতেই পেলো না! তাহলে এই দড়িটাকেই কাজে লাগাই!
সামনে ফিসপ্লেট খোলা—তাই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পেরে দড়ির সাহায্যে গাড়িকে কিঞ্চিৎ পিছু আকর্ষণ করেছি!
?
!
ও:! আজ তুমি কত লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছ! বাঁটুলদা তুমি সত্যিই গ্রেট!

ফোঁৎ-ফর্-র্ র্!
মরেছে! বাঁটুলদা যে ঘুমিয়ে পড়েছে! এদিকে প্রতিযোগিতার সময় হয়ে এলো!
কি করা যায় এখন বলতো? বাঁটুলদাই তো আমাদের আশা ভরসা!
তাহলে ওকে জাগাবার একটা উপায় বাতলা!
সুড়সুড়ি দিয়ে জাগাবি? তবেই হয়েছে! ওতে ওর নাক ডাকা আরো বেড়ে যাবে!
পেরেকটা দিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখি!
হেঁইও
কিছুই হলোনা — মাঝখান থেকে পেরেকটা বেঁকে গেল!
আর তো সময় নেই! যেমন করে হোক বাঁটুলদাকে জাগাতেই হবে!
কিন্তু কেমন করে?

কিরে! তখন থেকে ঘুর ঘুর কচ্ছিস কেন?
দেখোনা পিসি! বাঁটুলদাকে জাগাতে পারছিনা! বাঁটুলদা না হলে আমরা প্রতিযোগিতায় হেরে যাবো!
এই হাতুড়িটা নিয়ে দ্যাখ, যদি ঘুম ভাঙাতে পারিস!
উঃ! কি ভারী রে মাইরি!
মারে জোয়ান—
—হেঁইও!
ঢাই!
শিগগির এবার চলো বাঁটুলদা! ওঃ! তোমার এই দশ কিলোর হাতুড়িটা দিয়ে তোমার মাথায় ঘা মেরে তবে তোমার ঘুম ভাঙিয়েছি!
তাই বল! আমি ভাবছি ঘরের মধ্যে মাথায় জলের ফোঁটা পড়ছে কোত্থেকে!
কাঁচা ঘুমটা ভাঙালি! তা চল কম্পিটিশনের সব কাপ মেডেলগুলো জিতে নিয়ে আসি!
আর আমাদের পায় কে! জয় বাঁটুল দি গ্রেটের জয়!

ছুটিতে খুব চমৎকার জায়গায় বেড়াতে এসেছি। কষে সমুদ্রে চান করা যাবে— কি বলিস?
সমুদ্র স্নানের মনোরম স্থান
কেউ এখনো জলে নামেনি। বাঁটুলদাই প্রথম জলে ঝাঁপ দিল!
আমায় দেখে সকলে জলে নামতে উৎসাহিত হবে!
মরেছে! বাঁটুলদা যে জলোচ্ছ্বাসের কারণ হয়ে তীরের সব কিছু ভাসিয়ে দিল!
ঝপাং!
জানি সব্বাই আমাকে অনুসরণ করবে। সকলেই এখন সমুদ্রে সাঁতার কাটছে!
সবাই সাঁতরাচ্ছে বাঁটুলদা!
দ্যাখ! উৎসাহের চোটে দু একজন আবার জামাকাপড়ও খোলেনি!
ঝাঁকুনি দিয়ে এটাকে না ফেললে ও জলে নামবে না!
ছোঁড়া এতক্ষণ জলের তলায় ডুব মেরে কি করছে!
বাঁটুলদা! দেখবে এসো এখানে কি হচ্ছে!
জলোচ্ছ্বাসে এটা ডুবে গেছে বাঁটুলদা! তুমি ওর হ্যাণ্ডেল ধরে জোরে ঘোরাও!
ঠিক বলেছিস! দম বন্ধ করে চেপে বোস।

শপ্-শপ্!
ওরে বাবারে! এযে ঘূর্ণিতে টানছে!
জলের নিচে বাঁটুল মেরি-গো-রাউণ্ড ঘোরাচ্ছে!
কিছুক্ষণ পরে
আয় এবার ক্রিকেট খেলি
বল নেই? ঠিক আছে— বড় নুড়ি পাথর দিয়েই বল কর।
ষাট রানের পর—
যখন দেখেছি যে বাঁটুল এখানে, তখনই জানি অঘটন হবে। এখন ওকে অন্য কোথাও সরাতে হবে!
বাঁটুল! তোমাকে পেয়ে আমরা বড় খুশি! আ-আর তুমি একটা পুরস্কার জিতেছ!
পুরস্কার? আমি?
হ্যাঁ! সবচেয়ে জনপ্রিয় মানুষ হিসেবে পুরস্কার। আর পুরস্কারটা হচ্ছে— এখুনি কোনও পাহাড়ি জায়গায় বেড়াতে যাওয়া! সে জন্যে এই যে টাকা!
খাসা! লোকে যে আমাকে এত পছন্দ করে, তাতো জানা ছিল না!
বিদায় বন্ধুগণ! আসছে বছর আবার আমি আসবো।
আ-আবার আসছে বছর? ওরে বাবা! না-না!

বোট রেসে নাম দেওয়া হয়েছে, চল, নদীতে দাঁড় টানা প্র্যাকটিস করতে হবে!
হাঃ! আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিতে পারে না!
লাফিয়ে উঠে পড়, তারপর নৌকো ছেড়ে দে।
নৌকো ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু আমরা উঠছি না
এই মরেচে! দাঁড়টা আমাকে ছুঁড়ে দে!
নিশ্চয়ই! এই যে একটা যাচ্ছে!
বাহ্! ফস্কে গেলুম!
চমৎকার, ঠিক হাতের কাছেই ফেলেছিস!
এবার এই দাঁড় দিয়ে পাড়ে যেতে পারবো!
তৈরি থাক, ধারে গেলেই লাফিয়ে উঠে পড়বি!
দুজনে একসঙ্গে লাফিয়ে উঠবো!
মরেচে! এযে নৌকো ফুটো হয়ে পা ঢুকে গেলো রে!
এ কি হলো!

যাক, আমার চাপে দাঁড়টা মাটিতে গেঁথে গেছে!
তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে পড়। তারপর নৌকোর বদলে একটা ভেলা তৈরি করে প্র্যাকটিস করতে হবে।
তৈরি হ', আমি বললেই টানতে শুরু করবি!
করাত চালাচ্ছি, বাঁটলোটা বোধহয় টের পায়নি!
হেইঁও হো! হেইঁও হো!
শয়তানেরা ভেলার আধখানা কেটে নিয়ে পালালো!
হিঃ হিঃ! এবার ভেলা ধারে নিয়ে গিয়ে ডাঙায় উঠে পালাবো!
এ্যাই! শিগগীর ভেলা সরা!
মরেচে!
ইয়োপ্!
মড়াৎ!
হতভাগা গর্দভেরা! তোদের জন্যেই আমার মাস্তল ভাঙলো! এবার নৌকো চলবে কি করে?
আমি একটা উপায় বাতলেছি!
খুব চমৎকার ব্যবস্থা করেছো বাঁটুল! নাও আর একটু কফি খাও!
হতচ্ছাড়া বাঁটলোটা শেষ পর্যন্ত ঠিক আমাদের দিয়ে দাঁড় টানিয়ে নিলে!

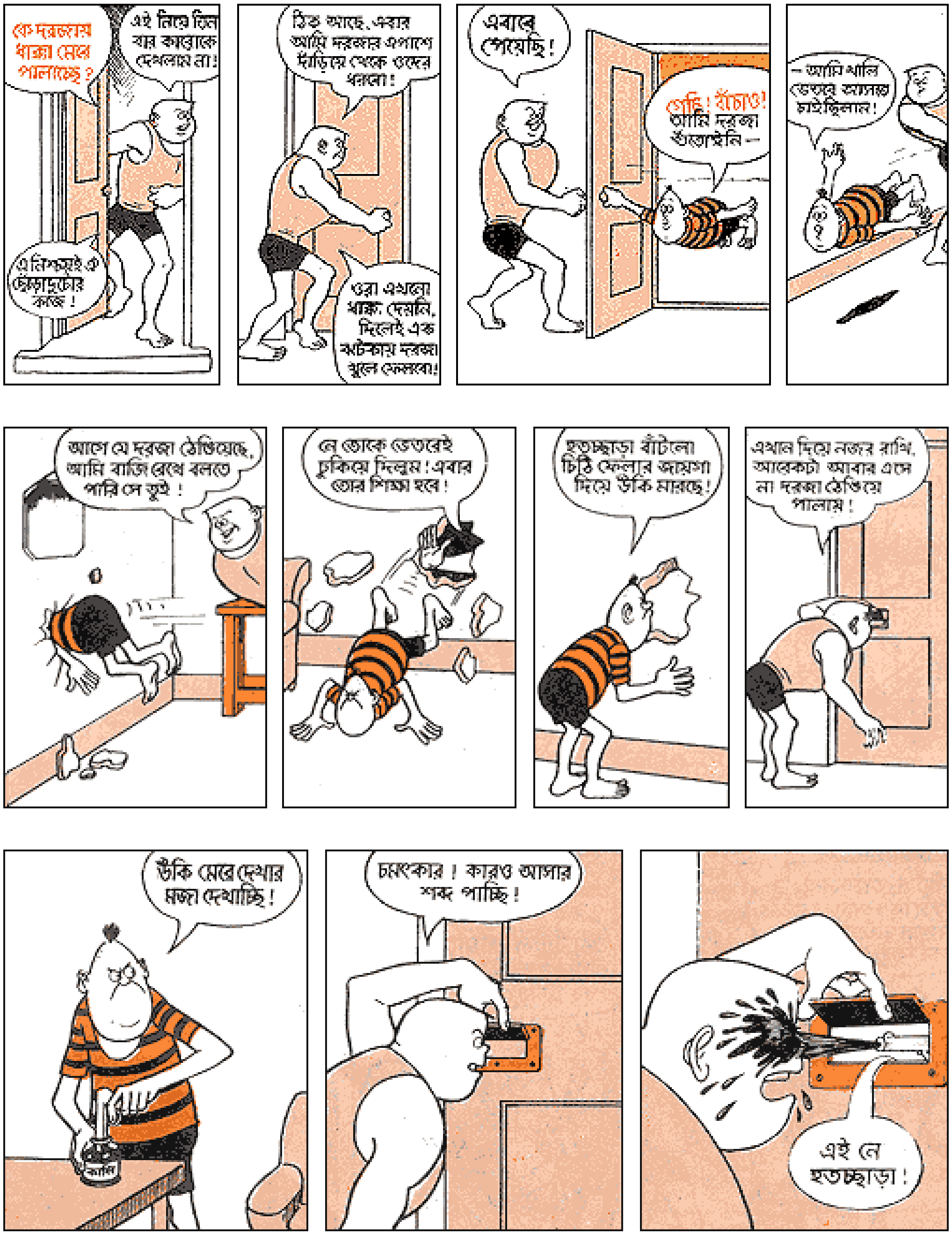
কে দরজায় ধাক্কা মেরে পালাচ্ছে ?
এই নিয়ে তিন বার কাউকে দেখলাম না!
এ নিশ্চয়ই এ ছোঁড়াদুটোর কাজ !
ঠিক আছে, এবার আমি দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের ধরবো !
ওরা এখনো ধাক্কা দেয়নি, দিলেই এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেলবো!
এবারে পেয়েছি !
গেছি ! বাঁচাও! আমি দরজা ধাক্কাইনি —
— আমি খালি ভেতরে আসতে চাইছিলাম !
আগে যে দরজা ঠেঙিয়েছে, আমি বাজি রেখে বলতে পারি সে তুই !
নে তোকে ভেতরেই ঢুকিয়ে দিলুম ! এবার তোর শিক্ষা হবে !
হতচ্ছাড়া বাঁটলো চিঠি ফেলার জায়গা দিয়ে উঁকি মারছে !
এখান দিয়ে নজর রাখি, আরেকটা আবার এসে না দরজা ঠেঙিয়ে পালায় !
উঁকি মেরে দেখার মজা দেখাচ্ছি !
চমৎকার ! কারও আসার শব্দ পাচ্ছি !
এই নে হতচ্ছাড়া !

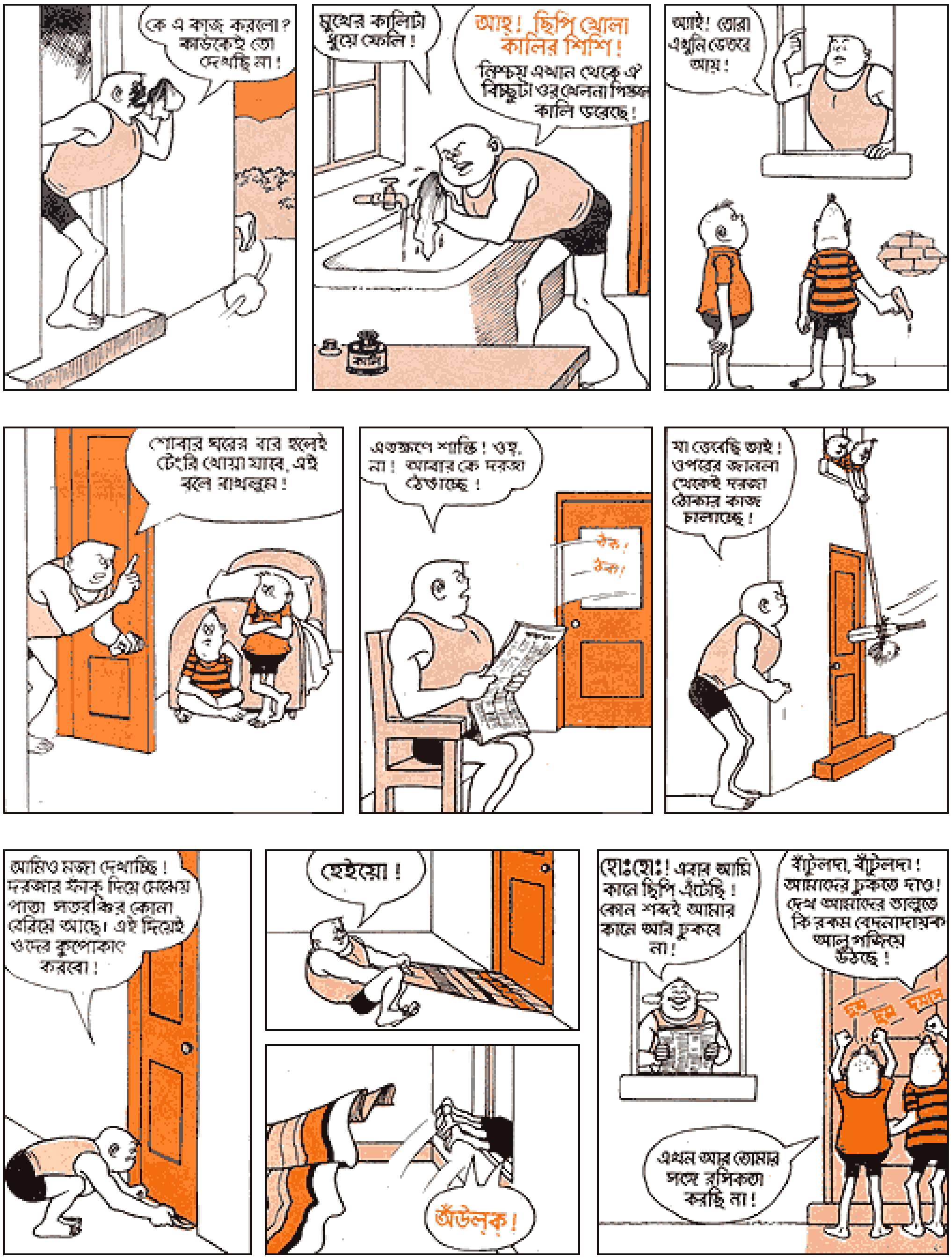
কে এ কাজ করলো? কাউকেই তো দেখছি না!
মুখের কালিটা ধুয়ে ফেলি!
আহ! ছিপি খোলা কালির শিশি!
নিশ্চয় এখান থেকে ঐ বিচ্ছুটা ওর খেলনা পিস্তলে কালি ভরেছে!
অ্যাই! তোরা এখুনি ভেতরে আয়!
শোবার ঘরের বার হলেই ঠেংরি খোয়া যাবে, এই বলে রাখলুম!
এতক্ষণে শান্তি! ওহ্, না! আবার কে দরজা ঠেঙাচ্ছে!
ঠক!
ঠক!
যা ভেবেছি তাই! ওপরের জানলা থেকেই দরজা ঠোকার কাজ চালাচ্ছে!
আমিও মজা দেখাচ্ছি! দরজার ফাঁক দিয়ে মেঝেয় পাতা সতরঞ্চির কোনা বেরিয়ে আছে। এই দিয়েই ওদের কুপোকাৎ করবো!
হেইয়ো!
অঁউল্‌ক!
হোঃ হোঃ! এবার আমি কানে ছিপি এঁটেছি! কোন শব্দই আমার কানে আর ঢুকবে না!
বাঁটুলদা, বাঁটুলদা! আমাদের ঢুকতে দাও! দেখ আমাদের তালুতে কি রকম বেদনাদায়ক আলু গজিয়ে উঠছে!
এখন আর তোমার সঙ্গে রসিকতা করছি না!

ব্যস্! খাঁচা তৈরি! এবার বাঁটুলোকে এনে ভরলেই হয়!
বাঃ! ও একটা কুকুর সঙ্গে এনেছে! ওর কাছে আর যেতে পারবো না!
ওর জন্যে ভাবনা নেই! একটা প্ল্যান এসেছে মাথায়!
এইরে! বেড়াল!
যা পুষি— যা!
থাম হতভাগা!
হাঃ-হাঃ-হাঃ! পুষি বাঁটুলোর কুকুরকে ঠিক খাঁচায় নিয়ে ফেলবে!
কিন্তু
দমাস্!
এই বেল্লিকটার লাইসেন্স আছে?
ন্-না স্যার!
ধুস্! লাইসেন্সের জন্যে পাঁচ টাকা গচ্চা গেল!
ঐ আবার ও আসছেরে!
এ্যাই! যাবিনা!
আয় তু-তু! এই নে হাড় চিবো!

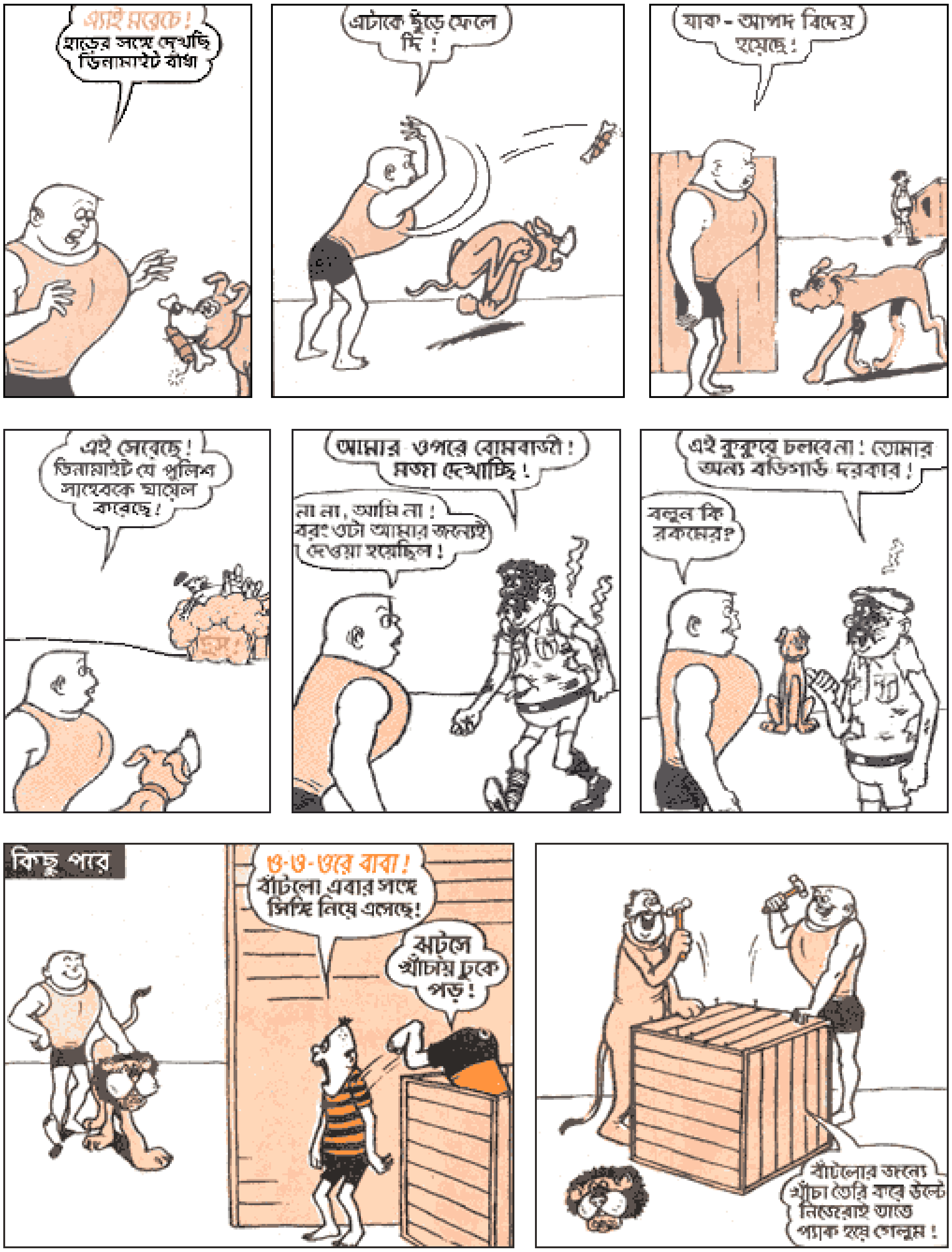
এ্যাই মরেচে!
হাড়ের সঙ্গে দেখছি ডিনামাইট বাঁধা
এটাকে ছুঁড়ে ফেলে দি!
যাক - আপদ বিদেয় হয়েছে!
এই সেরেছে! ডিনামাইট যে পুলিশ সাহেবকে ঘায়েল করেছে!
আমার ওপরে বোমবাজী! মজা দেখাচ্ছি!
না না, আমি না! বরং ওটা আমার জন্যেই দেওয়া হয়েছিল!
এই কুকুরে চলবে না: তোমার অন্য বডিগার্ড দরকার!
বলুন কি রকমের?
কিছু পরে
ও-ও-ওরে বাবা! বাঁটলো এবার সঙ্গে সিঙ্গি নিয়ে এসেছে!
ঝটসে খাঁচায় ঢুকে পড়!
বাঁটলোর জন্যে খাঁচা তৈরি করে উল্টে নিজেরাই তাতে প্যাক হয়ে গেলুম!

বিখ্যাত সমাজসেবী ভজগোবিন্দবাবু একশো বছরে পড়লেন! একদিন গিয়ে অভিনন্দন জানাতে হবে। আমার দাদামশাইও তাহলে একশো বছরে পড়েছে! তাঁকে কিছু চকোলেট উপহার দিতে হবে!
কিন্তু আমার চকোলেটের কি হবে? আমার কাছে একটাও পয়সা নেই!
ওঃ! সেই বিটকেল বুড়োটা! ওটাকে চকোলেট দেওয়া হবে! দাঁড়াও — ঐ চকোলেট আমিই পেটে পুরবো!
পরদিন
আরে! দাদামশাইয়ের চিঠি! লিখেছে — 'বাঁটুল! আমি কাল তোমাদের ওখানে যাচ্ছি! তুমি আমার জন্যে ভাল দেখে চকোলেট এনে রাখবে'!
চকোলেট পেয়ে দাদামশাই খুব খুশি হবে! আর এর থেকে জোড়াটার জন্যে কিছু রেখে দি!
আঃ! এই যে তলার সারি! হুম্! এগুলি আরো ভালো মনে হচ্ছে! আর একটা চেখে দেখি!
চকুস!
দু'মিনিট পরে
এ্যাই মরেছে!
নিচের সব চকোলেটই যে সাবাড় হয়ে গেল!
এই কাগজ কুচি দিয়ে ভর্তি করে আবার ভাল করে বেঁধে রাখি! দরজায় টোকা পড়ছে! দাদামশায় এসে গেছেন বোধ হয়!
ঠক্-ঠক্!
ঠক্-ঠক্!
দাদামশাই!
আমি স্টেশনে যাবার আগেই আপনি এসে গেছেন!
আমার চকোলেট!
এই যে আপনার জন্যে এনে রেখেছি দাদামশাই!
বাঃ! খাসা জিনিস! উলস্!
ওপরেরগুলো খাওয়া হলো — এবার ভেতরেরটা!
ভেতরে কিচ্ছু নেই!
পাজি হতভাগা! বুড়ো মানুষের সঙ্গে মস্করা! এক্ষুনি আমার জন্যে আরো চকোলেট নিয়ে আয়!
আমার কাছে আর একটাও পয়সা নেই! দেখি, ভজগোবিন্দবাবুকে শত বর্ষের অভিনন্দন জানালে যদি ওঁর কাছে কিছু টাকা ধার পাওয়া যায়!
একটু জোরে ডাকবেন! উনি কানে কম শোনেন! কাল কে যেন ওঁর শোনবার চোঙাটা চুরি করে নিয়েছে!

শতবর্ষে পদার্পণের অভিনন্দন!
ওরে, কেউ শিগগির দরজা জানলা বন্ধ কর! ভীষণ ঝড় বইছে!
আপনাকে তখন বলেছিলুম — উনি কানে খাটো। কে ওঁর লাঠি আর সোনার চোঙা চুরি করে নিয়েছে!
ওঃ! বুঝেছি!
আবার বাড়িতে
দাদামশাই! এবার তোমার জন্যে দারুণ জিনিস এনেছি!
কি? আরো চকোলেট? দে, দে, দে, শিগগির দে!
চকোলেট টকোলেট নয়! আপনার মনে আছে? ছোটবেলায় আমি আপনার দাড়ি ধরে কত দোল খেতুম! এখন একবার দুলে দেখি আপনার দাড়ি সেরকম শক্ত আছে কিনা!
ওরে বাবা! না, না!
ভজগোবিন্দবাবুর লাঠি আর চোঙা চুরি করে তুই আমার দাদামশাই সেজে আমার এক বাক্স চকোলেট মেরে দিয়েছিস হতভাগা!
ওঃ! বাঁটুলের সঙ্গে চালাকি করবার যো নেই! উফ্‌!
বাঁটুলদা চায়ের সঙ্গে খাবে বলে মুরগীর ঘর থেকে দুডজন টাটকা ডিম আনতে পাঠিয়েছিল। আমি বেছে বেছে পচা ডিম বাঁটুলের জন্যে এনে ভালো গুলো আমাদের জন্যে রেখেছি। ও কিছু বোঝার আগেই চটপট আমাদেরটা সাবড়ে ফেলি!
চকাস্ চকাস্! মন্দ লাগছে না! তবে স্বাদটা একটু কেমন, আর গন্ধটাও বেশ কড়া! বোধহয় ভিটামিন একটু বেশী পরিমাণে আছে!
ফেলে দাও বাঁটুলদা! ও ডিমগুলো যতদূর পচা হতে হয় তাই!
পরদিন
পচা ডিমের স্বাদ বেশ ভালোই! কেউ ডাস্টবিনে ফেলে দেবার আগে আমার জন্যে কিছু সংগ্রহ করি।
ডিম খুঁজছো বাঁটুলদা?

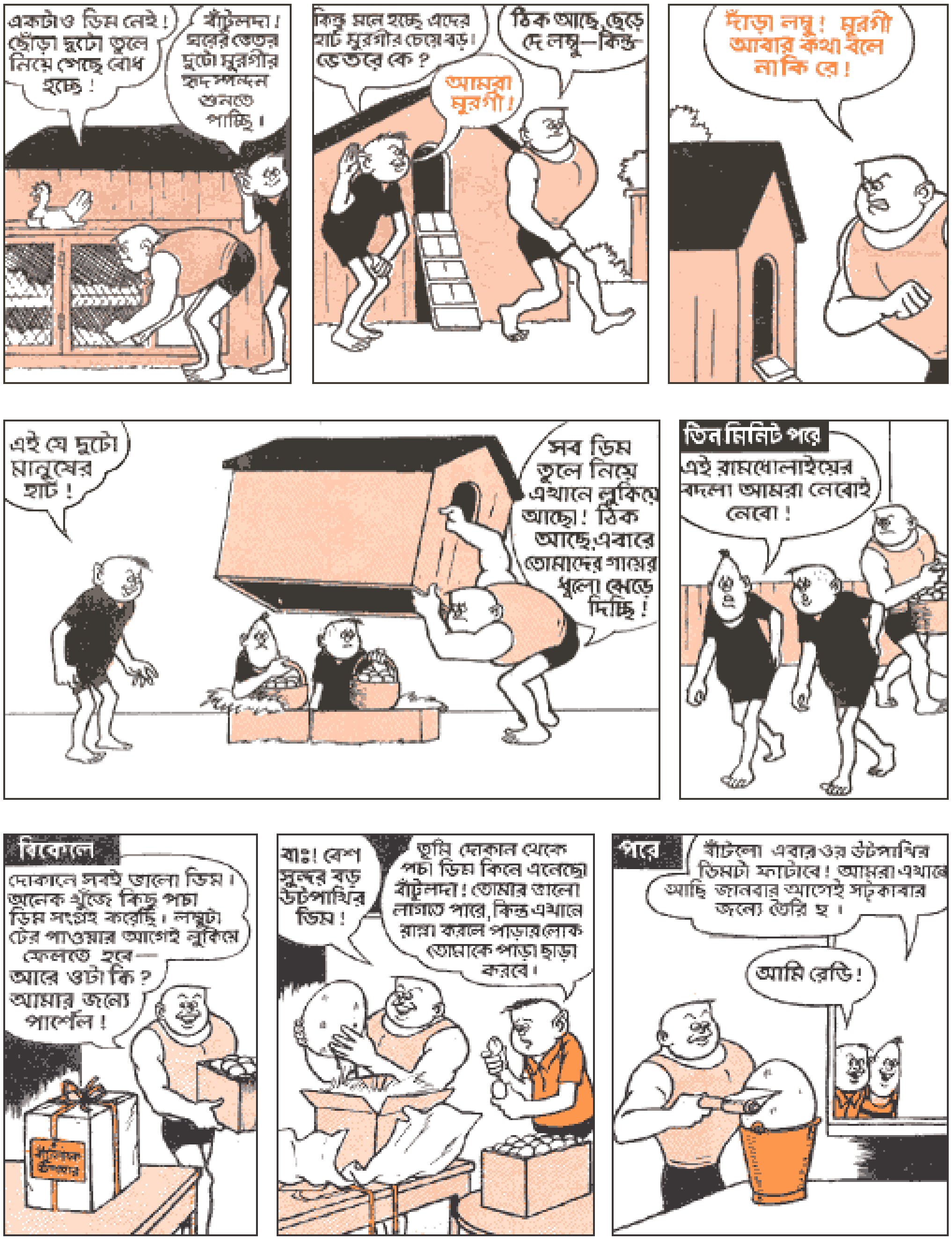
একটাও ডিম নেই! জোঁড়া দুটো তুলে নিয়ে গেছে বোধ হচ্ছে!
বাঁটুলদা! ঘরের ভেতর দুটো মুরগীর হৃদস্পন্দন শুনতে পাচ্ছি।
কিন্তু মনে হচ্ছে এদের হার্ট মুরগীর চেয়ে বড়। ভেতরে কে?
আমরা মুরগী!
ঠিক আছে, ছেড়ে দে লম্বু—কিন্তু
দাঁড়া লম্বু! মুরগী আবার কথা বলে নাকি রে!
এই যে দুটো মানুষের হার্ট!
সব ডিম তুলে নিয়ে এখানে লুকিয়ে আছো! ঠিক আছে, এবারে তোমাদের গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিচ্ছি!
তিন মিনিট পরে
এই রামধোলাইয়ের বদলা আমরা নেবোই নেবো!
বিকেলে
দোকানে সবই ভালো ডিম। অনেক খুঁজে কিছু পচা ডিম সংগ্রহ করেছি। লম্বুটা টের পাওয়ার আগেই লুকিয়ে ফেলতে হবে—
আরে ওটা কি? আমার জন্যে পার্শেল!
বাঃ! বেশ সুন্দর বড় উটপাখির ডিম!
তুমি দোকান থেকে পচা ডিম কিনে এনেছো বাঁটুলদা! তোমার ভালো লাগতে পারে, কিন্তু এখানে রান্না করলে পাড়ার লোক তোমাকে পাড়া ছাড়া করবে।
পরে
বাঁটুলো এবার ওর উটপাখির ডিমটা ফাটাবে! আমরা এখানে আছি জানবার আগেই সটকাবার জন্যে তৈরি হ।
আমি রেডি!

দুম্!
হিঃ-হিঃ! আমাদের পাঠানো উটপাখির ডিম ঠিকমতই কাজ করেছে। হাসির চোটে ভালো করে স্কেট করতে পারছি না।
সেই ছুঁচো দুটো!
বাঁটুলদা, পচা ডিমগুলো আমি ডাস্টবিনে ফেলে দিচ্ছি!
দাঁড়া লম্বকর্ণ! এক মিনিট!
ঠিক আছে!
দু মাইল যাওয়ার পর
স্কেটগুলোকে অয়েলিং করতে হবে। এক বাক্স ভর্তি পচা ডিম ঠিক আমাদের মাথায় ভেঙেছে! মাইরি!
মিশর বেড়াতে এসেছি। কাল ঐ পিরামিড দেখতে যাবো, তোরা যাবি তো রে?
নিশ্চয় যাবো বাঁটুলদা!
হিঃ হিঃ, আমরা আজ ভোরেই যাবো ঐ টিবি দেখতে। যাবো ওর ভেতরের ধনরত্ন হাতাতে। কি বলিস পার্টনার?
ঠিক।
পরদিন
কইরে তোরা? খোঁজ দুটোর দেখছি কোন পাত্তাই নেই! যাকগে আমি একলাই যাই।

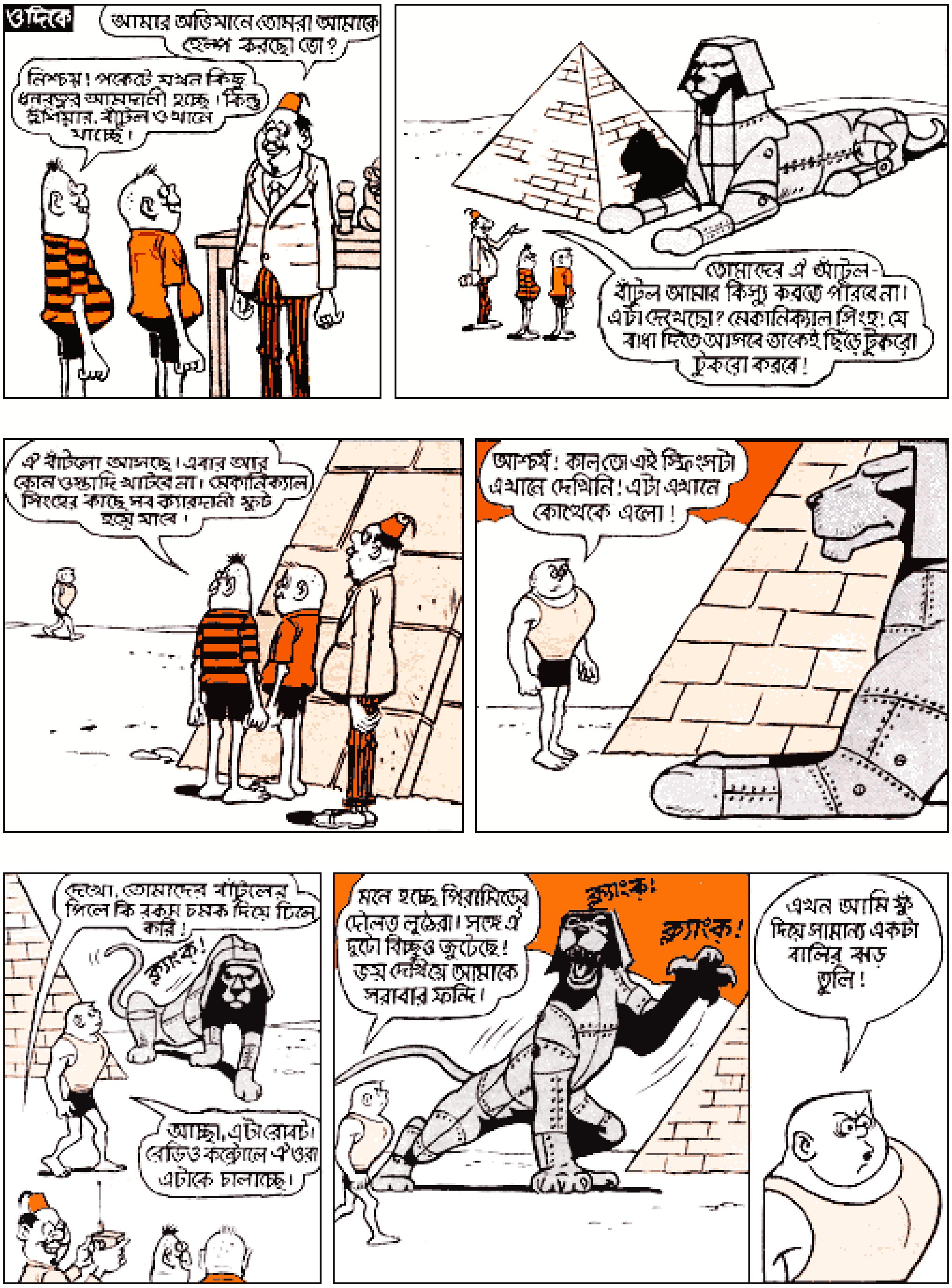
ওদিকে
আমার অভিযানে তোমরা আমাকে হেল্প করছো তো?
নিশ্চয়! পকেটে যখন কিছু ধনরত্নের আমদানী হচ্ছে। কিন্তু হুঁশিয়ার, বাঁটুল ও খানে যাচ্ছে।
তোমাদের ঐ বাঁটুল-ঘাঁটুল আমার কিস্যু করতে পারবে না। এটা দেখছো? মেকানিক্যাল সিংহ! যে বাধা দিতে আসবে তাকেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে!
ঐ বাঁটুলা আসছে। এবার আর কোন ওস্তাদি খাটবে না। মেকানিক্যাল সিংহের কাছে সব ক্যারদানী ফুট হয়ে যাবে।
আশ্চর্য! কাল তো এই স্ফিংসটা এখানে দেখিনি! এটা এখানে কোত্থেকে এলো!
দেখো, তোমাদের বাঁটুলের পিলে কি রকম চমক দিয়ে টিলে করি!
ক্ল্যাংক!
আচ্ছা, এটা রোবট। রেডিও কন্ট্রোলে ঐ ওরা এটাকে চালাচ্ছে।
মনে হচ্ছে পিরামিডের দৌলত লুটেরা। সঙ্গে ঐ দুটো বিচ্ছুও জুটেছে! ভয় দেখিয়ে আমাকে সরাবার ফন্দি।
ক্ল্যাংক!
ক্ল্যাংক!
এখন আমি ফুঁ দিয়ে সামান্য একটা বালির ঝড় তুলি!

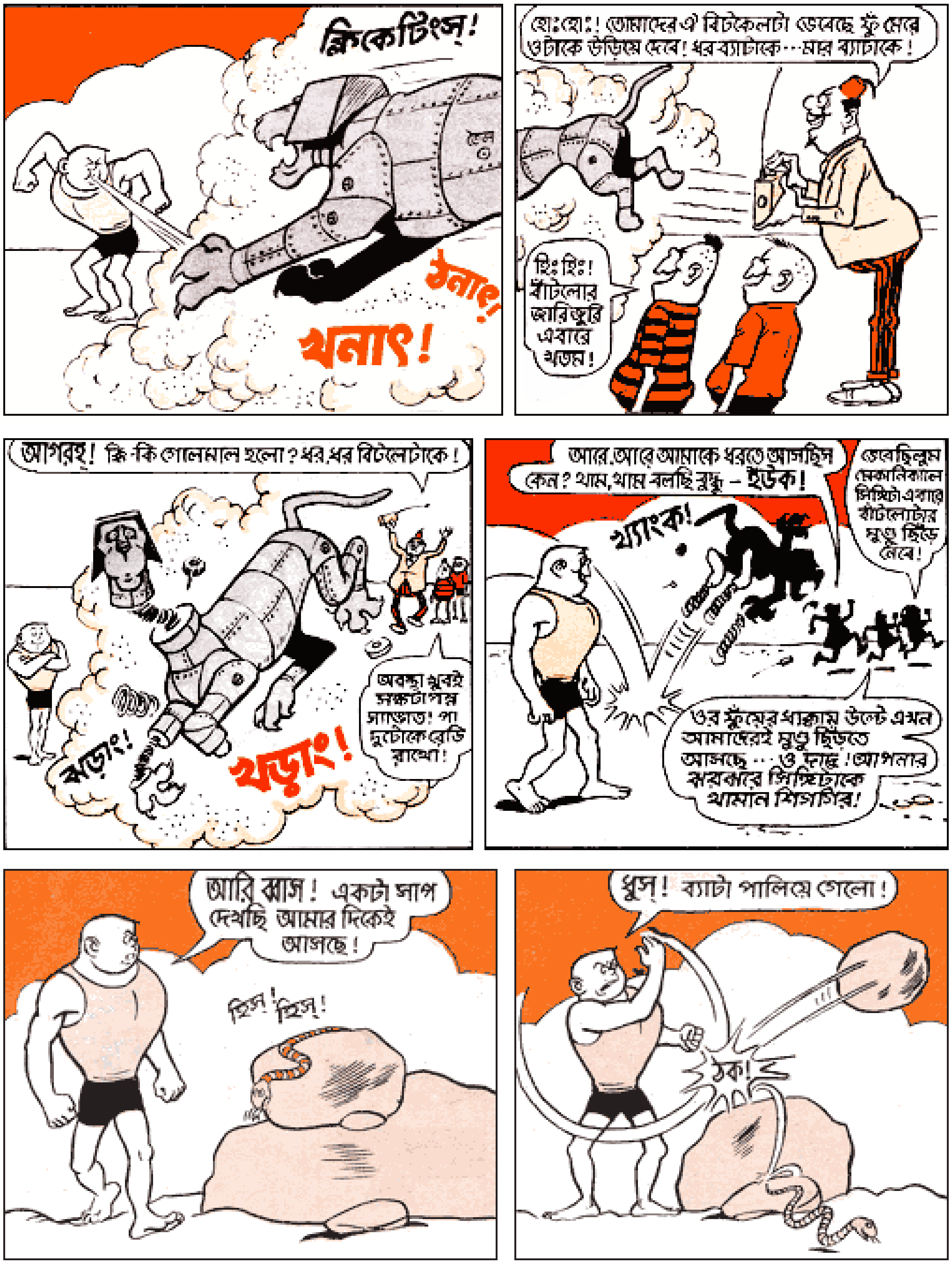
ক্লিকেটিংস্!
ঠনাৎ!
খনাৎ!
হোঃহোঃ! তোমাদের ঐ বিটকেলটা ভেবেছে ফুঁ মেরে ওটাকে উড়িয়ে দেবে! ধর ব্যাটাকে…মার ব্যাটাকে!
হিঃ হিঃ! বাঁটলোর জারিজুরি এবারে খতম!
আগরহ্! ক্কি-কি গোলমাল হলো? ধর,ধর বিটলেটাকে!
ঝড়াং!
খড়াং!
অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন স্যাঙাত! পা দুটোকে রেডি রাখো!
আরে,আরে আমাকে ধরতে আসছিস কেন? থাম,থাম বলছি বুদ্ধু – ইউক!
খ্যাংক!
ভেবেছিলুম মেকানিকাল সিংহটা এবারে বাঁটলোটার মুণ্ডু ছিঁড়ে নেবে!
ওর ফুঁয়ের ধাক্কায় উল্টে এখন আমাদেরই মুণ্ডু ছিঁড়তে আসছে…ও দাদু! আপনার ঝরঝরে সিংহটাকে থামান শিগগির!
আরি ব্বাস! একটা সাপ দেখছি আমার দিকেই আসছে!
হিস্! হিস্!
ধুস্! ব্যাটা পালিয়ে গেলো!
ঠক!

সবাই বলেছিলো এদিকটা নাকি খারাপ জায়গা। কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে বেশ সুন্দর আর শান্তিপূর্ণ!
বোথানের সার্কাস
ওরে বাবা!
মচাৎ!
এই আধমণী মালটি কি তুমিই ছেড়েছো? ওটা আমাদের শক্তিধর মানুষটাকে আধমরা করে ছেড়েছে!
দুঃখিত!
তুমি যদি ভারী জিনিস তুলতে পারো, তাহলে আমাদের শক্তিধর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তুমি তার জায়গায় থাকতে পারো!
এবার, ভদ্রমহিলা এবং মহোদয়গণ! আমাদের নতুন শক্তিধর মানুষ বাঁটুল এবার এই বিরাট ভার উত্তোলন করবেন!
এটা একটু জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে তুলি!
এই যাঃ!
বাপরে!
অতো ভারী বস্তু ঐ ভাবে তাঁবুর ছাদ ফুঁড়ে উড়িয়ে দিলো!
এবার বাঁটুলের বুকের ওপর রাখা তক্তার ওপরে এই হাতীদুটো দাঁড়াবে!
দারুণ!
সাবাস!

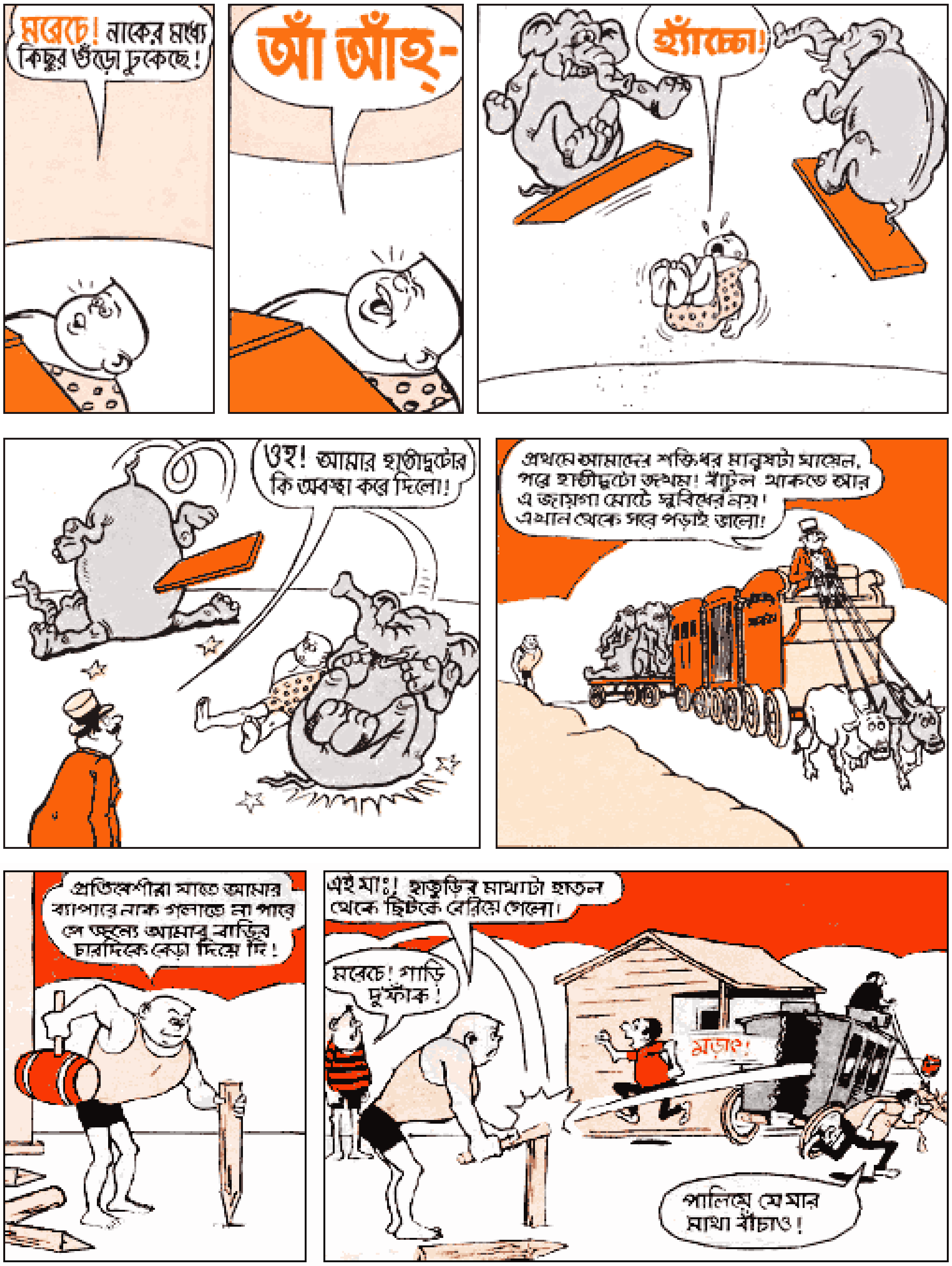
মরেচে! নাকের মধ্যে কিছুর গুঁড়ো ঢুকেছে!
আঁ আঁহ্-
হ্যাঁচ্চো!
ওহ! আমার হাতীদুটোর কি অবস্থা করে দিলো!
প্রথমে আমাদের শক্তিধর মানুষটা মারেন, পরে হাতীদুটো জখম! সাঁটুল থাকতে আর এ জায়গা মোটে সুবিধের নয়! এখান থেকে সরে পড়াই ভালো!
প্রতিবেশীরা যাতে আমার ব্যাপারে নাক গলাতে না পারে সে জন্যে আমার বাড়ির চারদিকে বেড়া দিয়ে দি!
এই মাঃ! হাতুড়ির মাথাটা হাতল থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলো।
মরেচে! গাড়ি ফুঁফাঁক!
পালিয়ে যে যার মাথা বাঁচাও!

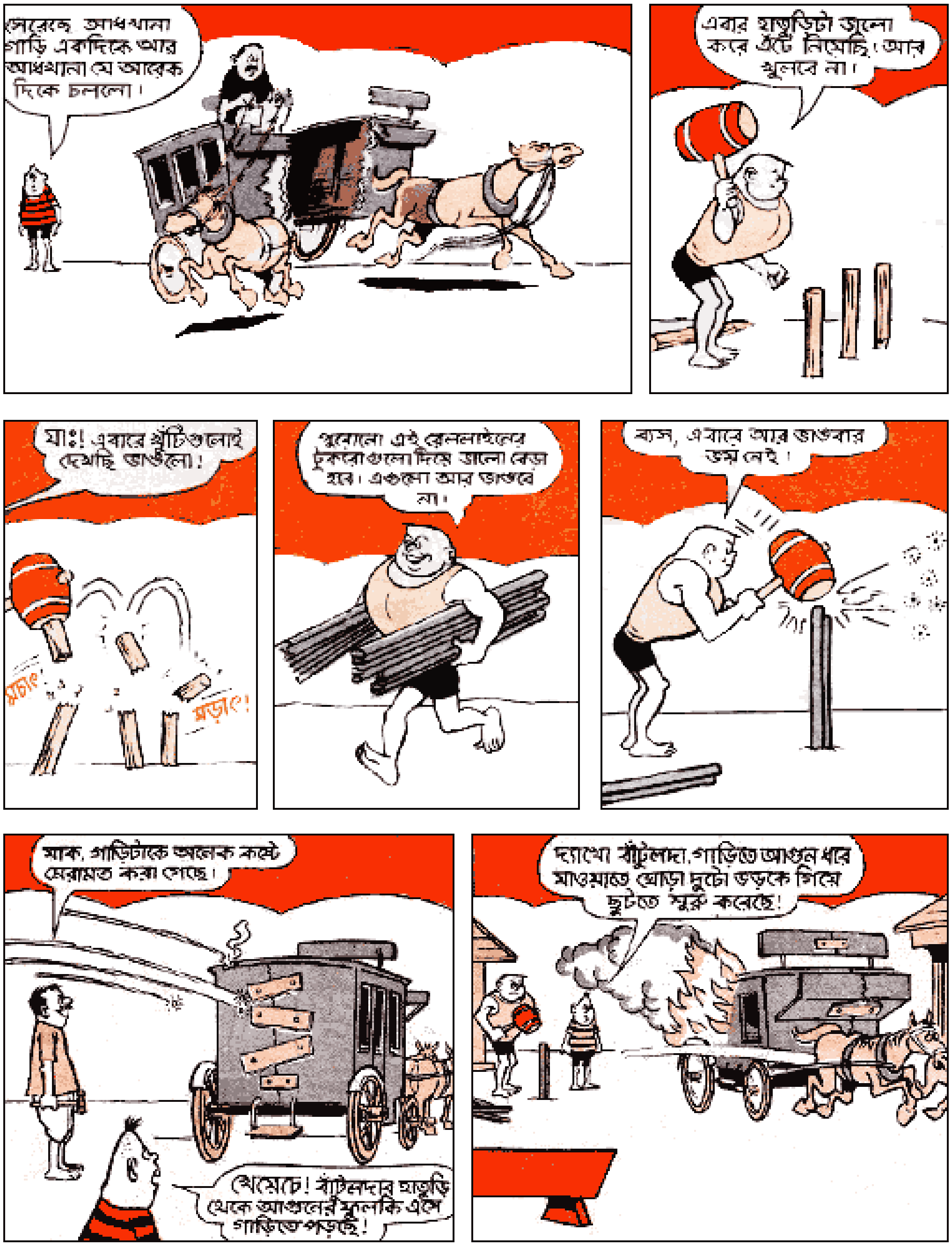
সেরেছে, আধখানা গাড়ি একদিকে আর আধখানা যে আরেক দিকে চললো।
এবার হাতুড়িটা ভালো করে এঁটে নিয়েছি। আর খুলবে না।
যাঃ! এবারে খুঁটিগুলোই দেখছি ভাঙলো!
মচাৎ!
মড়াৎ!
পুরোনো এই রেললাইনের টুকরোগুলো দিয়ে ভালো বেড়া হবে। এগুলো আর ভাঙবে না।
ব্যস, এবারে আর ভাঙবার ভয় নেই!
যাক, গাড়িটাকে অনেক কষ্টে মেরামত করা গেছে।
খেয়েছে! বাঁটুলদার হাতুড়ি থেকে আগুনের ফুলকি এসে গাড়িতে পড়ছে!
দ্যাখো বাঁটুলদা, গাড়িতে আগুন ধরে যাওয়াতে ঘোড়া দুটো ভড়কে গিয়ে ছুটতে শুরু করেছে!

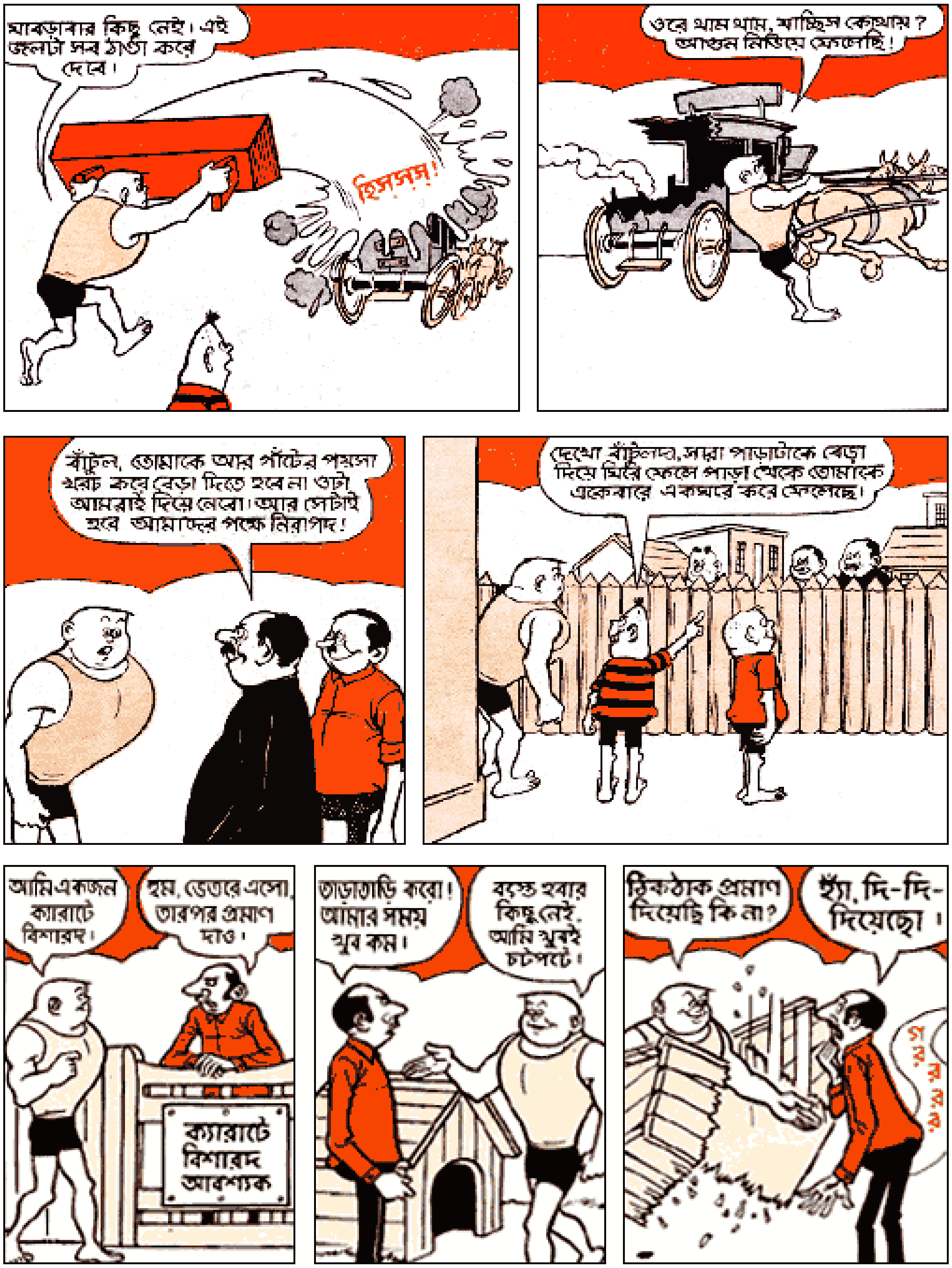
ঘাবড়াবার কিছু নেই। এই জলটা সব ঠাণ্ডা করে দেবে।
হিসসস!
ওরে থাম থাম, যাচ্ছিস কোথায়? আগুন নিভিয়ে ফেলেছি!
বাঁটুল, তোমাকে আর পাঁচের পয়সা খরচ করে বেড়া দিতে হবে না। ওটা আমরাই দিয়ে নেবো। আর সেটাই হবে আমাদের পক্ষে নিরাপদ!
দেখো বাঁটুলদা, সারা পাড়াটাকে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলে পাড়া থেকে তোমাকে একেবারে একঘরে করে ফেলেছে।
আমি একজন ক্যারাটে বিশারদ।
হুম, ভেতরে এসো, তারপর প্রমাণ দাও।
ক্যারাটে বিশারদ আবশ্যক
তাড়াতাড়ি করো! আমার সময় খুব কম।
ব্যস্ত হবার কিছু নেই, আমি খুবই চটপটে।
ঠিকঠাক প্রমাণ দিয়েছি কি না?
হ্যাঁ, দি-দি-দিয়েছো।

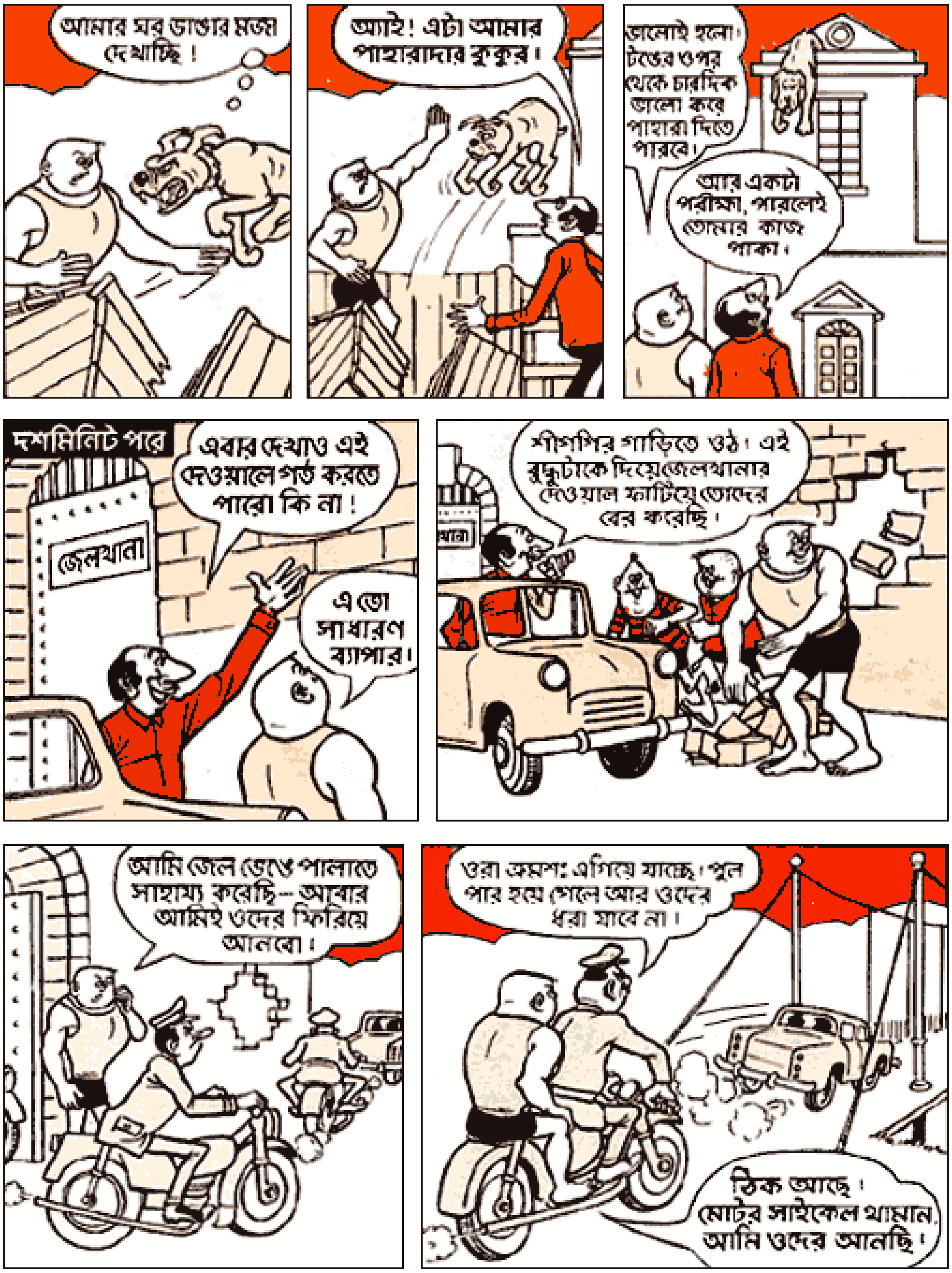
আমার ঘর ভাঙার মজা দেখাচ্ছি !
অ্যাই! এটা আমার পাহারাদার কুকুর।
ভালোই হলো। টঙের ওপর থেকে চারদিক ভালো করে পাহারা দিতে পারবে।
আর একটা পরীক্ষা, পারলেই তোমার কাজ পাকা।
দশমিনিট পরে
এবার দেখাও এই দেওয়ালে গর্ত করতে পারো কি না !
জেলখানা
এ তো সাধারণ ব্যাপার।
শীগগির গাড়িতে ওঠ। এই বুদ্ধুটাকে দিয়ে জেলখানার দেওয়াল ফাটিয়ে তোদের বের করেছি।
আমি জেল ভেঙে পালাতে সাহায্য করেছি— আবার আমিই ওদের ফিরিয়ে আনবো।
ওরা ক্রমশ: এগিয়ে যাচ্ছে। পুল পার হয়ে গেলে আর ওদের ধরা যাবে না।
ঠিক আছে। মোটর সাইকেল থামান, আমি ওদের আনছি।

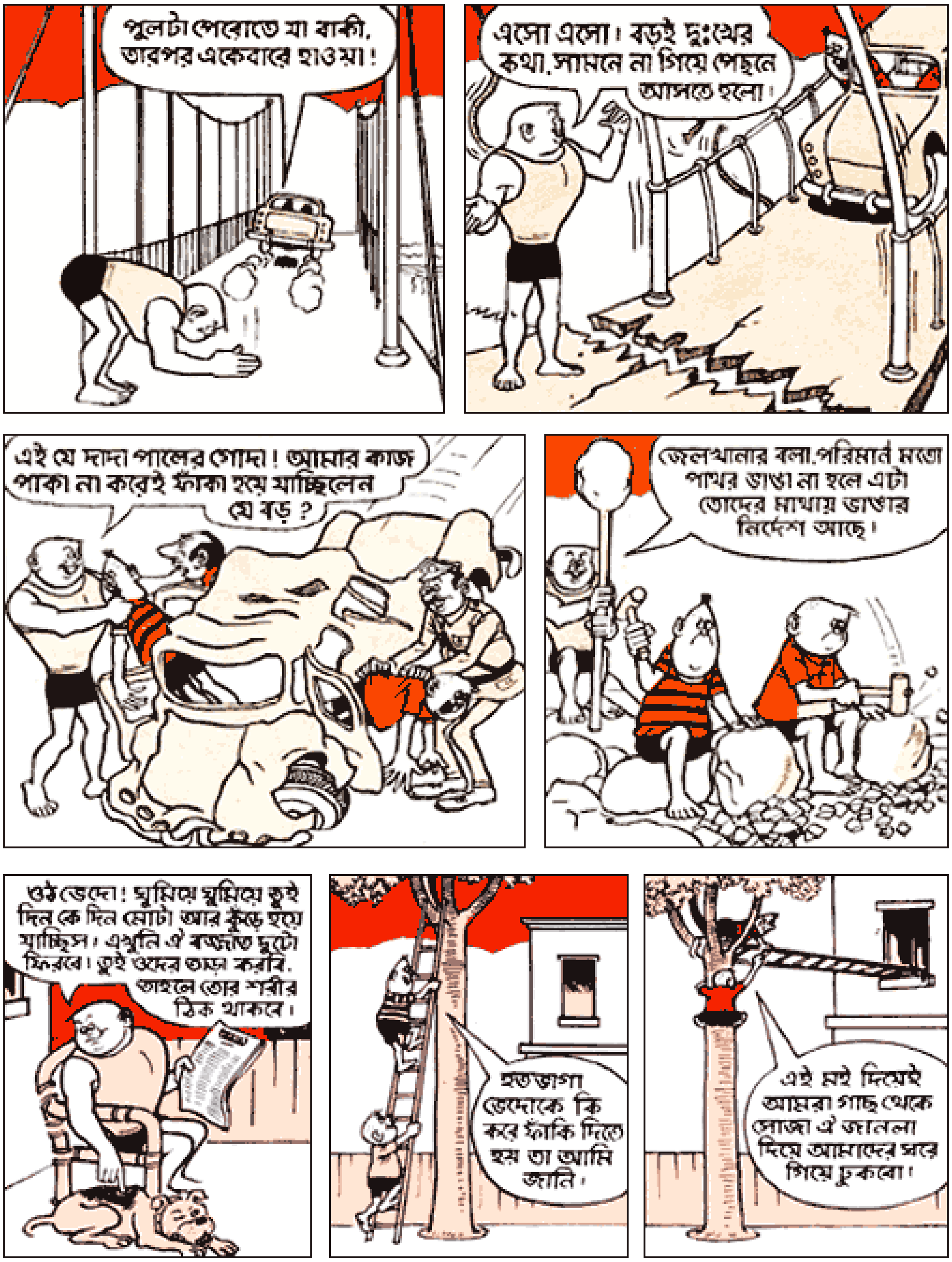
পুলটা পেরোতে যা বাকী, তারপর একেবারে হাওয়া!
এসো এসো। বড়ই দুঃখের কথা, সামনে না গিয়ে পেছনে আসতে হলো।
এই যে দাদা পালের গোদা! আমার কাজ পাকা না করেই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিলেন যে বড়?
জেলখানার বলা পরিমান মতো পাথর ভাঙা না হলে এটা তোদের মাথায় ভাঙার নির্দেশ আছে।
ওঠ ভেদো! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তুই দিন কে দিন মোটা আর কুঁড়ে হয়ে যাচ্ছিস। এখুনি ঐ বজ্জাত দুটো ফিরবে। তুই ওদের তাড়া করবি, তাহলে তোর শরীর ঠিক থাকবে।
হতভাগা ভেদোকে কি করে ফাঁকি দিতে হয় তা আমি জানি।
এই মই দিয়েই আমরা গাছ থেকে সোজা ঐ জানলা দিয়ে আমাদের ঘরে গিয়ে ঢুকবো।

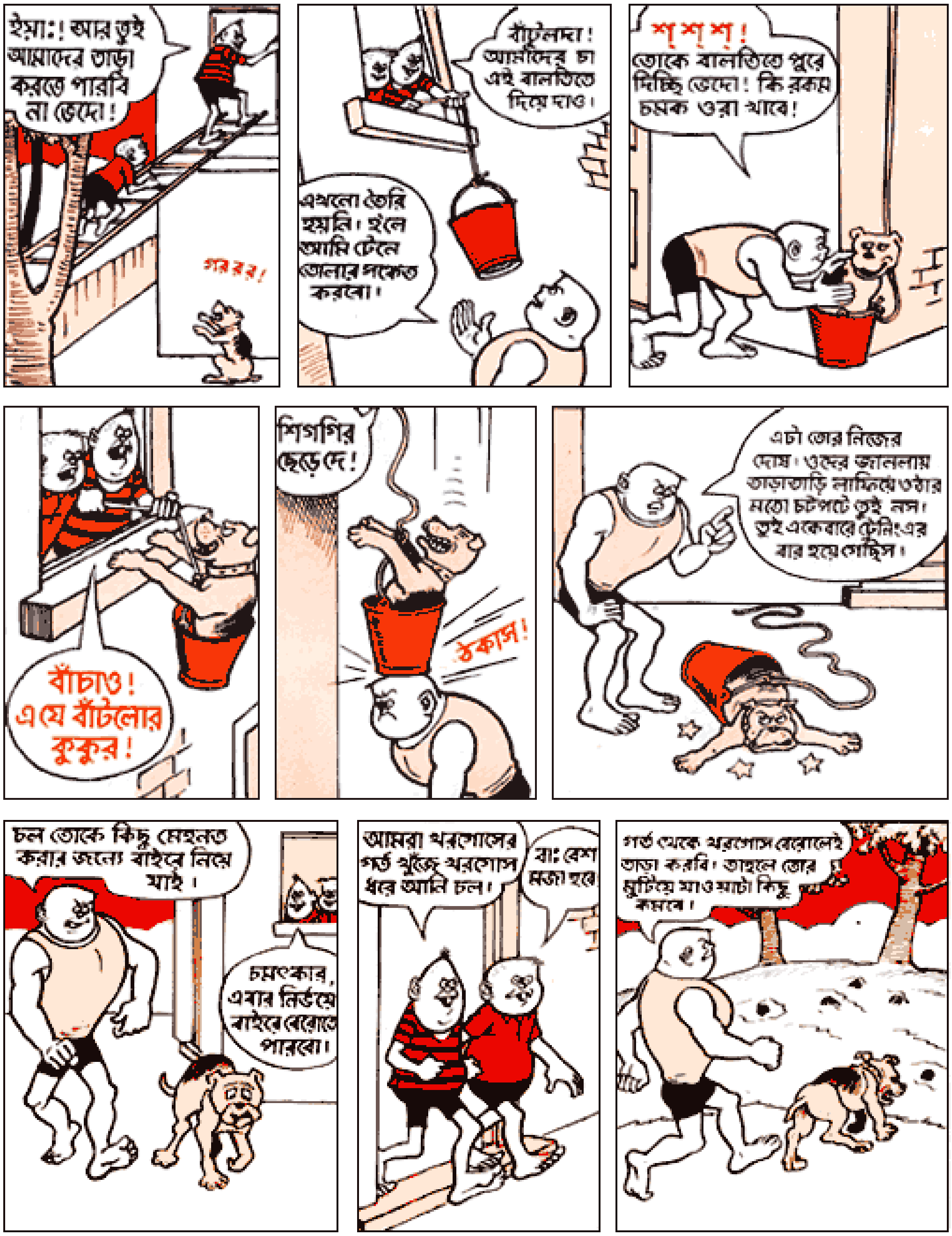
ইয়া:! আর তুই আমাদের তাড়া করতে পারবি না ভেদো!
গররর!
বাঁটুলদা! আমাদের চা এই বালতিতে দিয়ে দাও।
এখনো তৈরি হয়নি। হলে আমি টেনে তোলার সংকেত করবো।
শ্ শ্ শ্!
তোকে বালতিতে পুরে দিচ্ছি ভেদো! কি রকম চমক ওরা খাবে!
বাঁচাও! এযে বাঁটলোর কুকুর!
শিগগির ছেড়ে দে!
ঠকাস!
এটা তোর নিজের দোষ। ওদের জানলায় তাড়াতাড়ি লাফিয়ে ওঠার মতো চটপটে তুই নস। তুই একেবারে ট্রেনিং-এর বার হয়ে গেছিস।
চল তোকে কিছু মেহনত করার জন্যে বাইরে নিয়ে যাই।
চমৎকার, এবার নির্ভয়ে বাইরে বেরোতে পারবো।
আমরা খরগোসের গর্ত খুঁজে খরগোস ধরে আনি চল।
বাঃ বেশ মজা হবে।
গর্ত থেকে খরগোস বেরোলেই তাড়া করবি। তাহলে তোর মুটিয়ে যাওয়াটা কিছু কমবে।

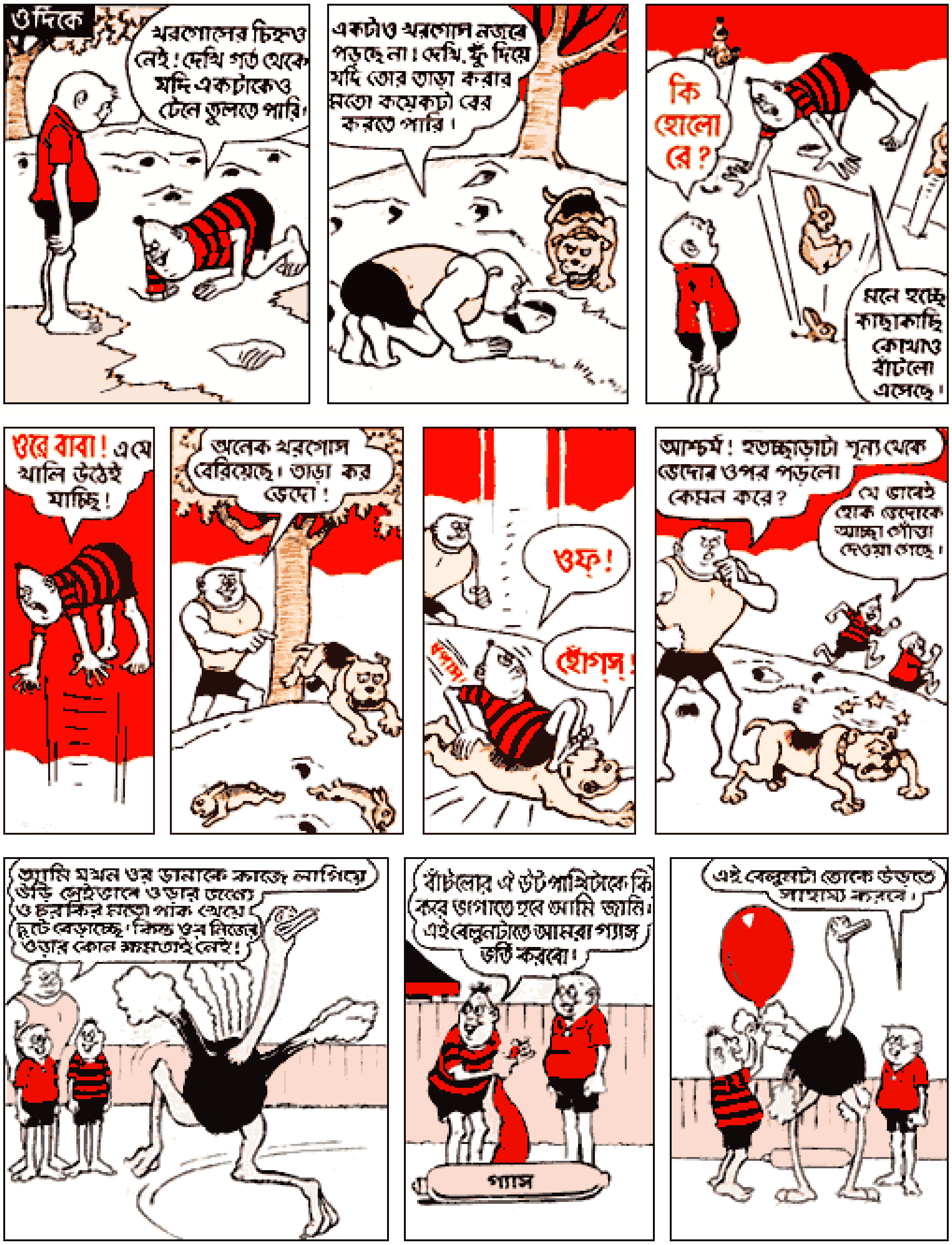
ওদিকে
খরগোসের চিহ্নও নেই! দেখি গর্ত থেকে যদি একটাকেও টেনে তুলতে পারি।
একটাও খরগোস নজরে পড়ছে না! দেখি, ফুঁ দিয়ে যদি জোর তাড়া করার মতো কয়েকটা বের করতে পারি।
কি হোলো রে?
মনে হচ্ছে কাছাকাছি কোথাও বাঁটলো এসেছে!
ওরে বাবা! এযে খালি উঠেই যাচ্ছি!
অনেক খরগোস বেরিয়েছে। তাড়া কর ভেদো!
ওফ্!
হোঁৎকা!
আশ্চর্য! হতচ্ছাড়াটা শূন্য থেকে ভেদোর ওপর পড়লো কেমন করে?
যে ভাবেই হোক ভেদোকে আচ্ছা গোঁত্তা দেওয়া গেছে।
আমি যখন ওর ডানাকে কাজে লাগিয়ে উড়ি সেইভাবে ওড়ার জন্যে ও চরকির মতো পাক খেয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ওর নিজের ওড়ার কোন ক্ষমতাই নেই!
বাঁটলোর ঐ উটপাখিটাকে কি করে ভাগাতে হবে আমি জানি। এই বেলুনটাতে আমরা গ্যাস ভর্তি করবো।
গ্যাস
এই বেলুনটা তোকে উড়তে সাহায্য করবে।

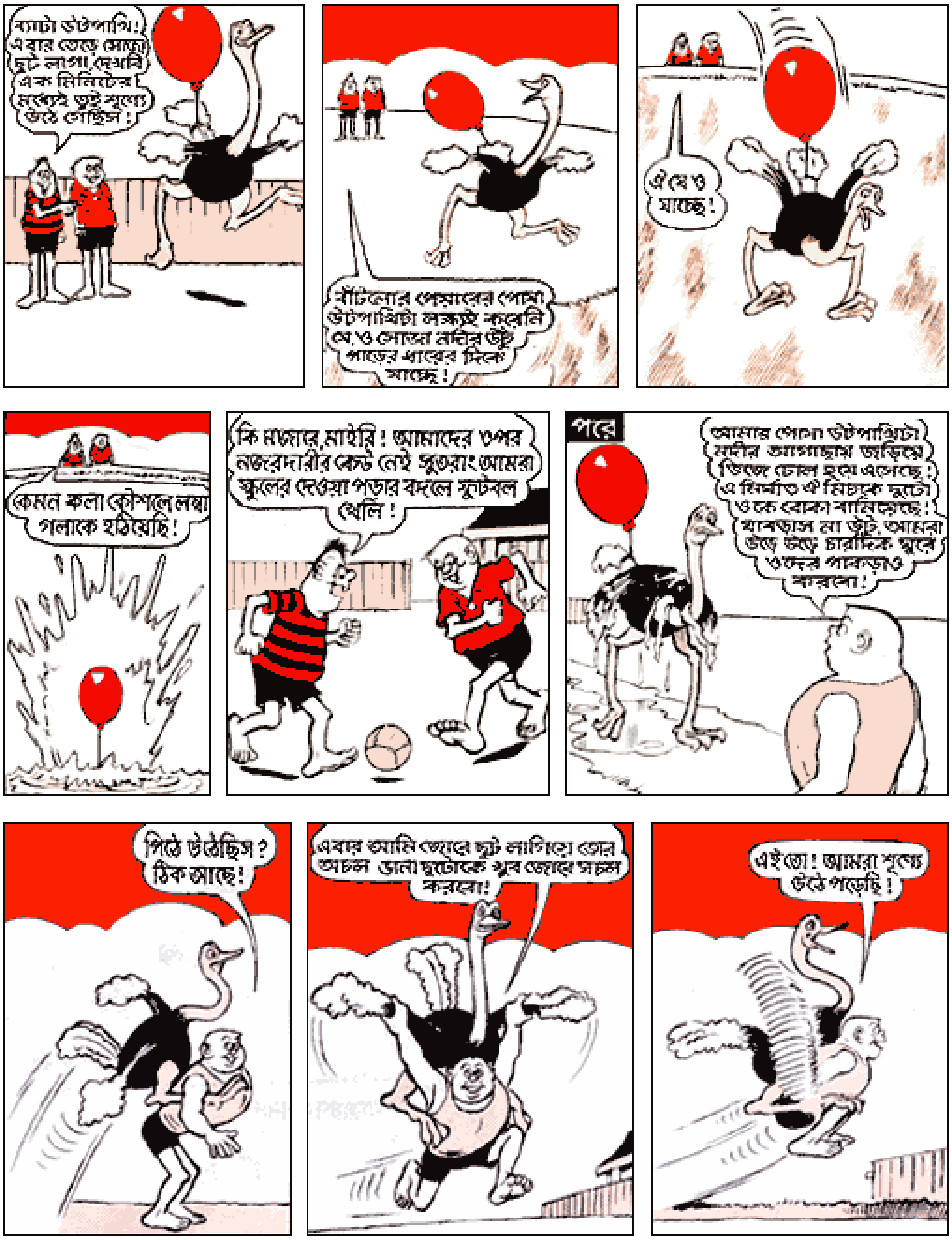
ব্যাটা উটপাখি! এবার তোকে মোক্ষম ছুট লাগা, দেখবি এক মিনিটের মধ্যেই তুই শূন্যে উঠে গেছিস!
বাঁটলোর পেয়ারের পোষা উটপাখিটা লক্ষ্যই করেনি যে, ও সোজা নদীর উঁচু পাড়ের ধারের দিকে যাচ্ছে!
ঐ যে ও যাচ্ছে!
কেমন কলা কৌশলে লম্বা গলাকে হটিয়েছি!
কি মজারে, মাইরি! আমাদের ওপর নজরদারীর কেউ নেই সুতরাং আমরা স্কুলের দেওয়া পড়ার বদলে ফুটবল খেলি!
পরে
আমার পোষা উটপাখিটা নদীর আগাছায় জড়িয়ে ভিজে ঢোল হয়ে এসেছে! এ নির্ঘাত ঐ বিচ্চু দুটো ও কে বোকা বানিয়েছে! ঘাবড়াস না উটু, আমরা উড়ে উড়ে চারদিক ঘুরে ওদের পাকড়াও করবো!
পিঠে উঠেছিস? ঠিক আছে!
এবার আমি জোরে ছুট লাগিয়ে তোর অচল ডানা দুটোকে খুব জোরে সচল করবো!
এইতো! আমরা শূন্যে উঠে পড়েছি!

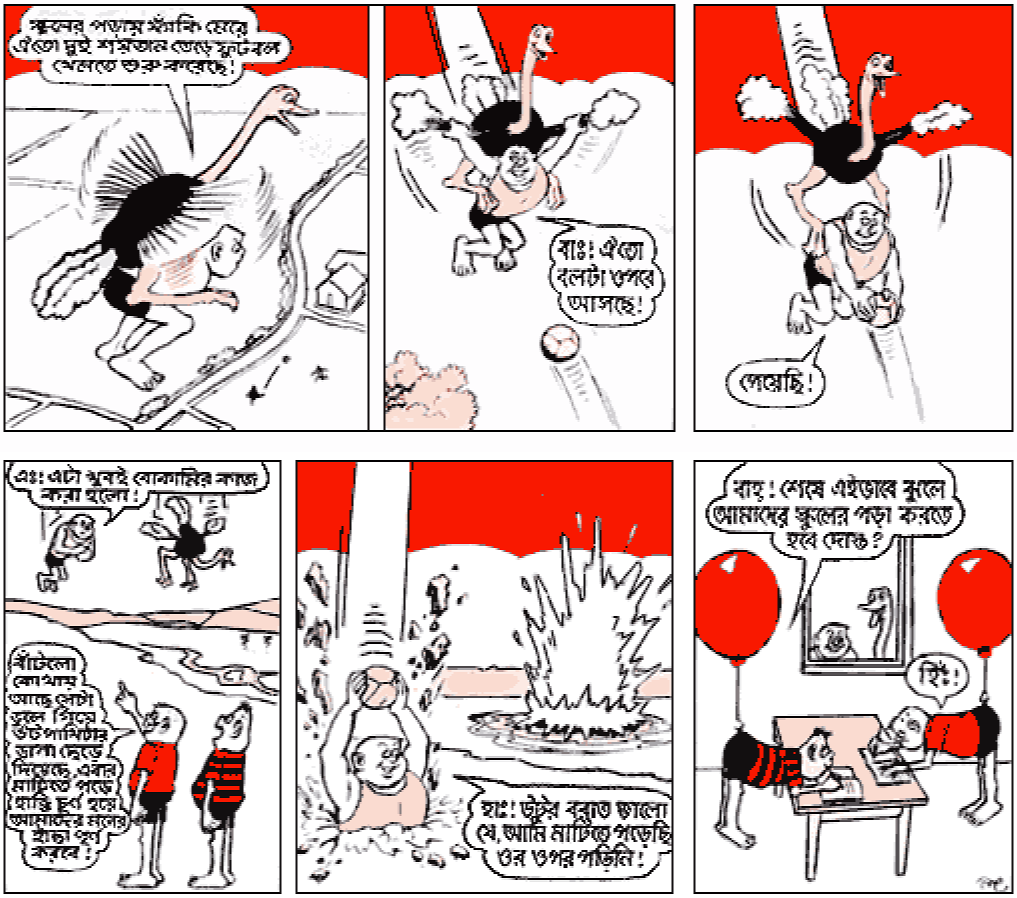
স্কুলের পড়ায় ফাঁকি দেরে ঐতো দুই শয়তান ডেড়ে ফুটবল খেলতে শুরু করেছে!
বাঃ! ঐতো বলটা ওপরে আসছে!
পেয়েছি!
এঃ! এটা খুবই বোকামির কাজ করা হলো!
বাঁটলো কোথায় আছে দেখো তুলে গিয়ে উটপাখিটার ডানা ছেড়ে দিয়েছে, এবার মাটিতে পড়ে হাড্ডি চূর্ণ হয়ে আমাদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ করবে!
হাঃ! উটের বরাত ভালো যে, আমি মাটিতে পড়েছি ওর ওপর পড়িনি!
বাহ্! শেষে এইভাবে স্কুলে আমাদের স্কুলের পড়া করতে হবে দোস্ত?
হিঃ!

এই কেক দিয়ে বড়দিনের উৎসবটা বেশ ভালই জমবে!
বাঁটলো একটা কেক নিয়ে আসছে রে! আমাদেরও একটা কেকের দরকার ছিল না?
তোমাকে কিছু ভাবতে হবেনা বাঁটুলদা! কেকটার দেখা শোনা আমরাই করবখন!
হুউ-উ-উ-স!
হতচ্ছাড়ারা! ধরতে পারলে দুরমুস পেটা করবো!

কিন্তু তার আগেই
কেকের আগে আমার এই অটোমেটিক ডবল গদার গুঁতো টেস্ট কর !
ধাঁই !
কি ব্যাপার ! মাথায় আব গজালো কি করে ?
গুলে গুণ্ডা আমাদের মাথায় গদা মেরে বড়দিনের কেকটা নিয়ে পালাল !
ওলেটাকে শায়েস্তা করতেই হবে !
কিন্তু পুলিশের আগেই
আই বাপ, ভাল্লুক !
আঁাও !
গুলে গুণ্ডা ! কেকটা কোথায় গুলে ?
ভাল্লুকটা কেড়ে নিয়েছে !
আরে ! কি ব্যাপার ?
এই ভাল্লুকটা একটা কেক গাঁড়া দিয়েছে, ব্যাটাকে গারদে পুরবো !
আরে আমার কেকটাও তো ঐ বজ্জাত জোড়া দুটো চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে !
তাহলে এটা নিশ্চয়ই সেই কেক যেটা এই ব্যাটা ভাল্লুক খেয়ে মেরে দিয়েছে !

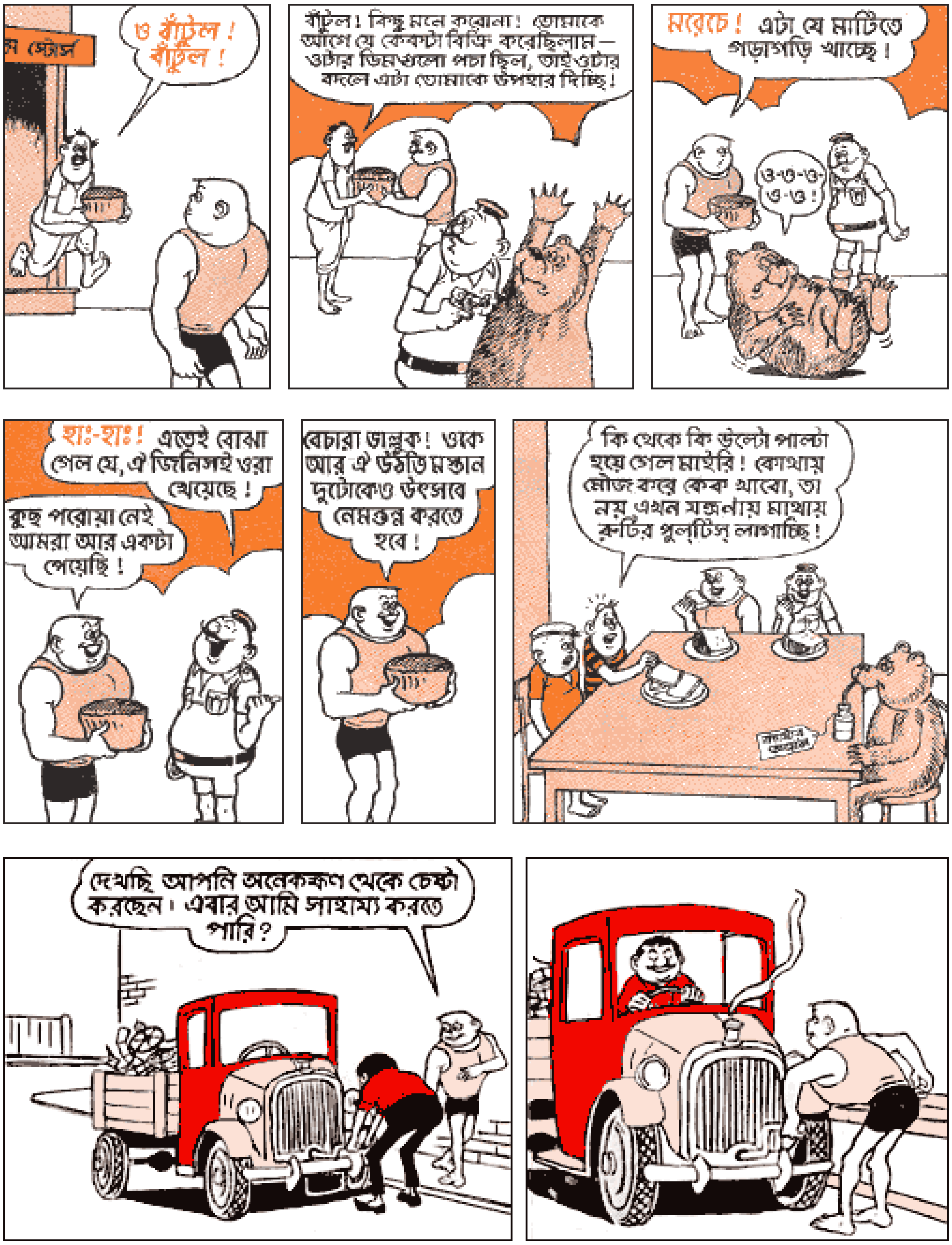
ও বাঁটুল! বাঁটুল!
বাঁটুল! কিছু মনে কোরো না! তোমাকে আগে যে কেকটা বিক্রি করেছিলাম — ওটার ডিমগুলো পচা ছিল, তাই ওটার বদলে এটা তোমাকে উপহার দিচ্ছি!
মরেছে! এটা যে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে!
ও-ও-ও-ও-ও!
হাঃ-হাঃ! এতেই বোঝা গেল যে, ঐ জিনিসই ওরা খেয়েছে!
কুছ পরোয়া নেই আমরা আর একটা পেয়েছি!
বেচারা ভাল্লুক! ওকে আর ঐ ভেঁতড়ি মস্তান দুটোকেও উৎসবে নেমন্তন্ন করতে হবে!
কি থেকে কি উল্টো পাল্টা হয়ে গেল মাইরি! কোথায় মৌজ করে কেক খাবো, তা নয় এখন যন্ত্রণায় মাথায় রুটির পুলটিস্ লাগাচ্ছি!
দেখছি আপনি অনেকক্ষণ থেকে চেষ্টা করছেন। এবার আমি সাহায্য করতে পারি?

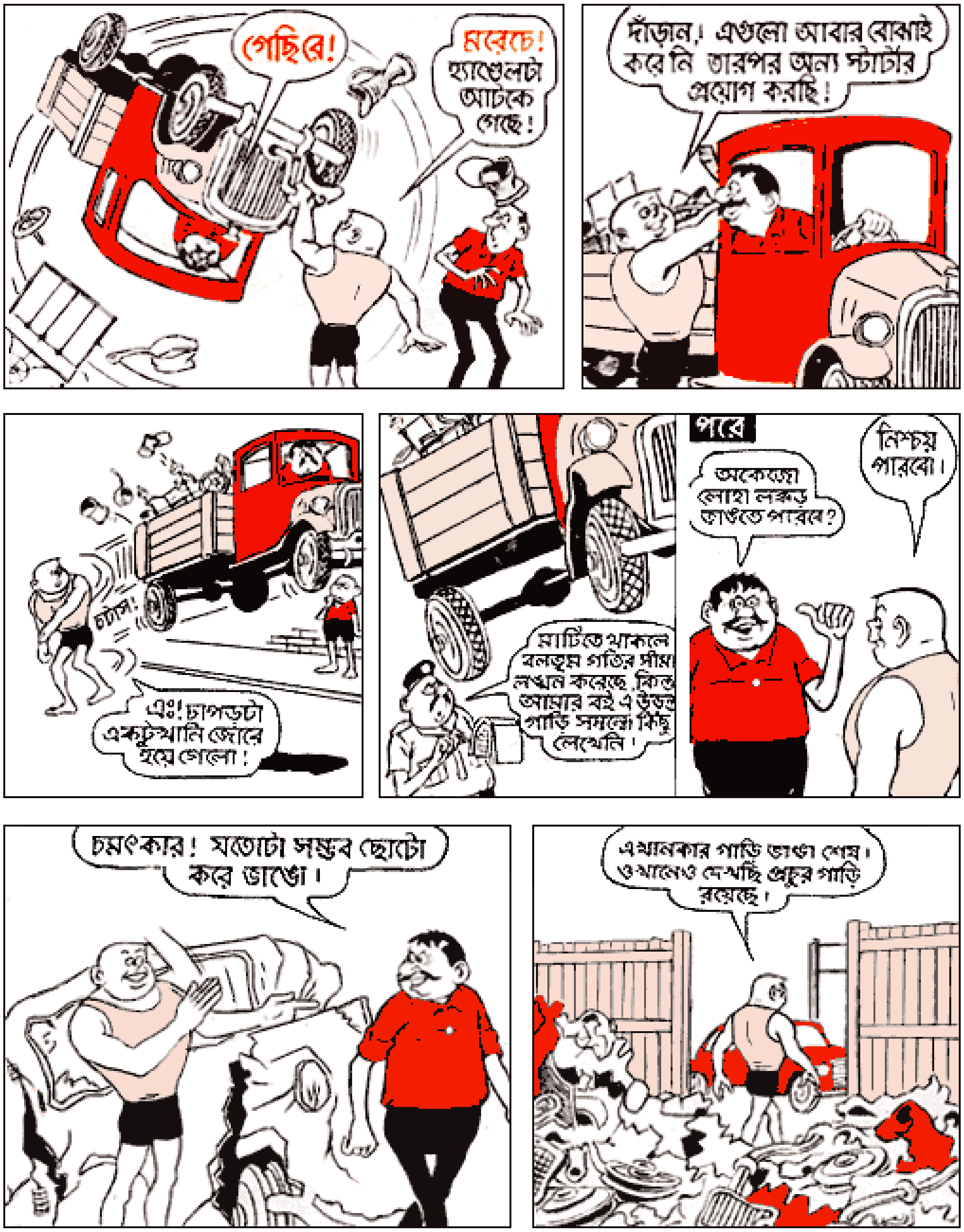
গেছি রে!
মরেছে! হ্যাণ্ডেলটা আটকে গেছে!
দাঁড়ান! এগুলো আবার বোঝাই করে নি তারপর অন্য স্টার্টার প্রয়োগ করছি!
চটাস!
এঃ! চাপড়টা একটুখানি জোরে হয়ে গেলো!
মাটিতে থাকলে বলতুম গতির সীমা লঙ্ঘন করেছে, কিন্তু আমার বই এ উড়ন্ত গাড়ি সমন্ধে কিছু লেখেনি!
পরে
অতোকেজো লোহা লক্কড় ভাঙতে পারবে?
নিশ্চয় পারবো।
চমৎকার! যতোটা সম্ভব ছোটো করে ভাঙো।
এখানকার গাড়ি ভাঙা শেষ। ওখানেও দেখছি প্রচুর গাড়ি রয়েছে।

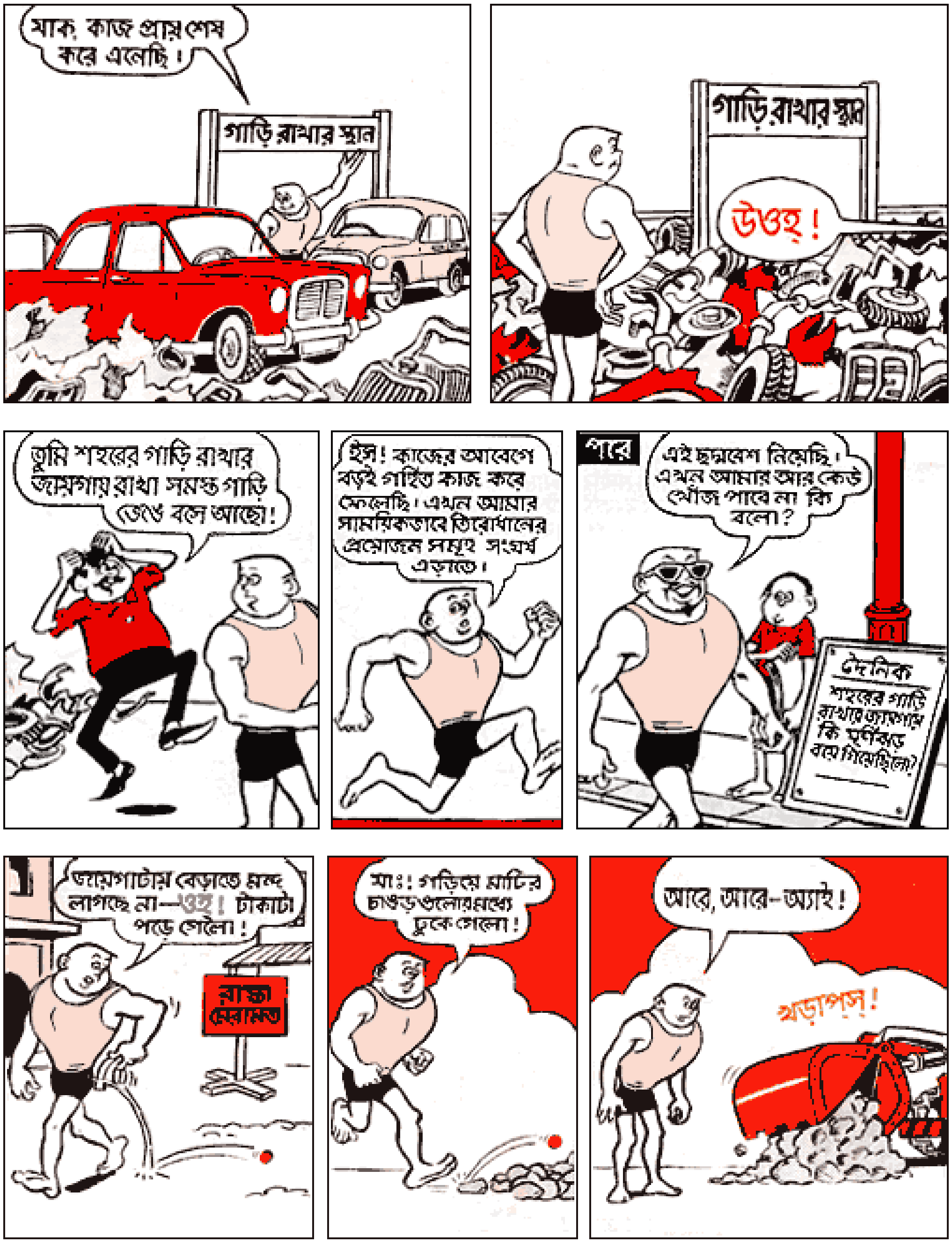
যাক, কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি।
গাড়ি রাখার স্থান
গাড়ি রাখার স্থান
উওহ্!
তুমি শহরের গাড়ি রাখার জায়গায় রাখা সমস্ত গাড়ি ভেঙে বসে আছো!
ইস্! কাজের আবেগে বড্ডই গর্হিত কাজ করে ফেলেছি। এখন আমার সাময়িকভাবে তিরোধানের প্রয়োজন সমূহ সংঘর্ষ এড়াতে।
পরে
এই ছদ্মবেশ নিয়েছি। এখন আমার আর কেউ খোঁজ পাবে না কি বলো?
দৈনিক
শহরের গাড়ি রাখার জায়গায় কি ঘূর্ণিঝড় বয়ে গিয়েছিল?
জায়গাটায় বেড়াতে মন্দ লাগছে না—ওহ্! টাকাটা পড়ে গেলো!
রাস্তা মেরামত
যাঃ! গড়িয়ে মাটির চাঙড়গুলোর মধ্যে ঢুকে গেলো!
আরে, আরে—অ্যাই!
খড়াপস্!

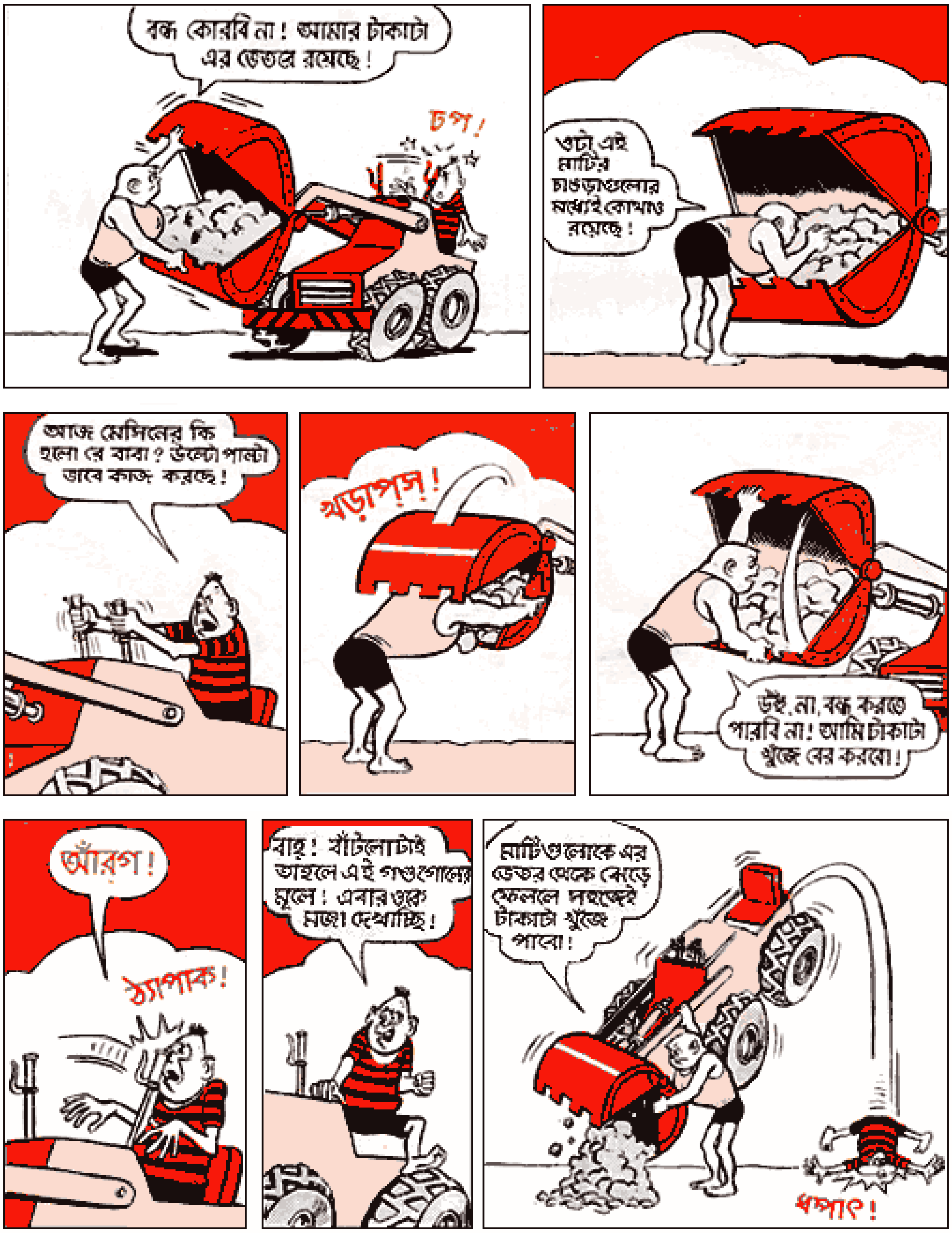
বন্ধ কোরবি না ! আমার টাকাটা এর ভেতরে রয়েছে !
টপ !
ওটা এই মাটির চাঙড়াগুলোর মধ্যেই কোথাও রয়েছে !
আজ মেসিনের কি হলো রে বাবা ? উল্টো পাল্টা ভাবে কাজ করছে !
খড়াপ্স !
উঁহু, না, বন্ধ করতে পারবি না ! আমি টাকাটা খুঁজে বের করবো !
আঁরগ !
ঠ্যাপাক !
বাহ্ ! বাঁটলোটাই তাহলে এই গণ্ডগোলের মূলে ! এবার ওকে মজা দেখাচ্ছি !
মাটিগুলোকে এর ভেতর থেকে ঝেড়ে ফেললে সহজেই টাকাটা খুঁজে পাবো !
ধপাৎ !

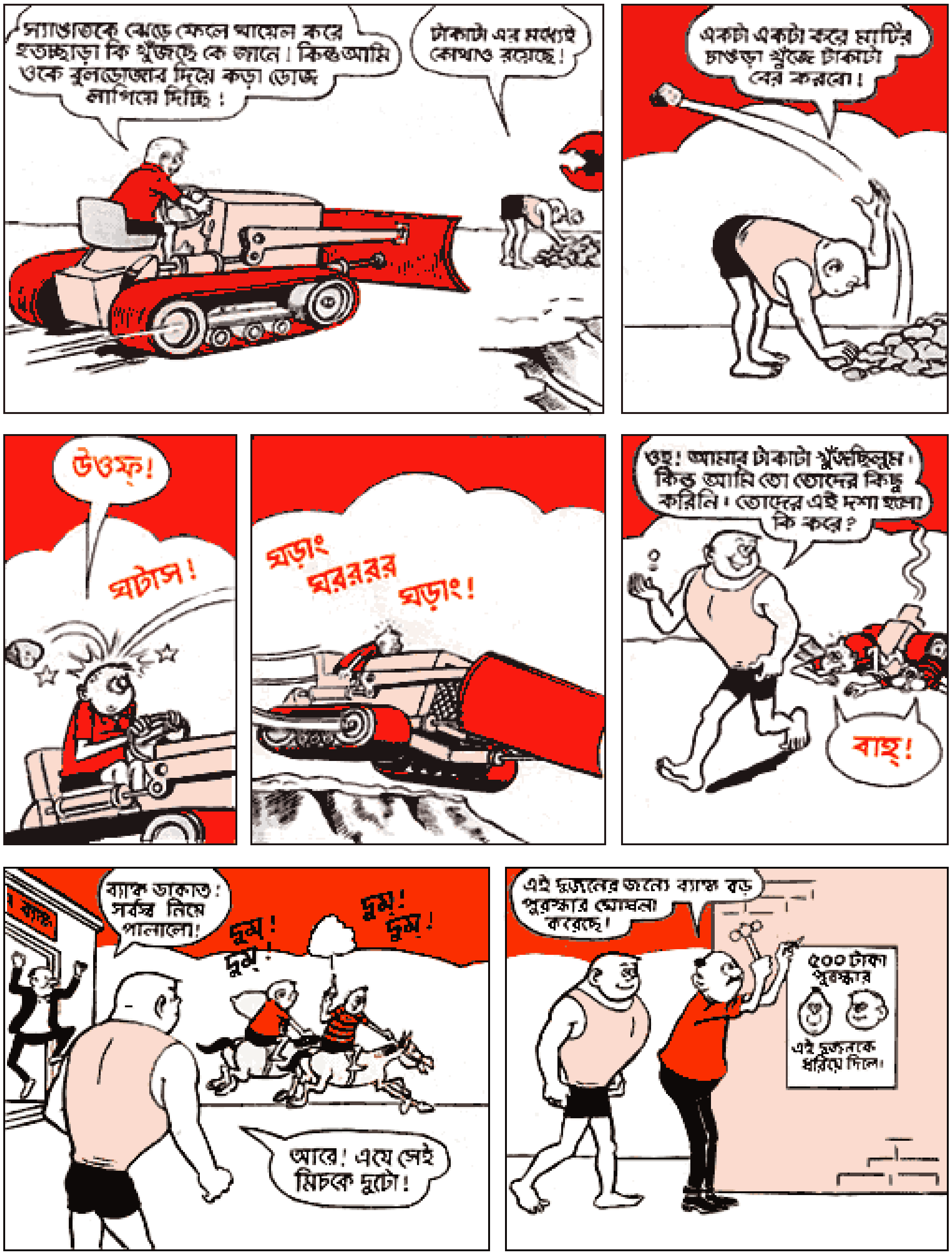
স্যাণ্ডাতকে ঝেড়ে ফেলে ঘায়েল করে হতচ্ছাড়া কি খুঁজছে কে জানে! কিন্তু আমি ওকে বুলডোজার দিয়ে কড়া ডোজ লাগিয়ে দিচ্ছি!
টাকাটা এর মধ্যেই কোথাও রয়েছে!
একটা একটা করে মাটির চাঙড়া খুঁজে টাকাটা বের করবো!
উওফ্‌!
ঘটাস!
ঘড়াং
ঘররর
ঘড়াং!
ওহ্‌! আমার টাকাটা খুঁজছিলুম। কিন্তু আমি তো তোদের কিছু করিনি। তোদের এই দশা হলো কি করে?
বাহ্‌!
ব্যাংক
ব্যাঙ্ক ডাকাত! সর্বস্ব নিয়ে পালালো!
দুম্‌!
দুম্‌!
দুম্‌!
দুম্‌!
আরে! এযে সেই মিচকে দুটো!
এই দুজনের জন্যে ব্যাঙ্ক বড় পুরস্কার ঘোষণা করেছে!
৫০০ টাকা পুরস্কার
এই দুজনকে ধরিয়ে দিলে।

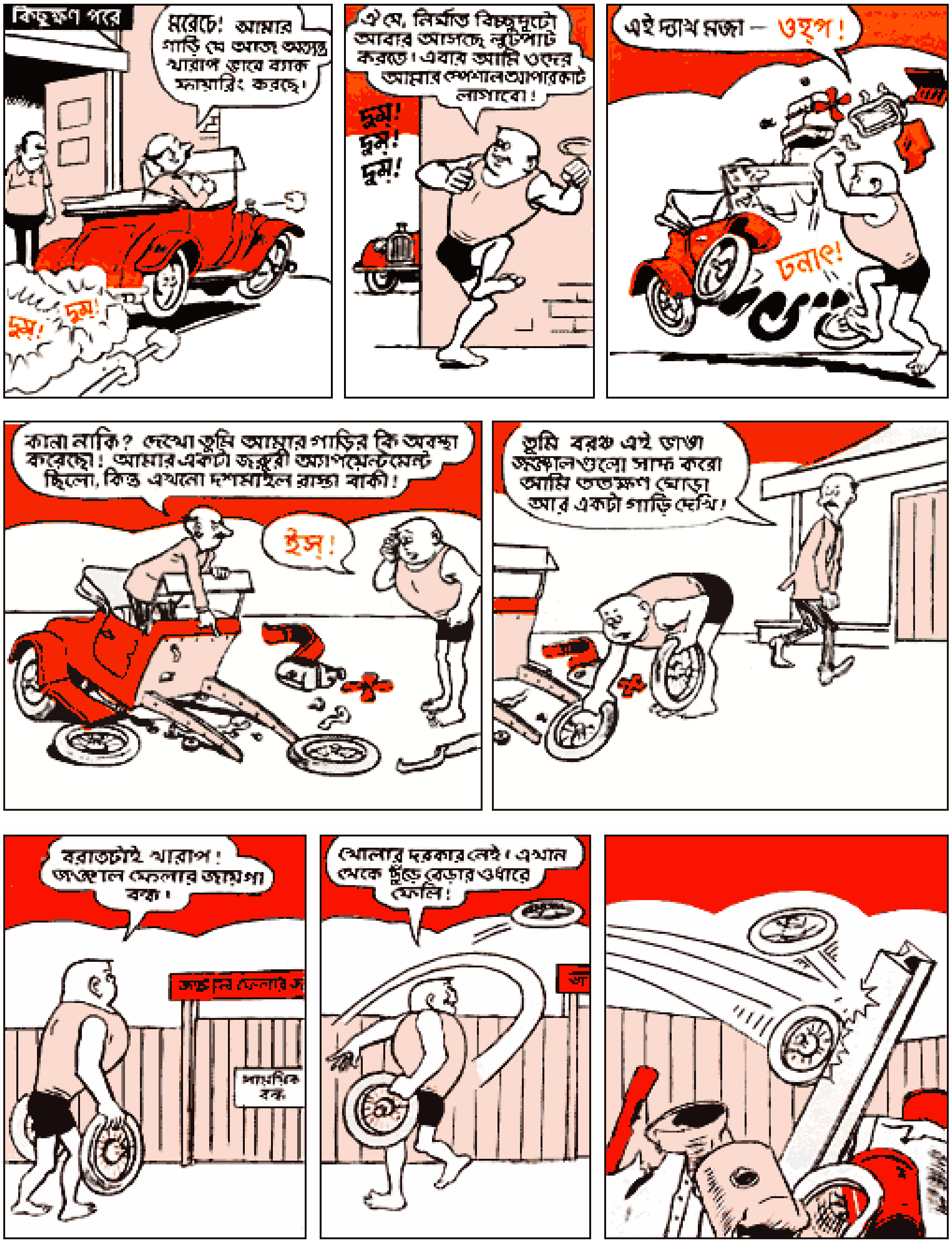
কিছুক্ষণ পরে
মরেছে! আমার গাড়ি যে আজ অত্যন্ত খারাপ ভাবে ব্যাক ফায়ারিং করছে!
দুম! দুম!
ঐ যে, নির্ঘাত বিচ্ছুগুলো আবার আসছে লুটপাট করতে। এবার আমি ওদের আমার স্পেশালআপারকাট লাগাবো!
দুম! দুম! দুম!
এই দ্যাখ মজা — ওহ্প!
ঢনাৎ!
কানা নাকি? দেখো তুমি আমার গাড়ির কি অবস্থা করেছো! আমার একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিলো, কিন্তু এখনো দশমাইল রাস্তা বাকী!
ইস্!
তুমি বরঞ্চ এই ভাঙা জঞ্জালগুলো সাফ করো আমি ততক্ষণ ঘোড়া আর একটা গাড়ি দেখি!
বরাতটাই খারাপ! জঞ্জাল ফেলার জায়গা বন্ধ।
জঞ্জাল ফেলার
সাময়িক বন্ধ
খোলার দরকার নেই। এখান থেকে ছুঁড়ে বেড়ার ওধারে ফেলি!

মরেচে! ছুঁড়ে দেওয়াটা একটু জোরে হওয়াতে কিছুতে ধাক্কা খেয়ে ওগুলো যে সোজা শহরের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে!
কে আছো বাঁচাও! ডাকাতেরা ফিরে এসে আমার দোকান লুটে নিয়ে গেলো!
হিঃ হিঃ! এই গয়নার দোকান লুট করা খুব সহজে হয়েছে!
যা বলেছিস মাইরি! লুটের পর লুট!
ঝপাং!
একি রে! হুট করে এ কি এসে পড়লো!
দারুণ হয়েছে বাঁটুল! কিন্তু এখানের জেলতো বোঝাই। তুমি ওদের মাইল দশেক দূরে যে জেলখানাটা আছে ওখানে নিয়ে যাও।
ঠিক। একটা ভালো মতলব এসেছে!
এটা কেমন হয়েছে বলুন তো? আপনার পুরোনো ইঞ্জিনের চেয়ে এদের পাওয়ার অনেক বেশী। আর খরচও নেই পেট্রোল লাগে না। আর ছুটছেও বেশ জোরে — হেট্ হেট্!
মনে হচ্ছে দশ মাইল রাস্তা তাড়াতাড়িই পৌঁছে যাবো। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নষ্ট হবে না!
বাঃ!
কে এই ল্যাম্পটা ভেঙেছে? নিশ্চয় তুই!
হ্যাঁ, একটা ইঁদুর ধরার চেষ্টা করতে গিয়ে ভেঙেছে!
দূর উজবুক!
এ বাড়িতে কোন ইঁদুর নেই!
হ্যাঁ বাঁটুলদা আছে! ঐ দ্যাখো, ওখান দিয়ে আবার যাচ্ছে!
ঠিক বলেছিস। আমি ওটাকে সোফার পেছনে দেখেছি!

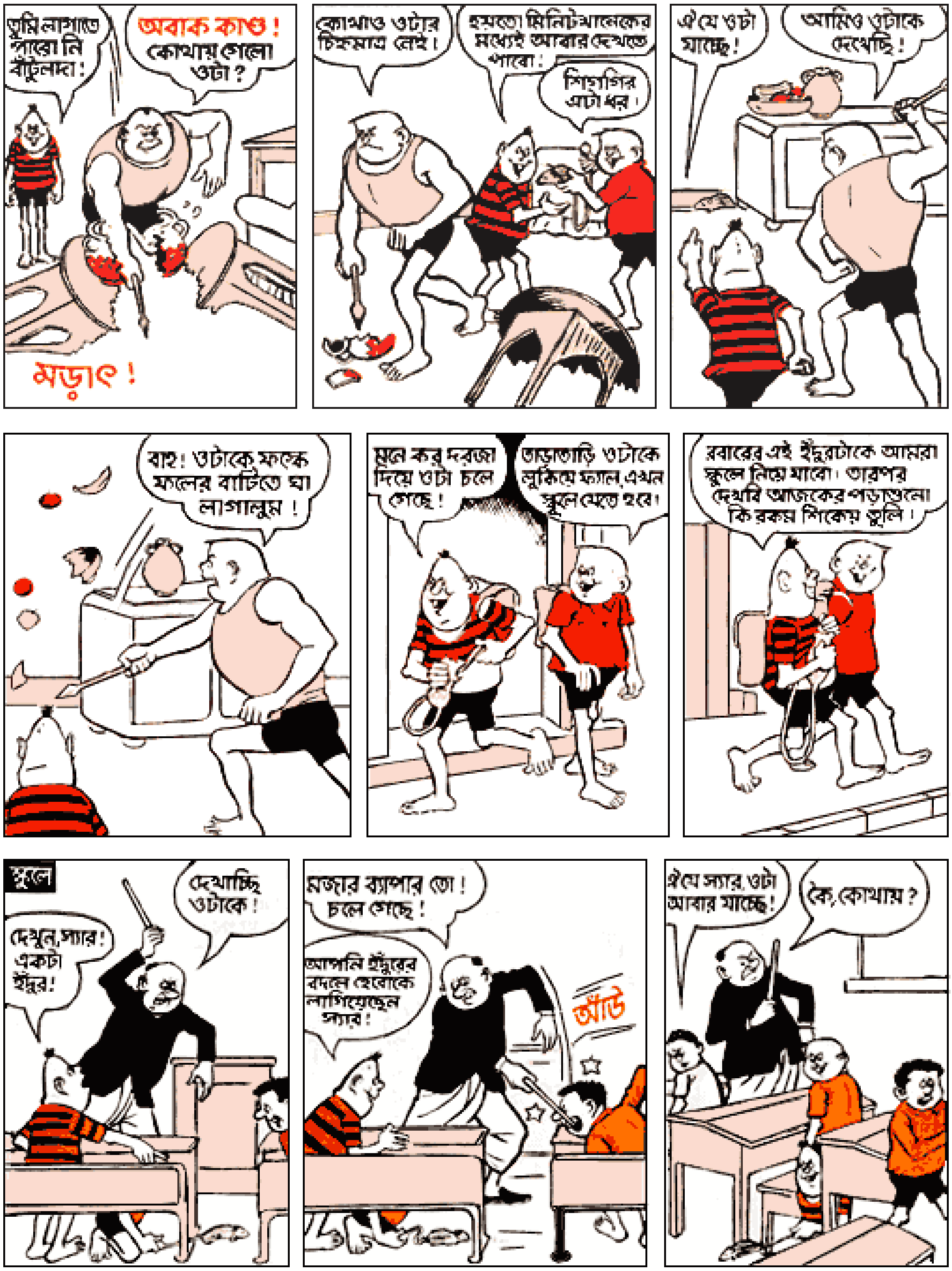
তুমি লাগাতে পারো নি বাঁটুলদা!
অবাক কাণ্ড! কোথায় গেলো ওটা?
মড়াৎ!
কোথাও ওটার চিহ্নমাত্র নেই।
হয়তো মিনিটখানেকের মধ্যেই আবার দেখতে পাবো।
শিগগির এটা ধর।
ঐ যে ওটা যাচ্ছে!
আমিও ওটাকে দেখেছি!
বাঃ! ওটাকে ফস্কে ফলের বাটিতে ঘা লাগালুম!
মনে কর দরজা দিয়ে ওটা চলে গেছে!
তাড়াতাড়ি ওটাকে লুকিয়ে ফ্যাল, এখন স্কুলে যেতে হবে।
রবারের এই ইঁদুরটাকে আমরা স্কুলে নিয়ে যাবো। তারপর দেখবি আজকের পড়াশুনো কি রকম শিকেয় তুলি।
স্কুলে
দেখুন, স্যার! একটা ইঁদুর!
দেখাচ্ছি ওটাকে!
মজার ব্যাপার তো! চলে গেছে!
আপনি ইঁদুরের বদলে হেবোকে লাগিয়েছেন স্যার!
আঁউ
ঐ যে স্যার, ওটা আবার যাচ্ছে!
কে, কোথায়?

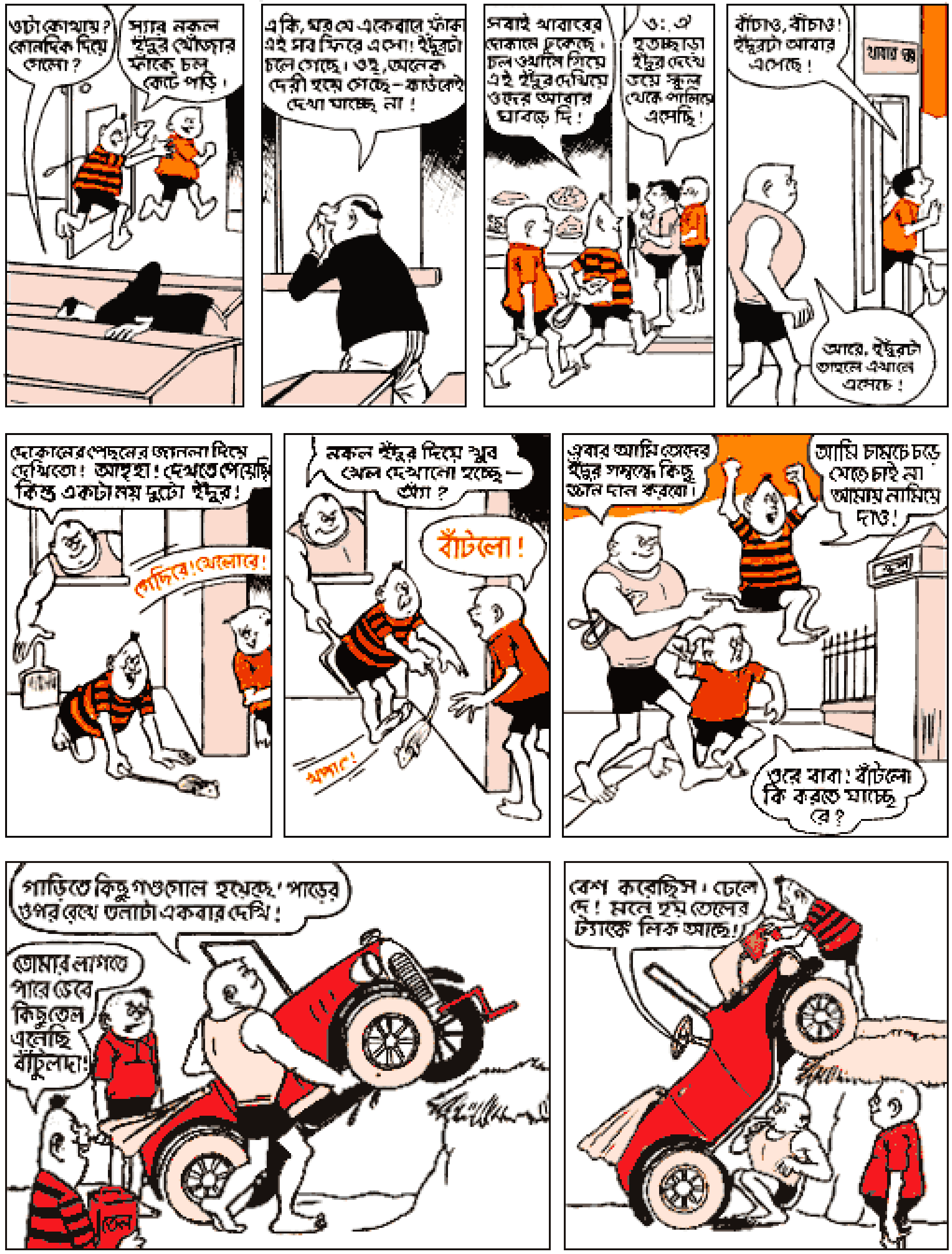
ওটা কোথায়? কোনদিক দিয়ে গেলো?
স্যার নকল ইঁদুর খোঁজার ফাঁকে চল কেটে পড়ি।
এ কি, ঘর যে একেবারে ফাঁকা এই সব ফিরে এসো! ইঁদুরটা চলে গেছে। ওহ্, অনেক দেরী হয়ে গেছে — কাউকেই দেখা যাচ্ছে না!
সবাই খাবারের দোকানে ঢুকেছে। চল ওখানে গিয়ে এই ইঁদুর দেখিয়ে ওদের আবার ঘাবড়ে দি!
ও:, ঐ হতচ্ছাড়া ইঁদুর দেখে ভয়ে স্কুল থেকে পালিয়ে এসেছি!
বাঁচাও, বাঁচাও! ইঁদুরটা আবার এসেছে!
খাবার
আরে, ইঁদুরটা তাহলে এখানে এসেছে!
দোকানের পেছনের জানলা দিয়ে দেখিতো! আহ্হা! দেখতে পেয়েছি কিন্তু একটা নয় দুটো ইঁদুর!
দৌড়িয়ে! খেলোরে!
নকল ইঁদুর দিয়ে খুব খেল দেখানো হচ্ছে — অ্যাঁ?
বাঁটলো!
এবার আমি তোদের ইঁদুর সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান দান করবো।
আমি চামচে চড়ে যেতে চাই না আমায় নামিয়ে দাও!
ওরে বাবা! বাঁটলো কি করতে যাচ্ছে রে?
গাড়িতে কিছু গণ্ডগোল হয়েছে' পায়ের ওপর রেখে তলাটা একবার দেখি!
তোমার লাগতে পারে ভেবে কিছু তেল এনেছি বাঁটুলদা!
তেল
বেশ করেছিস। ঢেলে দে! মনে হয় তেলের ট্যাঙ্কে লিক আছে!

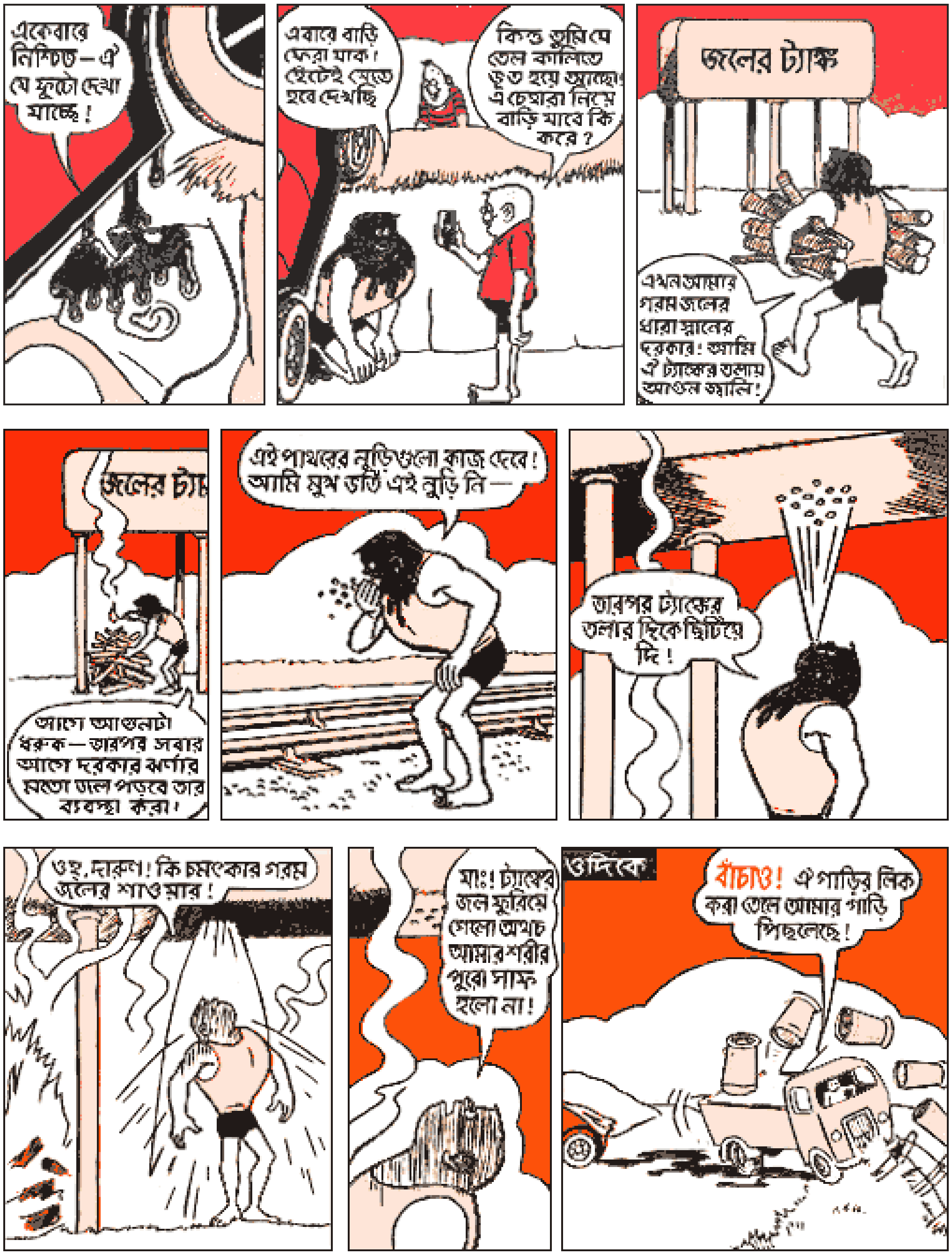
একেবারে নিশ্চিত — ঐ যে ফুটো দেখা যাচ্ছে !
এবারে বাড়ি ফেরা যাক ! হেঁটেই যেতে হবে দেখছি
কিন্তু তুমি যে তেল কালিতে ভূত হয়ে আছো! এ চেহারা নিয়ে বাড়ি যাবে কি করে ?
জলের ট্যাঙ্ক
এখন আমার গরম জলের ধারা স্নানের দরকার ! আমি ঐ ট্যাঙ্কের তলায় আগুন জ্বালি !
জলের ট্যা
আগে আগুনটা ধরুক — তারপর সবার আগে দরকার ঝর্ণার মতো জল পড়বে তার ব্যবস্থা করা !
এই পাথরের নুড়িগুলো কাজ দেবে ! আমি মুখ ভর্তি এই নুড়ি নি —
তারপর ট্যাঙ্কের তলার দিকে ছিটিয়ে দি !
ওহ্, দারুণ ! কি চমৎকার গরম জলের শাওয়ার !
যাঃ ! ট্যাঙ্কের জল ফুরিয়ে গেলো অথচ আমার শরীর পুরো সাফ হলো না !
ওদিকে
বাঁচাও ! ঐ গাড়ির লিক করা তেলে আমার গাড়ি পিছলেছে !

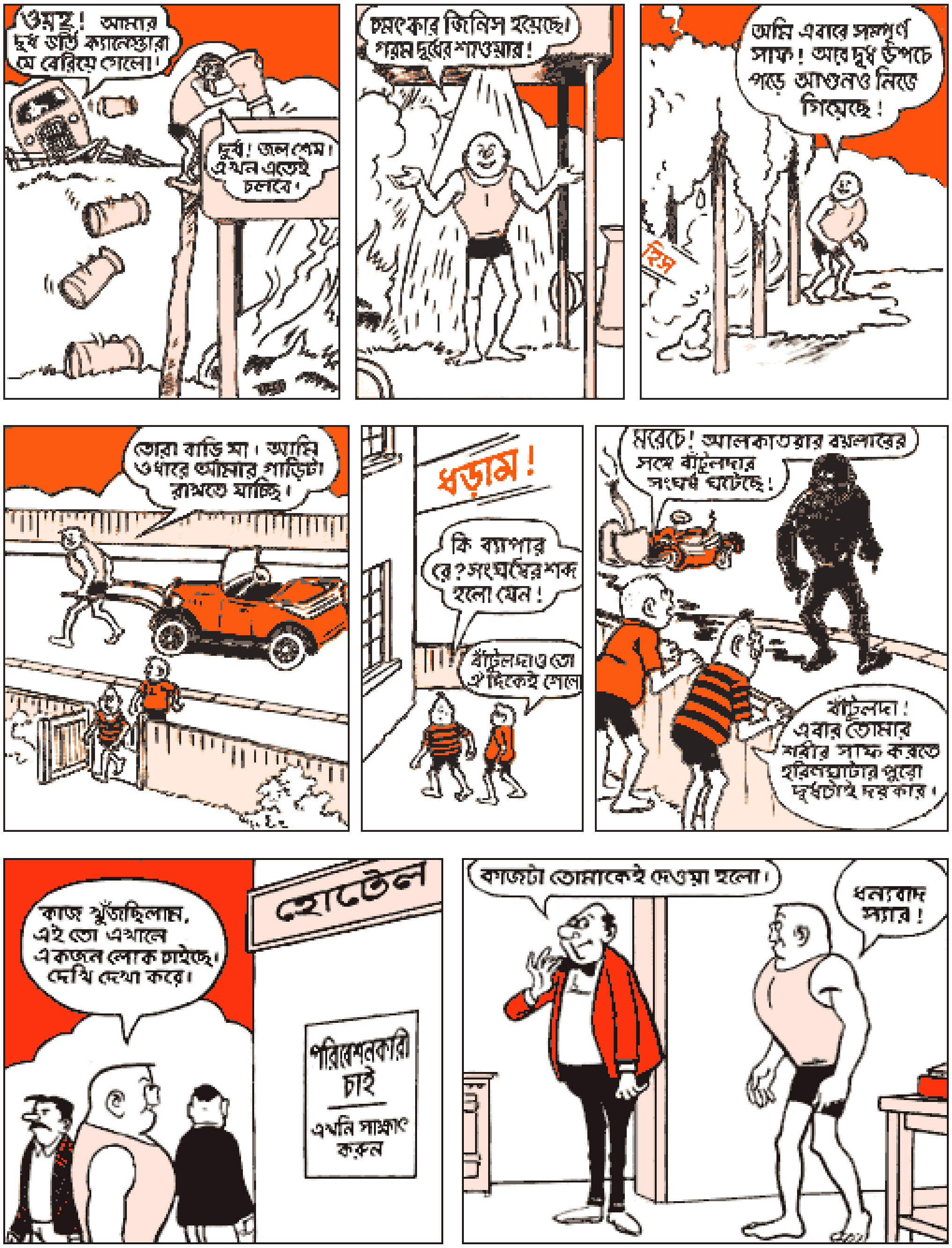
ওমহ্‌! আমার দুধ ভর্তি ক্যানেস্তারা যে বেরিয়ে গেলো!
দুধ! জল শেষ! এখন এতেই চলবে।
চমৎকার জিনিস হয়েছে! গরম দুধের শাওয়ার!
আমি এবারে সম্পূর্ণ সাফ! আর দুধ উপচে পড়ে আগুনও নিভে গিয়েছে!
তোরা বাড়ি যা। আমি ওধারে আমার গাড়িটা রাখতে যাচ্ছি।
ধড়াম!
কি ব্যাপার রে? সংঘর্ষের শব্দ হলো যেন!
বাঁটুলদাও তো ঐ দিকেই গেল
মরেছে! আলকাতরার বয়লারের সঙ্গে বাঁটুলদার সংঘর্ষ ঘটেছে!
বাঁটুলদা! এবার তোমার শরীর সাফ করতে হরিণঘাটার পুরো দুধটাই দরকার।
কাজ খুঁজছিলাম, এই তো এখানে একজন লোক চাইছে। দেখি দেখা করে।
হোটেল
পরিবেশনকারি চাই
এখনি সাক্ষাৎ করুন
কাজটা তোমাকেই দেওয়া হলো।
ধন্যবাদ স্যার!

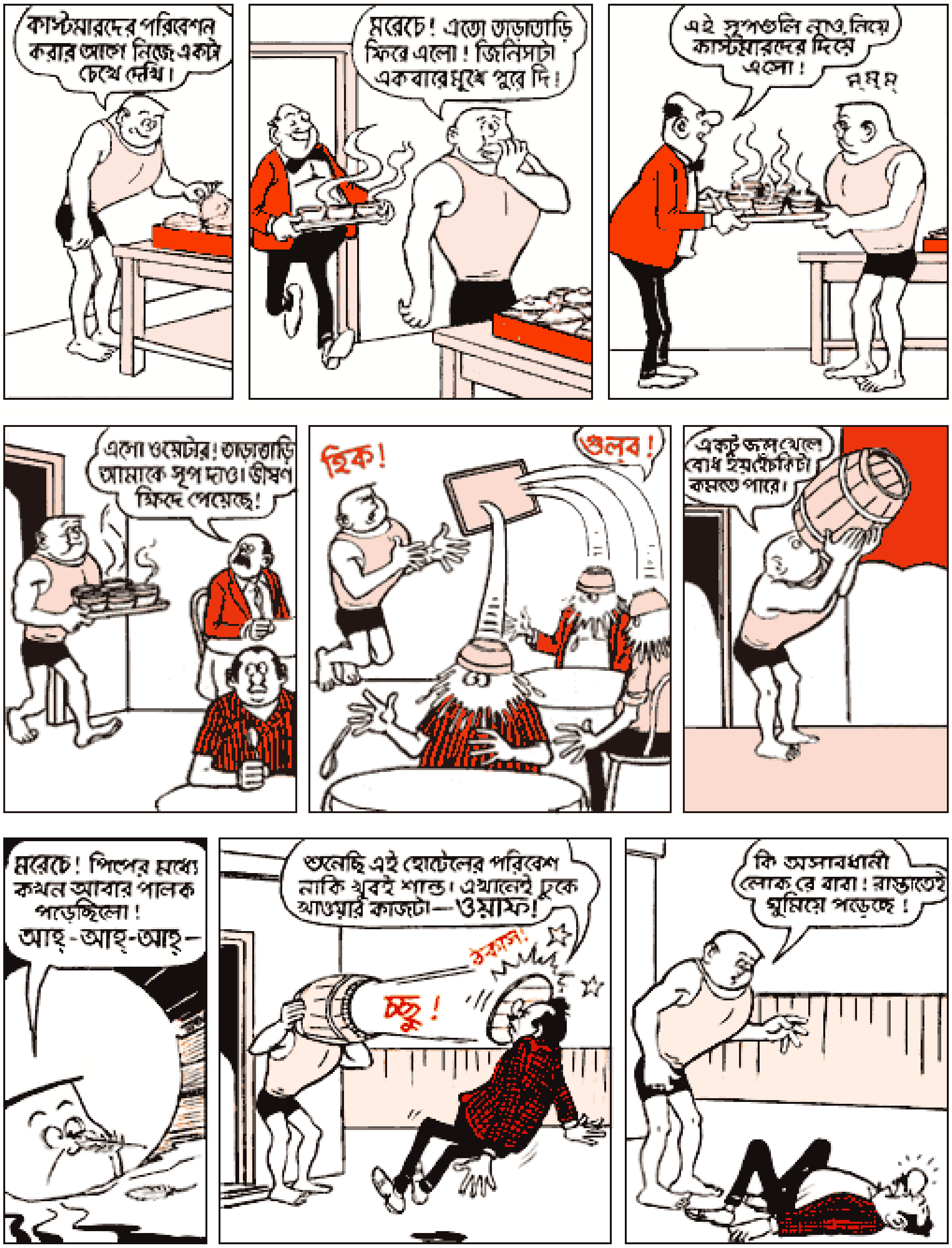
কাস্টমারদের পরিবেশন করার আগে নিজে একটু চেখে দেখি।
মরেছে! এতো তাড়াতাড়ি ফিরে এলো! জিনিসটা একবারে মুখে পুরে দি!
এই সুপগুলি নাও, নিয়ে কাস্টমারদের দিয়ে এসো!
ম্‌ম্‌ম্‌
এসো ওয়েটার! তাড়াতাড়ি আমাকে সুপ দাও। ভীষণ খিদে পেয়েছে!
হিক!
গুলব!
একটু জল খেলে বোধ হয় হেঁচকিটা কমতে পারে।
মরেছে! পিপের মধ্যে কখন আবার পালক পড়েছিলো!
আহ্-আহ্-আহ্—
শুনেছি এই হোটেলের পরিবেশ নাকি খুবই শান্ত। এখানেই ঢুকে খাওয়ার কাজটা—ওয়াফ!
ঠকাস!
হ্‌চ্চু!
কি অসাবধানী লোক রে বাবা! রাস্তাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে!

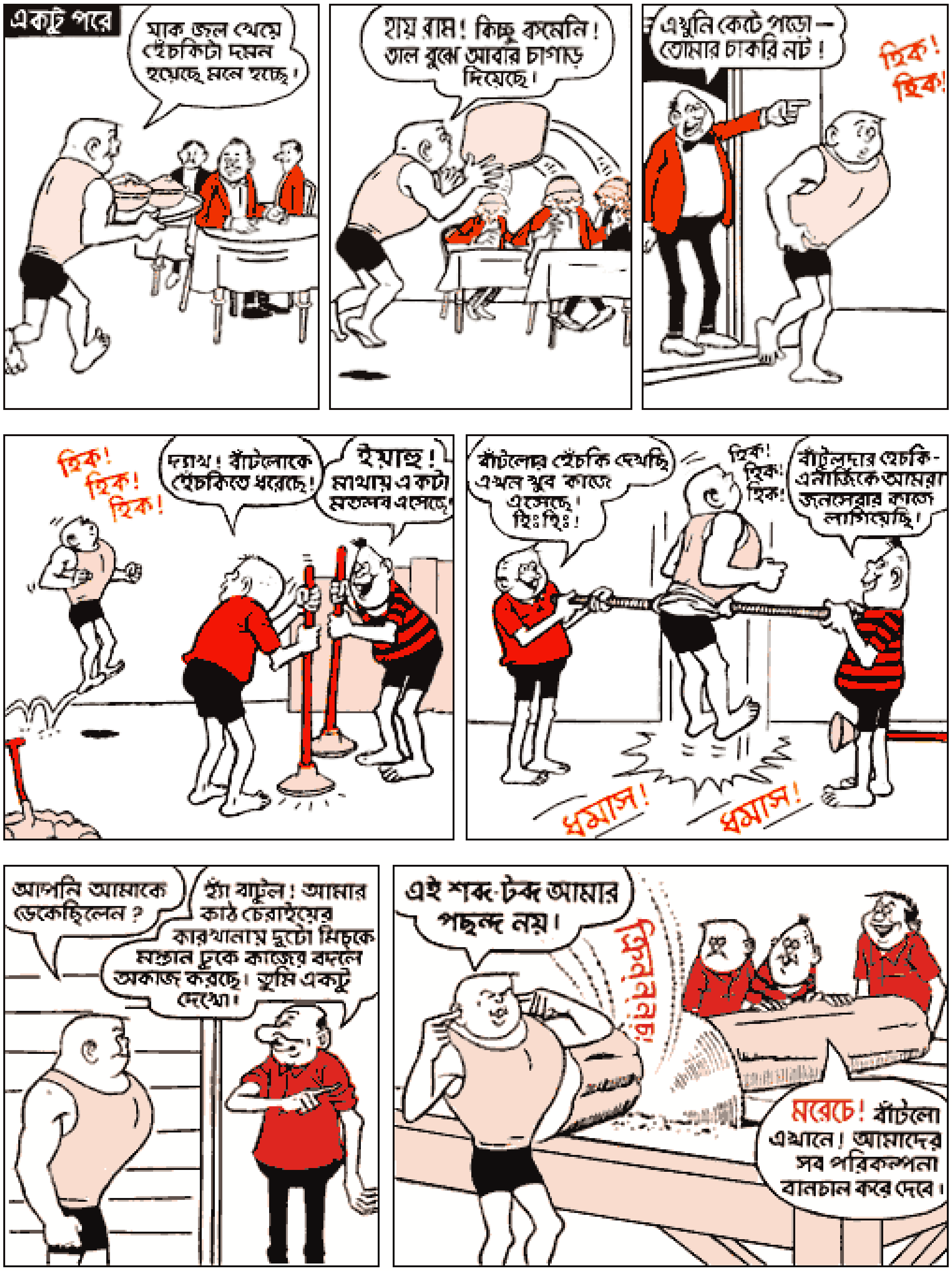
একটু পরে
যাক জল খেয়ে হেঁচকিটা দমন হয়েছে মনে হচ্ছে।
হায় রাম! কিচ্ছু বলেনি! তাল বুঝে আবার চাগাড় দিয়েছে।
এখুনি কেটে পড়ো — তোমার চাকরি নট!
হিক! হিক!
হিক! হিক! হিক!
দ্যাখ! বাঁটলোকে হেঁচকিতে ধরেছে!
ইয়াহু! মাথায় একটা মতলব এসেছে!
বাঁটলোর হেঁচকি দেখছি এখন খুব কাজে এসেছে! হিঃ হিঃ!
হিক! হিক! হিক!
বাঁটুলদার হেচকি-এনার্জিকে আমরা জনসেবার কাজে লাগিয়েছি!
ধমাস! ধমাস!
আপনি আমাকে ডেকেছিলেন?
হ্যাঁ বাটুল! আমার কাঠ চেরাইয়ের কারখানায় দুটো মিচকে মস্তান ঢুকে কাজের বদলে অকাজ করছে। তুমি একটু দেখো।
এই শব্দ-টব্দ আমার পছন্দ নয়।
মরেছে! বাঁটলো এখানে! আমাদের সব পরিকল্পনা বানচাল করে দেবে।

খাসা! বিদ্যুৎ বন্ধ হলেও উৎপাদন চালু থাকবে। এবার গাছ ফেলতে পারো কি না দেখি।
গাছ আর ওভাবে ফেলতে হবে না।
আমার কুড়ুল দরকার নেই— আমি ঠোকা মেরে গাছ ফেলবো।
ওয়াফ্!
ওঃ! হতচ্ছাড়া আমাকে হাফ্ ল্যাংড়া করে ছেড়েছে! দেখাচ্ছি ওকে মজা!
হ্যাঁ, ভালো করে মজা দেখাও। গাছ চাপা দিয়ে দাও উদ্‌খুলটাকে!
মন্দ নয়, তবে একটু দেরী হয় এই যা।
বেশী দেরী নেই, ঘাড়ে পড়লো বলে!
চকাস!
হাঃ হাঃ! গাছের চাপে আদ্ধেক মাটিতে পুঁতে যাবে, তারপর—
আবার ঠ্যাং খোয়াবার বাসনা হয়েছে?
টেনে তুলে তিনজনে মিলে ওর হাত পা ধরে চ্যাং— অ্যাঁ—না—

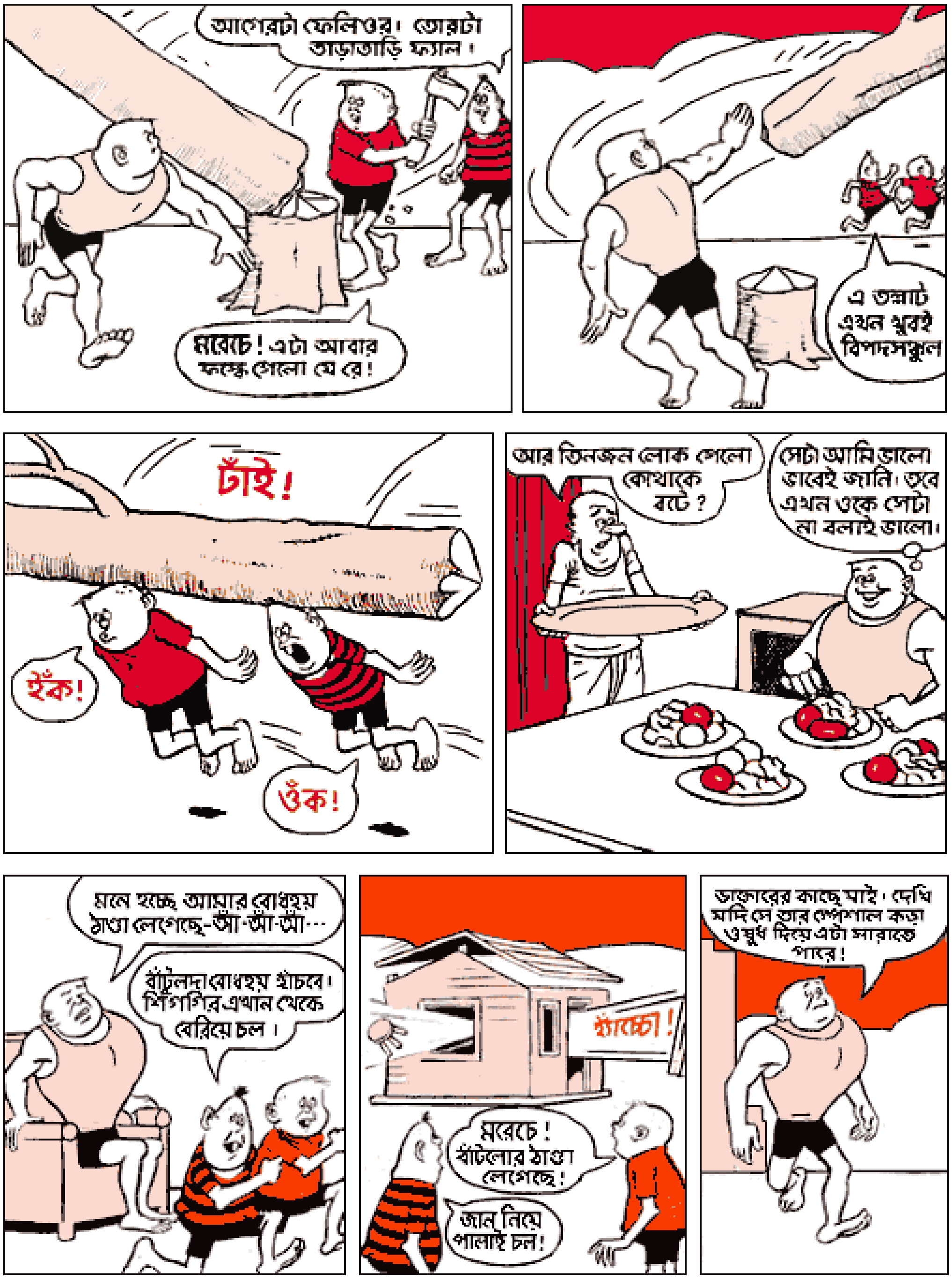
আগেরটা ফেলিওর। তোরটা তাড়াতাড়ি ফ্যাল।
মরেচে! এটা আবার ফস্কে গেলো যে রে!
এ তল্লাট এখন খুবই বিপদসঙ্কুল
টাঁই!
ইঁক!
ওঁক!
আর তিনজন লোক গেলো কোথাকে বটে?
সেটা আমি ভালো ভাবেই জানি। তবে এখন ওকে সেটা না বলাই ভালো।
মনে হচ্ছে আমার বোধহয় ঠাণ্ডা লেগেছে-আঁ-আঁ-আঁ···
বাঁটুলদা বোধহয় হাঁচবে। শিগগির এখান থেকে বেরিয়ে চল।
হ্যাচ্চো!
মরেচে! বাঁটুলোর ঠাণ্ডা লেগেছে!
জান নিয়ে পালাই চল!
ডাক্তারের কাছে যাই। দেখি যদি সে তার স্পেশাল কড়া ওষুধ দিয়ে এটা সারাতে পারে!

আঁ-আঁ-আঁ–
না না বাঁটুলদা এদিকে নয় তুমি অন্য দিকে হাঁচো…
ইয়েও !
হ্যাচ্চো !
বাঁটুলদা এদিকে আসার আগে শিগগির সর্দির ওষুধটা নিয়ে চলুন ডাক্তারবাবু !
আঁহ্-আঁহ্…
এটা খেয়ে নাও বাঁটুল !
হ্যাচ্চো !
আউঁল্‌ক্ !
ওদিকে
ঘোড়া দুটো জল খেয়ে নিক তারপর এই গাড়ি নিয়ে পালাবো।
সুলুরপ ! সুলুপ !
সুলুরপ !
খুব ! খুব !
মরেচে ! ঘোড়াদুটোর আবার কি হলো ?
চিঁহিঁ !
ত্থেগস্ !

এই খেয়েচে! দুটো যে দুদিকে চলে গেলো রে!
আর দুটো নিয়ে আয়।
ঘোড়ার আস্তাবল
গাড়ির ঘোড়া দুটো ভেগেছে। আরো দুটো ঘোড়া চাই।
এই পুরোনো সাইকেলটা ছাড়া আর কিছু নেই।
হ্যাঁচ্চো!
হ্যাঁচ্চো!
বাঁটলোর হাঁচি আমার মগজে একটা আইডিয়া গজিয়ে দিয়েছে।
বাঁটলোর 'হাঁচি পাওয়ারকে' কাজে লাগিয়ে আমরা এখন ষাট মাইল বেগে গাড়ি ছুটিয়েছি। বার কয়েক ট্রিপ দিতে পারলেই পকেটে বেশ কিছু মালকড়ি এসে যাবে।
হ্যাঁচ্চো!
ইন্টারেস্টিং বইটা পড়তে পড়তে লোডশেডিং হয়ে গেলো। মোমের আলোতে কি আর ভালো করে পড়া যায়।
রাস্তার ওপাশে দেখছি লোডশেডিং হয়নি। ঠিক একটা চমৎকার আইডিয়া এসেছে।
আমার জানলার কাছে নিয়ে যাই।
চকাং!

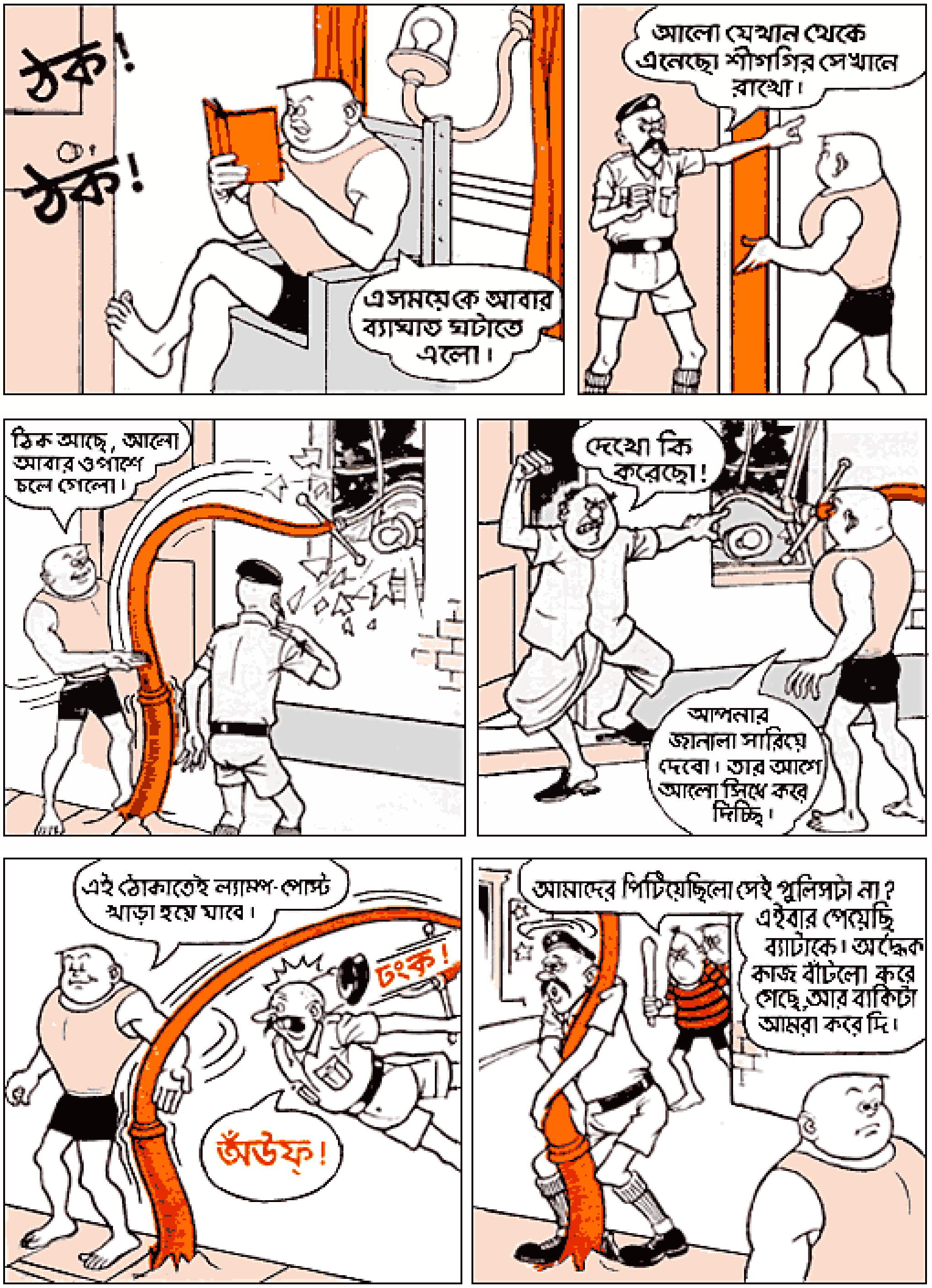

ঠক! ঠক!
এ সময়ে কে আবার ব্যাঘাত ঘটাতে এলো।
আলো যেখান থেকে এনেছো শীগগির সেখানে রাখো।
ঠিক আছে, আলো আবার ওপাশে চলে গেলো।
দেখো কি করেছো!
আপনার জানালা সারিয়ে দেবো। তার আগে আলো সিধে করে দিচ্ছি।
এই ঠোকাতেই ল্যাম্প-পোস্ট খাড়া হয়ে যাবে।
টংক!
ওঁউফ্!
আমাদের পিটিয়েছিলো সেই পুলিসটা না? এইবার পেয়েছি ব্যাটাকে। অর্দ্ধেক কাজ বাঁটলো করে গেছে, আর বাকিটা আমরা করে দি।

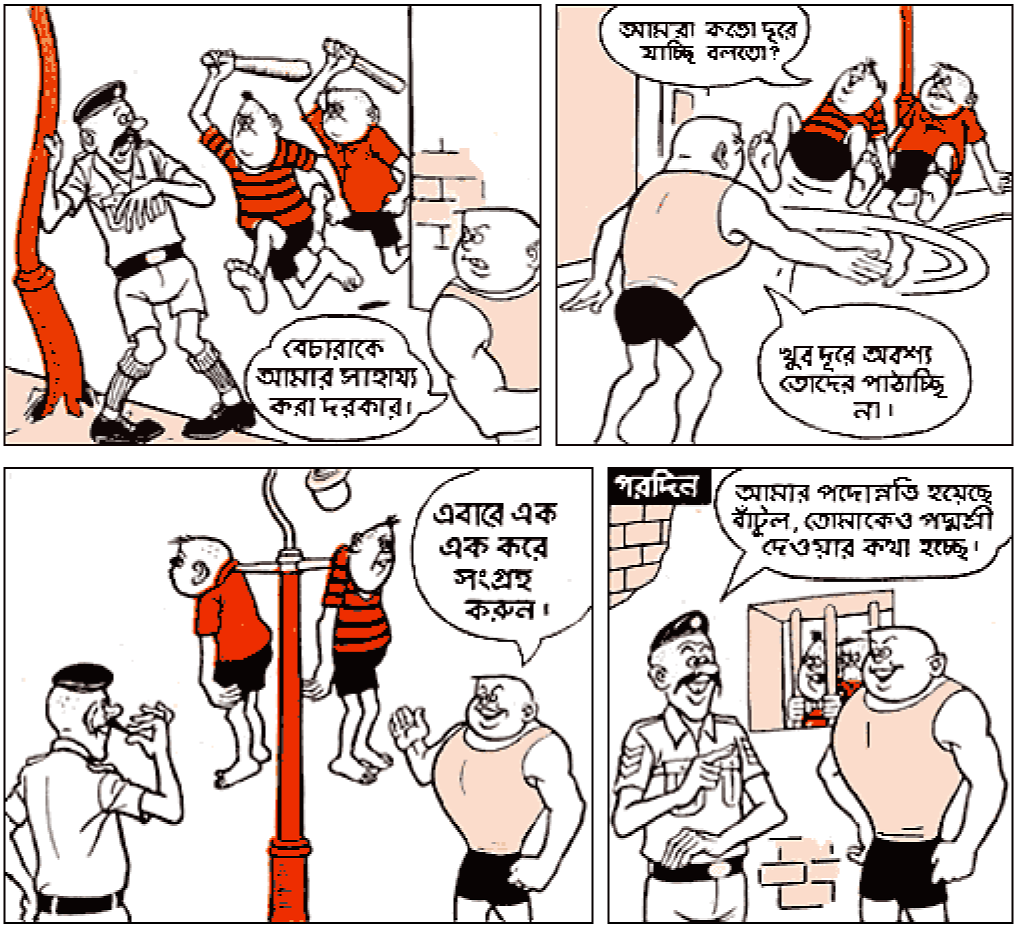
বেচারাকে আমার সাহায্য করা দরকার।
আমরা কতো দূরে যাচ্ছি বলতো?
খুব দূরে অবশ্য তোদের পাঠাচ্ছি না।
এবারে এক এক করে সংগ্রহ করুন।
পরদিন
আমার পদোন্নতি হয়েছে বাঁটুল, তোমাকেও পদ্মশ্রী দেওয়ার কথা হচ্ছে।